হিন্দুধর্ম্মের উদারতা।

আমাদের হিন্দুধর্ম্মের মত এমন উদার ধর্ম্ম আর নাই। ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত ধর্ম্মের বন্ধনে আবদ্ধ এবং তাঁহার জীবনের সামান্য সামান্য কার্য্যগুলিও ধর্ম্মের সহিত জড়িত। যাহাতে আমরা প্রতি পাদক্ষেপে ধর্ম্মের অনুসরণ করিয়া চলি, আমাদের শাস্ত্রকারেরা তাহারই ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। আমাদের হৃদয় যাহাতে সংকীর্ণ না হয়, তাহার জন্য তাঁহারা মহৎ ও উচ্চ উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ"। কি সুন্দর উচ্চ ভাব। এইরূপ সুন্দর মহামূল্য রত্ন সকল আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে আছে, তাহার উপদেশ —সর্ব্বত্রই ব্রহ্মদর্শন করা ও আপনাকে জানিয়া নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারা সর্ব্বশেষে মুক্তি লাভ করা। আত্মজ্ঞান লাভ করিবার ইচ্ছা সকলেরই আছে, কেবল মায়া ও বাসনার বশে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। একমাত্র ধর্ম্মই আমাদের লক্ষ্য স্মরণ করাইয়া দেয়। আমরা যদি স্ব স্ব সাম্প্রদায়িক ভাব ভুলিয়া সাধনার দ্বারা আপনাদিগকে মুক্তির দিকে অগ্রসর করিতে পারি, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয়ই শুভ ফল পাইব। অন্তরের সদ্বৃত্তি-গুলির অনুশীলনে হৃদয়কে প্রসারিত করিয়া সসীম হইতে অসীমে আপনা-দিগকে মিশাইয়া দেওয়া মানবজীবনের চরম উৎকর্ষ। স্ব স্ব ধর্ম্মের আশ্রয়ে থাকিয়া আত্মজ্ঞান লাভ করাই মানব-জীবনের সফলতা। সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিতে হইলে আমাদের হিন্দু ধর্ম্মের মহৎ উচ্চ ভাব সকল হৃদয়ে ধারণ করিতে হইবে। ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর মুখ হইতেই "বসুধৈব কুটুম্বকম্" এই সার কথা বাহির হইয়াছে। মঙ্গলময় ঈশ্বর আমাদের পিতামাতা, এজন্য সমস্ত পৃথিবীর লোককে আমাদের আপনার বলিয়া ভাবিতে হইবে।

নিষ্কাম কর্ম্ম আমাদের সাধনা ও চিত্তশুদ্ধির জন্য। শাস্ত্রের উপদেশ সকল মানিয়া হৃদয়ের সদ্বৃত্তিসমূহের অনুশীলন করিলে আমাদের হৃদয়ের মলিনতা দূর হয়। তখন সাধক সর্ব্বত্রই ব্রহ্মদর্শন করিয়া যোগের চরম ফল লাভ করিয়া থাকেন। মানবমাত্রেরই মনুষ্যপদবাচ্য হইতে হইলে আত্মজ্ঞান লাভ করা উচিত। সাধনার পথে বিঘ্ন অনেক। আমাদের ইন্দ্রিয় সকল বিষয়ের প্রতি প্রতিনিয়ত ধাবিত হইতেছে। কঠোর সাধনার কশাঘাতে দুষ্ট অশ্বের ন্যায় মনকে বিষয় হইতে ফিরাইতে হইবে। যে সাধক সাধনার পথে অগ্রসর হইয়াছেন, তিনিই জানেন সাধনার পথ কত বিঘ্নসঙ্কুল। পাপপথ আপাতমনোরম, সুতরাং মনুষ্যের মন সহজেই তাহাতে পতিত হইয়া থাকে।

সেই জন্য আর্য্য ঋষিরা ধর্ম্মের পথকে শাণিতক্ষুরধারের ন্যায় বলিয়া গিয়াছেন। যদিও প্রতিপদক্ষেপে ভূমিতে পতিত হইতে হয়, তথাপি নিরাশ না হইয়া সাবধানে জীবনের শেষ অবধি চলিলে কিছু না কিছু ফল অবশ্যই হইবে। কোনও প্রসিদ্ধ কবি বলিয়াছেন :—

"এক বার না হইলে, হইতে পারে পরে।
বারেক নিরাশ হয়ে কে কোথায় মরে॥"

অতএব, আশায় হৃদয় বাঁধিয়া আমাদের এই জীবন সংগ্রামে অগ্রসর হইতে হইবে। নীতি ও সদাচারসম্পন্ন হইয়া অসদ্‌বৃত্তি সকলের মূলোৎপাটনপূর্ব্বক হৃদয়কে পবিত্র করিলে তবে সাধনায় অধিকারী হওয়া যায়। নিজের জীবনের ভুল ভ্রান্তি দূর করাই মনুষ্যজীবনের কাজ। তাহা না করিয়া অন্যের দোষ দর্শন করিয়া বিদ্রূপের বাক্যবাণে তাহাকে বিদ্ধ করিয়া আমরা বড়ই পৌরুষ জ্ঞান করিয়া থাকি। মনুষ্যহৃদয়ে যদি উচ্চ ভাব থাকে, তবে সেই মহৎ ভাবের দ্বারা সে ক্ষুদ্রকেও বড় করিয়া দেখে। উদার হিন্দুর হৃদয়ে কখনও মক্ষিকাবৃত্তি স্থান পায় না। "মক্ষিকা ব্রণমিচ্ছন্তি মধুমিচ্ছন্তি ষট্‌পদাঃ।" মনুষ্যমাত্রেই মন্দ হইতে ভাল গ্রহণ করিবে ও নিজের জীবনকে সংযত করিয়া সাধনার দিকে অগ্রসর হইবে।

ধর্ম্ম অতি পুরাতন জিনিষ। ইহার সম্বন্ধে নূতন কথা কিছুই বলিবার নাই। ধর্ম্মালাপ ও ধর্ম্মালোচনা সর্ব্বদাই করিবে। সর্ব্বদা শ্রুত কথা কার হৃদয়ে, কোন্ শুভ মুহূর্ত্তে, কি ভাবে প্রবেশ করে, তাহা বলা যায় না। সর্ব্বদা সৎ-চিন্তা ও সদ্বিষয় আলোচনা করিলে নিশ্চয়ই তাহার শুভ ফল পাওয়া যায়। সৎসঙ্গ আমাদিগকে স্বর্গসুখ আনিয়া দেয় :—শ্রীমৎ জয়দেব বলিয়াছেন, "ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা। ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা।" ক্ষণকাল যদি সজ্জন সহবাস লাভ হয়, তবে তাহা এই ভবার্ণবের পরপারে উত্তীর্ণ হইবার নৌকাস্বরূপ হইয়া থাকে। শাস্ত্রবাক্য ও সৎসঙ্গ আমাদের জীবনকে মধুময় করে। এই দুঃখময় সংসারে সুখ অন্বেষণ না করিয়া সুখ দুঃখের অতীত যে জিনিষ তাহাকে জানিতে চাও। আত্মজ্ঞান কিসে হয় তাহার উপায় কর। জীবনকে জীবনদাতার হাতে দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া আপনার কাজ করিয়া যাও। মহাত্মাগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলিলে নিঃসন্দেহ মুক্তি লাভ হইবে।

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী।

পাগল নয় কে ?

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

যাঁহারা সাহিত্যচর্চ্চায় পাগল, তাঁহাদিগের পাগলামি অবশ্য উচ্চ অঙ্গের। কিন্তু তাহা ধর্ম্মের নিম্নস্তরে। ধর্ম্মের সমান উচ্চ আসন কাহারও নাই। সাহিত্যসেবিগণ জগতে যে সাহিত্য রত্ন দান করিয়া যান, তাহা ভুলিবার নহে, তাহাতে জগতের বিলক্ষণ হিতসাধন হইয়া থাকে, এবং জগৎ তজ্জন্য তাহাদিগকে হৃদয়মন্দিরে স্থাপন করিয়া ভক্তি ও শ্রদ্ধার অঞ্জলি প্রদান করে। সাহিত্যিকগণও কিসে জগতের মঙ্গল সাধিত হইবে, তজ্জন্য নিয়ত চেষ্টা করেন। তাঁহারা বাণীর কমলবনে প্রবেশ করিয়া কোথায় সুন্দর ভাব, কোথায় সুন্দর সুশ্রাব্য ললিত মধুর বাক্য, খুঁজিয়া খুঁজিয়া আহরণ করেন। তাঁহারা ভারতীর কমলবনের মধু আহরণ করিয়া আপনারা আকণ্ঠ পান করেন ও জগৎকে পান করান, আপনারা পাগল হন ও জগতকেও পাগল করেন। সাহিত্যিক পাগলগণ ভারতীর আরাধনায় জীবন যাপন করিয়া বিপুল সুখ অনুভব করেন, সে সুখের তুলনা কোথাও নাই, সে সুখ স্বর্গসুখের অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে। রাজার সিংহাসন, সমরজিৎ বীরেন্দ্রের বিজয়মুকুট, ধনকুবেরের অগাধ ধনরাশি, তাহার নিকট তুচ্ছ বোধ হয়। সাহিত্যিকগণ দিবারাত্রি ভারতীর সেবায় রত, তাঁহার ধ্যানে নিমগ্ন, তাঁহার চিন্তায় বিভোর। সাহিত্যচর্চ্চা এক প্রকার যোগসাধন।—সাহিত্য অনায়াসলভ্য বস্তু নহে। যেমন ধর্ম্ম-সাধনা কঠিন, সাহিত্যসেবাও তদ্রূপ, পদে পদে বিঘ্নপূর্ণ ও বিপদসঙ্কুল। মনে করিলেই সাহিত্যে সিদ্ধি লাভ করা যায় না। উহার প্রাপ্তি বহু আয়াস ও শ্রমসাধ্য।

যখন ভক্ত সাহিত্যিকের তপস্যায় প্রসন্ন হইয়া সাহিত্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা নৃত্য করিতে করিতে তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূতা হয়েন, তখন সেই ভক্তের আনন্দ উছলিয়া উঠে, তাঁহার হৃদয় নৃত্য করিতে থাকে, তিনি বাগ্‌দেবীর বীণাধ্বনিতে মুগ্ধ হইয়া পাগল হইয়া পড়েন। পাগল সাহিত্যিকগণ ভাবের দাস, ভাব তাঁহাদিগকে যে দিকে লইয়া যায়, তাঁহারা সেই দিকে না যাইয়া থাকিতে পারেন না। ভাবই তাঁহাদিগের সর্ব্বস্ব, তাঁহারা ভাবের পাগল।

সেক্ষপীর মানবচরিত্র অঙ্কনে পাগল। মিল্টন পুণ্য ও পাপ বর্ণনায় পাগল। কালিদাস স্বভাবচিত্রণে পাগল। পাগল না হইলে, তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য এত উৎকর্ষ লাভ করিত না, তাঁহারা ভাবের স্রোত বহাইয়া সকলকে মাতাইতে পারিতেন না, তাঁহারা আজ জগতের পূজা, আরাধ্য ও নমস্য হইতে পারিতেন না। আমাদের

মাইকেল মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, দীনবন্ধু প্রভৃতি সাহিত্যসেবিগণ সাহিত্য জগতে কি সুধা পান করিতেন, সাহিত্যচর্চ্চায় কি বিমল আনন্দ উপভোগ করিতেন, তাহা তাঁহারা ভিন্ন সাধারণে কি বুঝিতে পারিবে? তাঁহারা সাহিত্যের রস বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই তাহাতে উন্মত্ত ছিলেন। কবি, ঔপন্যাসিক, ঐতিহাসিক প্রভৃতি সাহিত্যিকগণ সকলেই স্ব স্ব ইষ্ট দেবতার আরাধনায় পাগল।

সঙ্গীতচর্চ্চায় যাঁহারা পাগল, তাঁহারা নানাবিধ রাগরাগিণীর অবতারণা করিয়া আপনারাও উন্মত্ত হয়েন, অপরকেও উন্মত্ত করেন। তাঁহাদিগের সজীব সঙ্গীত শ্রোতাদিগের হৃদয়ের সহিত কথা কহিয়া তাহাদিগকে পাগল করে। গায়ক ও শ্রোতা উভয়েই বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়েন। সঙ্গীতরসজ্ঞ সাধক গায়কগণ মধুর সঙ্গীতবিদ্যার আলাপনে জীবন অতিবাহিত করেন। সংসারে সঙ্গীত-বিদ্যাই তাঁহাদিগের সর্ব্বস্ব, তাহারই অনুশীলনে তাঁহারা আর সব ভুলিয়া যান, তাঁহারা তাহাতেই পাগল। দেবাদিদেব মহাদেব ভূতভাবন ভবানীপতি পাগল পঞ্চানন যখন পঞ্চমুখে গান করিতেন, তখন গোলকপতি ষড়ৈশ্বর্য্যশালী স্বয়ং ভগবান্ বিষ্ণু সেই গানে মোহিত হইয়া দ্রবময়ী গঙ্গারূপে প্রবাহিত হইয়াছিলেন। নারদের বীণাযন্ত্রের কত না গুণ ছিল! তিনি হরিনাম সংকীর্ত্তনে দেবতাদিগকেও মোহিত করিয়া পাগল করিতেন ও আপনি পাগল হইতেন। মিঞা তানসেন দীপকরাগ আলাপনে আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। সঙ্গীতে পাগল হইয়া কত সংসার-দগ্ধ মানব সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা ভুলিয়া গিয়াছেন!

কেহ কেহ বক্তৃতায় পাগল। যাঁহারা বক্তা, তাঁহারা শ্রোতৃবৃন্দকে কি করিয়া মুগ্ধ করিবেন, কি করিয়া তাঁহাদিগের হৃদয় অধিকার করিবেন, এই চিন্তায় অস্থির ও ব্যস্ত। ডিমস্থিনিস্, সিসিরো প্রভৃতি বক্তাগণ লোক রঞ্জন, লোক শিক্ষা ও লোক প্রশংসার জন্য পাগল ছিলেন।

দাতাকর্ণ, বলিরাজা, রাজা হরিশ্চন্দ্র প্রভৃতি দানশীল মহাত্মাগণ দান-ব্রত-পালনে উন্মত্ত ছিলেন। হাউয়ার্ড দি-ফিলানথ্রপিষ্ট, এবং বঙ্গের উজ্জ্বল রত্ন সেই দয়ার সাগর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া কত শত দরিদ্রের দুঃখ বিমোচন করিয়াছেন। তাঁহারা পর-দুঃখে কাতর ও পরদুঃখমোচনে পাগল ছিলেন।

স্বদেশের রীতি নীতি পরিমার্জ্জিত করিতে, দেশাচার সুসংস্কৃত ও সমুন্নত করিতে যাঁহারা সদাই যত্নশীল থাকেন, তাঁহারাও কি কম পাগল? ধর্ম্ম-সংস্কারক ও সমাজসংস্কারক রামমোহন, দেবেন্দ্র, কেশবচন্দ্র, রাজনারায়ণ প্রভৃতি মহাত্মাগণ কি কম পাগল ছিলেন?

জগদ্বিখ্যাত নিউটন মাধ্যাকর্ষণ-তত্ত্ব

নিরূপণে পাগল, গ্যালিলিও সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পৃথিবীর আবর্ত্তন লইয়া পাগল, ডার্বিন সাহেব, ক্রমোন্নতি বা বিবর্ত্তন বাদ লইয়া পাগল। সক্রেটীস, প্লেটো, প্লিনী, পাইথাগোরস প্রভৃতি প্রাচীন পণ্ডিতগণ স্ব স্ব মন্তব্য ও অভিমত প্রচারে পাগল—পাগল কে নয়? ভল্টেয়ার, রুসো, কম্‌ট, চার্ব্বাক, মিল প্রভৃতি মনীষিগণ পাগল নয় ত পাগল কে?

নূতন মহাদ্বীপ (আমেরিকা) আবিষ্কার করিবার জন্ত কলম্বস পাগল। বাষ্পের তত্বানুসন্ধানে ওয়াট্‌স ও ষ্টিফেন্‌স পাগল। এডিসন স্বরতত্বালোচনায় পাগল। পাগল কে নয়? পাগল না হইলে কি জগতের কাজ চলে? তবে পাগল ছোট আর বড়, এইমাত্র প্রভেদ। যাহারা সংসারে দৈনিক উদরপূরণ কার্য্যে নিরত, তাহারাও কি পাগল নহে? অবশ্যই পাগল। যতক্ষণ তাহাদিগের দাল, চাউল, ঘৃত, লবণ প্রভৃতি আহারীয় সামগ্রী সমুদয় সংগ্রহ না হয়, ততক্ষণ কি তাহারা নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারে? না—কখনই না। তাহারা সেই সকল বস্তুর জন্ত পাগল হইয়া বেড়ায়। তবেই দেখা গেল জগতে পাগল সকলে।

শ্রীভুবনমোহন ঘোষ।

৺উমেশ চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের জীবনী।

১৫ বৎসর বয়সে লিখিত রোমরাজ্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

প্রথম অধ্যায়।

রমুলসের রাজত্ব।

১। রমুলস্ মহা বীরপুরুষ, এবং সুক্ষদর্শী ও রাজনীতিজ্ঞ ভূপতি ছিলেন। তিনি ইটালীয় সেনিনীয়, আটান্‌মটিক এবং ক্রষ্টুমেনীয় প্রভৃতি জাতির সহিত বারংবার সংগ্রাম করিয়া জয়ী হইয়াছিলেন।

২। এক সময়ে রোমের স্ত্রীলোক-সংগ্রহের জন্ত, সেবাইনজাতির কন্যাদিগকে হরণ করাতে, তাহারা ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া টেটিয়স রাজার সমভিব্যাহারে, রোম নগর আক্রমণ করিয়াছিল।

৩। তৎকালে এই যুদ্ধ রোমের পক্ষে মহা বিপজ্জনক বলিতে হইবে। এই যুদ্ধে রোমানদিগের ক্ষমতা প্রায় সমূলে বিনষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছিল, কারণ রোমানদিগের দুর্গদ্বার-রক্ষিকা টার্পিয়া-নাম্নী এক স্ত্রীলোকের বিশ্বাসঘাতকতায় সেবাইনেরা দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। এই সময়ে যদি সেই অপহৃত স্ত্রীলোকগণ ঐ বিবাদী দলদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী না হইতেন এবং অনেক শোক, তাপ ও রোদন করিয়া, সন্ধি স্থাপন না করিতেন, তাহা হইলে ঐ সংগ্রামেই রোমানদিগের সমূলোচ্ছেদ হইত।

৪। ঐ অবলাগণের রোদন ও আর্ত্তনাদে সেবাইনেরা এরূপ করুণার্দ্র হইল যে, তাহারা তৎক্ষণাৎ অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অঙ্গীকার করিল যে, অদ্যাবধি আর আমরা কখন পরস্পরের বিরুদ্ধে অস্ত্র চালনা করিব না।

৫। এইরূপে উভয় জাতি একমত হইয়া স্থির করিল যে, রমুলস ও টেটিয়স একত্রে রাজত্ব করিবেন এবং রোম নগর উভয় রাজ্যের রাজধানী থাকিবে।

৬। রমুলস ও টেটিয়স ছয় বৎসর পর্য্যন্ত একমত হইয়া রাজ্য শাসন করিলেন। তৎপরে টেটিয়স, লরেন্টিনী নামক লাটিনদিগের প্রেরিত দূতের প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার করাতে, ৭৪২ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে লাঙ্গুভিয়স নামক স্থানে হত হয়েন। কোন কোন গ্রন্থকার বলেন যে, উভয় রাজার মধ্যে আন্তরিক দ্বেষানল প্রচ্ছন্ন ছিল, এক্ষণে রমুলসের আজ্ঞাতেই এই কার্য্যটী সম্পন্ন হইয়াছিল।

৭। রমুলসের কিপ্রকারে মৃত্যু হয়, তাহার নিশ্চয় বিবরণ পাওয়া যায় না। কিন্তু ইহাই অধিক সম্ভব যে, সেনেটরদিগের (ক) উপর তিনি অন্যায় প্রভুত্ব প্রদর্শন করাতে, তাঁহারা সেনেট সভা মধ্যে তাঁহাকে সংহার করেন, এবং সাধারণ লোক মধ্যে এই ঘোষণা করিয়া দেন যে, তিনি স্বর্গারোহণ করিয়াছেন।

৮। রমুলসের মৃত্যু হইলে, শাসনেরও পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। তখন রোমান ও সেবাইনেরা সেনেটের সভাসদ ছিলেন। তাঁহারা স্থির করিলেন যে, উভয় জাতির মধ্য হইতে পাঁচ জন করিয়া প্রধান লোক নিযুক্ত করা হইবে, এবং যদবধি রাজা হইবার উপযুক্ত কোন ব্যক্তি না পাওয়া যায়, তদবধি তাঁহারাই পর্য্যায়ক্রমে পাঁচদিন করিয়া রাজত্ব করিবেন।

৯। এইরূপে রোমের সিংহাসন প্রায় এক বৎসর কাল শূন্য ছিল।

১০। রমুলসের স্মৃতিরক্ষার্থে কুইরিনাল পর্ব্বতে তাঁহার এক কীর্ত্তিমন্দির নির্ম্মিত হয়। সেখানে কুইরিনস বা মার্সদেব বলিয়া তাঁহার পূজা হইত।

১১। ৩৭ বৎসর রাজত্বের পর রমুলসের মৃত্যু হয়, এবং এক বৎসর পরে নিউমা পম্পিলিয়স তাঁহার উত্তরাধিকারী হয়েন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

রোমের দ্বিতীয় রাজা নিউমা পম্পিলিয়স।

১। সেবাইনদিগের রাজধানী কিউরিয়স নগরে নিউমা বাস করিতেন। তিনি অতি ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন, এজন্যই রোমানেরা তাঁহাকে রাজা বলিয়া মনোনীত করেন।

২। তিনি সিংহাসনারোহণ করিয়াই রমুলস যে সকল দেহরক্ষক নিযুক্ত

(ক) রোমানদিগের মধ্যে যাঁহারা বয়সে, জ্ঞানে, ক্ষমতা ও বিজ্ঞতায় প্রধান ছিলেন, এমত ১০০ লোক মনোনীত করিয়া রমুলস সেনেট নামে এক মহাসভা সংস্থাপন করেন। ইহার সভাসদদিগকে সেনেটর বলা হইত। তাঁহারা, রাজমন্ত্রীর ন্যায় ছিলেন এবং রাজার অভাবে সমুদায় কার্য্য সম্পন্ন করিতেন।

করিয়াছিলেন তাহাদিগকে বিদায় করিয়া দিলেন। কারণ, তিনি বলিতেন, রাজা প্রজাদিগের ভয়ের বিষয় হইবেন না।

৩। নিউমা বেষ্টালকুমারীদিগের (ক) নিমিত্ত বিদ্যালয় স্থাপন করেন, রোমানদিগের নিষ্ঠুর ভাব অনেক প্রশান্ত ও কোমল করিয়া আনেন, প্রতিবেশী রাজাদিগের সহিত সন্ধি স্থাপন করেন এবং জেনস দেবীর (খ) এক মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। রমুলস যেমন রাজ্য-স্থাপন-কর্ত্তা, নিউমা সেইরূপ রোমের ধর্ম্মসংস্থাপক বলিয়া বিখ্যাত।

৪। রমুলস বৎসরকে ১০ মাসে বিভক্ত করিয়াছিলেন, নিউমা ১২ মাসে বৎসর প্রচলিত করেন। তাঁহার আরও কয়েকটী প্রসিদ্ধ কর্ম্ম আছে। তিনি ব্যক্তিগত ধর্ম্মকার্য্য সকল সম্পাদন জন্য পুরোহিত নিযুক্ত করেন, লক্ষণ দ্বারা শুভাশুভ অবগত করাইবার জন্য দৈবজ্ঞের উপর ভার দেন ও পবিত্র ধর্ম্ম (গ) রক্ষার্থে কতকগুলি ধর্ম্মযাজক নিযুক্ত করেন।

(ক) যে সকল কুমারী বেষ্টা দেবীর পরিচারিকা।

(খ) জেনস দেবীর সম্মানার্থ এই মন্দির স্থাপিত হয়। ইহার দ্বার সন্ধিকালে রুদ্ধ ও যুদ্ধের সময়ে উদ্ঘাটিত থাকিত।

(গ) নিউমা সাধারণ লোকের মধ্যে জানাইতেন যে, ইজিরিয়া নাম্নী এক স্বর্গস্থ পরীর সহিত সর্ব্বদা তাঁহার কথোপকথন হয় এবং স্বর্গ হইতে কতকগুলি পবিত্র ধর্ম্ম তাঁহাকে প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা যতদিন থাকিবে ততদিন রোমের পরাজয় বা ধ্বংসের শঙ্কা নাই।

৫। নিউমার চারি পুত্র ছিল, তন্মধ্যে কেহই রাজমুকুট প্রাপ্ত হন নাই। কিন্তু তাঁহারা রোমের চারিটী বিখ্যাত ভদ্র বংশ স্থাপন করেন। পম্পিলিয়া-নাম্নী তাঁহার এক দুহিতা ছিল, মার্সস্-নামক সেবাইনজাতীয় এক ভদ্র যুবার সহিত তাঁহার পরিণয় হয়।

৬। ৪৩ বৎসর রাজত্বের পর নিউমার মৃত্যু হইলে টলস্ হষ্টিলিয়স্ তাঁহার উত্তরাধিকারী হয়েন।

তৃতীয় অধ্যায়।

রোমের তৃতীয় রাজা টলস হষ্টিলিয়স্।

টলস হষ্টিলিয়স নিজে বীরপ্রকৃতি ছিলেন, সুতরাং রোমানদিগকে যুদ্ধবিদ্যায় অশিক্ষিত দেখিয়া সুপ্রণালী অনুসারে তাহাদিগকে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

২। তাঁহার রাজত্বকালে আল্বান-দিগের সহিত রোমানদিগের একটী সংগ্রাম উপস্থিত হয়, এবং হোরেটাই ও কিউরে-টাইদিগের বিখ্যাত মল্ল যুদ্ধে তাহার মীমাংসা হইয়া যায়।

৩। এই যুদ্ধটি প্রথমতঃ অনেক দিন পর্য্যন্ত চলিয়াছিল, কিন্তু কোনক্রমে তাহার শেষ হয় না দেখিয়া উভয় দলে একমত হইয়া ত্বরায় তাহার সমাধা করিতে ইচ্ছুক হইলেন। তাঁহারা স্থির করিলেন যে, উভয় দল হইতে তিন জন করিয়া যোদ্ধা নিযুক্ত হইবে এবং তাহাদিগের জয় পরাজয়ে যুদ্ধের মীমাংসা হইবে। আরও তাঁহারা অঙ্গীকার করিলেন যে, যে জাতি

জয়ী হইবে, পরাজিত জাতি তাহার সম্পূর্ণ অধীনস্থ হইবে।

৪। অনন্তর রোমানেরা হোরেটাই নামে তিনটী যমজ ভ্রাতা এবং আলবানেরাও কিউরেটাই নামে ঐরূপ তিনটী ভ্রাতাকে যুদ্ধার্থ মনোনীত করেন।

৫। দুই দিকে দুই দল রহিল এবং উক্ত ছয় জন বীরপুরুষ মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ দুই জন রোমান হত এবং কিউরেটাই-দিগের তিন ভ্রাতাই আহত হইল। অবশিষ্ট যে রোমান অনাহত ছিল, সে কিউরেটাই-দিগের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িতে লাগিল। আলবানেরাও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল। কিন্তু তাহারা পরস্পরে পরস্পর হইতে দূরবর্ত্তী থাকাতে হোরেষিও এক এক করিয়া তিন জনকেই নিপাত করিলেন।

৬। তদবধি আলবানেরা পরাজয় স্বীকার করিয়া রোমের অধীন হইল।

৭। জয়ী হোরেষিও এই বিষয়ে মহা যশস্বী হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু অনতি-বিলম্বে আপনার ভগিনীকে হত্যা করিয়া এই মহাযশকে কলঙ্কিত করিলেন।

৮। যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া যখন তিনি সহর্ষে গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, তখন দেখিলেন যে, একজন কিউরেটিওর মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া তাঁহার ভগিনী সাশ্রু নয়নে শোক ও বিলাপ করিতেছে এবং শুনিলেন যে, ঐ ব্যক্তি তাঁহার সহোদরার পাণি গ্রহণ করিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। ইহাতে ক্রোধান্ধ হইয়া করস্থিত তরবারি দ্বারা ঐ অবলার শিরশ্ছেদন করিলেন।

৯। রোমান বিচারকেরা তাঁহাকে ইহার সমুচিত দণ্ড দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার পিতার অনুরোধে ও তাহার পূর্ব্ব কীর্ত্তি স্মরণ করিয়া তাঁহাকে ক্ষমা করিলেন।

১০। রোমানেরা জয়ী হইলে টলস্ আলবান নগর সমভূমি করিতে আজ্ঞা দিলেন এবং আলবানদিগকে তাহাদের রাজা মার্কস সফার্মাসের সহিত রোমে বাস করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। আলবানরাজ কিছুদিন পরে রোমাধিপতি হইবার চেষ্টা করাতে টলস্ ইষ্টিলিয়স্ অশ্বের লাঙ্গুলে বদ্ধ করিয়া অশ্বক্ষুরাঘাতে তাঁহাকে হত্যা করেন।

১১। টলস ৩২ বৎসর রাজত্ব করিয়া সপরিবারে বজ্রাঘাতে হত, হন এবং তাহাতে তাঁহার রাজপ্রাসাদও ভস্মসাৎ হয়। অঙ্কস মার্সাস তাঁহার উত্তরাধিকারী হইলেন।

(ক্রমশঃ)

একান্নবর্ত্তী পরিবারের বিষয়।

আমি অদ্য একান্নবর্ত্তী পরিবার সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি এবং আশা করি আমার এ ইচ্ছা পূর্ণ করিতে গিয়া যে ত্রুটি হইবে, পাঠিকাগণ তাহা ক্ষমা করিবেন। নিকটসম্পর্কীয় আত্মীয় স্বজনদিগের সহিত এক পরিবারভুক্ত হইয়া যাহারা জীবন যাপন করে, তাহাদিগকেই আমরা একান্নবর্ত্তী পরিবার বলিয়া জানি।

পরিবার সম্বন্ধে পৃথিবীর নানাজাতীয় জীবের মধ্য হইতে আমরা কি জ্ঞান লাভ করিয়া থাকি, তাহা আলোচনার বিষয়। প্রাণিজগৎ ছাড়িয়া দিয়া উদ্ভিদজগতে দেখিতে গেলে আমরা দেখিতে পাই যে, কোন বিশেষজাতীয় উদ্ভিদ প্রথমতঃ অনেক বীজ উৎপাদন করে, সেই বীজ পরিপুষ্ট হইলে উহা চারি দিকে ছড়াইয়া পড়ে, এবং পরে তাহা বৃক্ষে পরিণত হইতে থাকে। ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি বীজ বিশেষ অনুকূল অবস্থা প্রাপ্ত হওয়াতে ভালরূপে পুষ্টিলাভ করে এবং আমরা দেখিতে পাই যে, ইহারাই বিশেষ সতেজ হয়, এবং যথাসময়েই অঙ্কুরিত হইয়া বর্দ্ধিত হইতে থাকে। একবার ভালরূপে জমিয়া বসিলেই অনায়াসে নিজের শিকড়ের দ্বারা ভূমি হইতে অনুরূপ পুষ্টিকর রস শোষণ করিয়া শীঘ্রই সুপ্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া থাকে।

অপরদিকে প্রতিকূল অবস্থায় যে বীজগুলির উৎপত্তি হইয়াছে, তাহাদের ক্ষীণ ও দুর্ব্বল ভাইবোনগুলির প্রথমতঃ উৎপন্ন হইতে অনেক সময় লাগে। তাহার পর সেই অসহায় অবস্থায় প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর রস প্রাপ্ত না হওয়াতে তাহারা অল্প কালের মধ্যে মারা যায়। ইহাদের মৃত্যুর মূলে আমরা তাহাদের সেই সবল ভাইবোনদিগকে দেখিতে পাই। কারণ যদি ভাইবোনদের প্রতিষ্ঠালাভ করিবার পূর্ব্বেই তাহারা পৃথিবীর যে অংশে সকলে একত্র হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল, সেই স্থানের অধিকাংশ পুষ্টিকর রস না শুষিয়া লইত, তাহা হইলে এরূপ ঘটিত না। এই সকল ভাল করিয়া দেখিলে আমরা তাহাদের মধ্যে একটা বাঁচিয়া থাকিবার জন্য সংগ্রাম দেখিতে পাই।

এই সংগ্রাম একজাতীয় ও একবংশীয় উদ্ভিদের মধ্যে বিশেষ প্রবল। কারণ তাহাদের আহার ও থাকিবার স্থান এবং তাহাদের প্রয়োজনীয় উপাদান সকলেরই এক। আবার সুপ্রতিষ্ঠিত উদ্ভিদ্‌গুলির মধ্যে দেখা যায় যে, জীবজন্তুদের দৌরাত্ম্যে, অথবা অন্যান্য কারণে তাহাদের অনেকগুলির মৃত্যু ঘটে। এই জন্য উহাদের মধ্যে কতকগুলি আত্মরক্ষার জন্য নানা উপায় উদ্ভাবন করিয়া থাকে। কতকগুলি নিজের সমস্ত শরীরে বা ডাল, পাতা প্রভৃতি শরীরের বিশেষ বিশেষ ভাগে কাঁটা

ও নানা প্রকার বিষাক্ত ও বিস্বাদ দ্রব্যাদি উৎপন্ন করিয়া থাকে। ইহাতে জীবন সংগ্রামের কঠোরতা ও প্রকৃতির নির্ব্বাচন-শক্তির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

সেইরূপ প্রাণিজগতেও আমরা এক-জাতীয় বা একপরিবারভুক্ত জীবদের মধ্যে এইরূপ প্রবল সংগ্রাম দেখিতে পাই। যাহারা ভাল অবস্থা লইয়া এই জীবন সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা শীঘ্রই আত্মরক্ষার উপায় করিয়া লইতে পারে ও নানারূপ পরিবর্ত্তনের অনুযায়ী করিয়া আপনাদিগকে চালাইতে পারে এবং তাহারাই বাঁচিয়া থাকে ও প্রতিষ্ঠালাভ করে। ইহাতে আমরা দেখিতে পাই যে, প্রাণিজগতে বা উদ্ভিদ্‌জগতে একান্নবর্ত্তী পরিবার গঠন হওয়া সম্ভব নহে। কিন্তু মনুষ্যের মধ্যে যে সকল ভাব আছে, তন্মধ্যে একটি প্রকৃতির নিয়মবিরুদ্ধ। এক দিকে দেখি প্রকৃতি কখন দোষ ক্ষমা না করিয়া অযোগ্য ও দুর্ব্বলদিগকে নির্ম্মূল করিয়া সবল এবং যোগ্যতমদিগকে প্রতিষ্ঠিত করে। অপর দিকে দেখি যে, মনুষ্য ক্ষমাশীল, দয়াবান্, ক্ষীণ ও দুর্ব্বলের সাহায্যকারী ও প্রতিপালক। এই জন্যই মানবসমাজে অনেক স্থানে আমরা একান্নবর্ত্তী পরিবার দেখিতে পাই। আমরা আরও দেখিতে পাই যে, মনুষ্যত্ব সাধনা করিতে গিয়া মানুষ এমন অবস্থায় উপনীত হয় যে, সে নিজের সমস্ত সুখ, স্বার্থ এবং বাঁচিবার সুযোগ ক্ষীণ দুর্ব্বল-দিগকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হয়। এই উচ্চ ভাবটী আমরা জ্ঞানী, ধার্ম্মিক এবং সমাজের হিতকারী লোক ব্যতীত আর কাহারও মধ্যে সম্যক্‌রূপে দেখিতে পাই না। অত-এব এরূপ ভাবাপন্ন লোক যতই পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিতে পারেন, ততই মনুষ্য-সমাজের কল্যাণ। অপর দিকে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে সকল অযোগ্য লোক-দিগের জন্য একটী মূল্যবান্ জীবন নষ্ট হইতেছে, তাহারা বাঁচিয়া থাকাতে সমাজের কোন বিশেষ লাভ নাই। বরং তাহারা মূল্যবান্ জীবনগুলি নষ্ট করিয়া সমাজকে হীন করিয়া ফেলে।

দুঃখ, কষ্ট এবং সংগ্রাম মনুষ্যকে বুদ্ধিমান্, সুবিবেচক ও সহিষ্ণু করে এবং তাহার নানাবিধ সদ্‌বৃত্তিগুলি ফুটাইয়া তোলে। আবার সুখ সচ্ছন্দতা ও আরাম মনুষ্যকে অলস, অসংযমী ও দুর্ব্বল করিয়া ফেলে।

এখন দেখিতে হইবে যে, মনুষ্যের হিতের জন্য কোন্‌টা বিশেষ আবশ্যক। সুজীবন গঠন সংগ্রামও কষ্ট সাপেক্ষ। এখনও যে সকল একান্নবর্ত্তী পরিবার দেখা যায় বা শুনা যায়, তাহাদের অধিকাংশই একজন উপার্জ্জনশীল ও অবশিষ্ট পরিবারবর্গ তাঁহার উপার্জ্জনের উপর নির্ভর করে। ইহাতে আমরা দেখিতে পাই যে, তাঁহাদের বংশজাতেরা অতি হীন অবস্থা লইয়া জীবন-সংগ্রাম আরম্ভ করে, এবং তাহার ফলে অনেক স্থলে অকৃতকার্য্য হইয়া তাহাদিগকে লোপ

পাইতে হয়। আমরা দেখিতে পাই যে, এই একান্নবর্ত্তী পরিবারের ভাব আমাদের দেশের হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বিশেষ প্রচলিত এবং ইহা রাখিতে গিয়া তাঁহারা অনেক প্রকার ক্ষতি সহ্য করিয়াছেন ও বিজ্ঞান সাহিত্য প্রভৃতি নানাবিধ বিষয়ে উন্নতিলাভে বঞ্চিত হইয়াছেন। কিন্তু ইউরোপ ও আমেরিকা প্রভৃতি পাশ্চাত্য সভ্য জগতে ইহার বিপরীত ভাব প্রচলিত আছে। এই সব দেশে এই পথ অবলম্বন করিবার জন্য নানা বিষয়ে বিশেষ উন্নতিও দেখিতে পাওয়া যায়। একান্নবর্ত্তী পরিবারে পারিবারিক স্নেহবন্ধন ও মধুর সম্বন্ধগুলি সুদৃঢ় হইয়া থাকে এবং মানুষকে অনেক পরিমাণে ত্যাগ শিক্ষা দেয়। এই ত্যাগই ভালবাসার একমাত্র পরীক্ষা। বিপরীত ভাবটিতে অর্থাৎ একান্নবর্ত্তিতার অভাবে নানারূপে পার্থিব উন্নতি হয় বটে, মনও সুদৃঢ় ও প্রশান্ত হয় বটে, কিন্তু ইহাতে পারিবারিক সম্বন্ধ সকল ক্রমশঃ শিথিল হইয়া যায় এবং মানুষকে ঘোর স্বার্থপর, আত্মা-সর্ব্বস্ব ও সংকীর্ণ করিয়া তোলে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, একটী রাখিতে গেলে অপরটী থাকে না। যদি ভালবাসা ও পারিবারিক সম্বন্ধে মানুষ দৃঢ়তা চায়, তাহা হইলে তাহার উন্নতির পথে অনেক পরিমাণে বাধা পড়িয়া থাকে। আবার উন্নতির পশ্চাতে ছুটিতে হইলেও এইগুলি শিথিল হইয়া যায়। কিন্তু বর্ত্তমান যুগের নব আলোকের সাহায্যে এই দুই ভাবই একত্র পোষণ করা সম্ভব বোধ হয়।

যখন পারিবারিক লোক সকল একান্নবর্ত্তী থাকিয়াও উন্নতির ও সংগ্রামের পথে নিজেকে পৃথক ও অসহায় মনে করিয়া এবং আত্মনির্ভরশীল হইয়া ছুটিতে পারেন, তখনই কেবল ইহা সম্ভব হইতে পারে। এরূপ ভাবে গঠিত একান্নবর্ত্তী পরিবারের প্রত্যেক লোক স্বভাবতঃই কর্ম্মপটু এবং তাহার পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ়। এই দুই ভাবেরই সমন্বয় বর্ত্তমান যুগের আদর্শ বলিয়া মনে হয়।

প্রার্থনা।

হৃদে বিরাজ, হে হৃদিরাজ!
জুড়িয়া হৃদয়খানি।
ব্যর্থ জীবন হউক ধন্য
সফল জনম মানি।

পূত পরশে হৃদয়তন্ত্রী
উঠুক মধুর বাজি,
প্রসাদে তব নব চেতনা
লভুক পরাণ আজি।

হৃদে বিরাজ, হে হৃদিরাজ !
জুড়িয়া হৃদয়খানি,
বিমল হোক হৃদয় মম,
ঘুচুক অভাব গ্লানি।

জীবন-তরী তোমারি পানে
চালাও দিবস রাতি।
সকল অমা করুক নাশ
তোমার উজ্জ্বল ভাতি।

শ্রীহেমন্তবালা দত্ত।

মনুষ্যেতর প্রাণীর জ্ঞানবুদ্ধি।

চোরাগরু।—কতকগুলি গরুর স্বভাব বিচিত্র। এই শ্রেণীস্থ গোগণের মধ্যে স্ত্রী পুরুষ উভয়ই আছে। তাহারা গৃহস্থের গৃহে কি দিবা, কি রাত্রি, খৈল ও বিচালির জাবনা খায় না, অন্যান্য গরুর সহিত দলবদ্ধ হইয়া দিবাভাগে মাঠের কাঁচা ঘাস খায় না। প্রভাত হইতে বেলা পর্যান্ত গোশালায় বা গৃহপ্রাঙ্গণে, কিম্বা বাস-ভবনের নিকটস্থ তরুতলে শয়ন করিয়া অনবরত রোমন্থন করে। এই জাতীয় কোন কোন গরু দুষ্টতা দোষ নিবন্ধন গোশালায় বা গৃহীর দৃষ্টিগোচর স্থলে আবদ্ধ থাকে। ঐ গরু সন্ধ্যা হইবামাত্র বাহির হয় এবং লোকের উদ্যান, শস্যক্ষেত্র প্রভৃতিতে প্রবেশ করিয়া তাহাদের প্রচুর ক্ষতি সাধনপূর্ব্বক উদর পূর্ণ করিয়া ভ্রমণ করে। ইহা ৩।৪ হাত উচ্চ প্রাচীর বা ৩।৪ হাত প্রশস্ত খানা অনায়াসে উল্লঙ্ঘন করিতে পারে, কোন প্রকার বেড়া গ্রাহ্য করে না, যে কোন স্থান দিয়া ইচ্ছামত গমনাগমন করিয়া থাকে। এই জাতীয় গোগণ অসাধারণবলশালী ও তীক্ষ্ণশ্রবণশীল হইয়া থাকে। যখন ইহারা চুরি করিয়া লোকের শস্যাদি ভক্ষণ করে, তখন যদি কোন ব্যক্তি সেই উদ্যান বা শস্যক্ষেত্রে প্রবেশ করে, চোরা গোরু মানুষের প্রথম পদক্ষেপ শুনিয়াই সতর্ক হয় এবং নিঃশব্দ পদ-সঞ্চারে সেখান হইতে পলায়ন করে। অন্ধকারে তাহাদিগের চক্ষু জ্বলে। কৃষ্ণ-পক্ষীয় তামসী নিশিতে তাহারা মহানন্দে বিচরণ করিয়া থাকে। অন্ধকারে গায়ের রঙ মিশাইবে বলিয়া চোরা গোরু সকল প্রায়ই কৃষ্ণবর্ণ হয়। পরমেশ্বর চোরা গোরুদিগকে জীবিকাসাধনোপযোগী বাহ্যোপাদান প্রদান করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তাহাদের অন্তরেও ঐ উপাদানের কিয়দংশ রাখিয়া দিয়াছেন। কি শুক্ল, কি কৃষ্ণ, উভয় পক্ষীয় রজনীতে তাহারা আকাশ দর্শন করিয়া রজনীর পরিমাণ বুঝিতে সমর্থ হয়।

কোন গৃহস্থের কয়েকটা চোরা গরু ছিল। সেই গোরুগুলি সমস্ত দিবস বাঁধা থাকিত। সন্ধ্যার পর তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইত, তাহারা সারারাত্রি চরিয়া ফিরিয়া নিশিশেষে বাড়ীতে আসিত।

একদিন গৃহস্থের গৃহে কোন প্রকার গোলযোগ থাকায় সন্ধ্যার পর চোরা গোরুগুলিকে ছাড়া হয় নাই। অনেক রাত্রিতে গৃহস্থের স্মরণ হওয়ায় তখনই গোরু ছাড়িয়া দেওয়া হইল। গোরুগুলি বাটীর বাহির হইয়াই আকাশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। প্রতিদিন যে দিকে চরিতে যায়, সে দিকে না গিয়া বাড়ী ফিরিল এবং স্ব স্ব স্থানে শয়ন করিয়া রোমন্থন করিতে লাগিল। ঐ গোরুগুলি বাড়ী ছাড়িয়া অনেক দূরে চরিতে যাইত। আকাশ দেখিয়া বুঝিল, রাত্রি অধিক নাই, সে সময়ের মধ্যে ততদূর গিয়া ফিরিয়া আসিতে প্রভাত হইবে এবং প্রতি রাত্রিতে যাহাদিগের ক্ষতি করে, তাহাদিগের নিকট ধরা পড়িবে। এই সকল প্রাকৃতিক বিষয় আলোচনা করিলে, আমরা জ্ঞানবুদ্ধিশীল মানুষ বলিয়া যে অহঙ্কার পোষণ করি, তাহার তেজ একটু মন্দ হইতে পারে।

পোষা মর্কট।—বৃন্দাবনে যে অসংখ্য মর্কটজাতীয় বানর বাস করে, তাহারা যাত্রিগণের নিকট হইতে আহার্য্য দ্রব্য লইবার জন্ত কত প্রকার দুষ্টতা, চতুরতা ও বুদ্ধিকৌশল প্রকাশ করে, তাহা অনেকেই অবগত আছেন। সম্প্রতি বানরের বুদ্ধিচাতুর্য্য বিষয়ে আমরা একটি আশ্চর্য্য গল্প শুনিয়াছি। বামাবোধিনীর পাঠক ও পাঠিকাদিগকেও সে গল্পটি শুনাইয়া দিই। কোন সাহেবের পাচক-ভৃত্যের একটা পোষা বানর ছিল। পাচক সেই বানরটীকে মাংসভোজনে অভ্যস্ত করিয়াছিল। এক দিন পাচক সাহেবের জন্ত মুরগী পাকে চড়াইয়া বানরকে নিকটে রাখিয়া কার্য্যান্তরে যায়। বোধ হয় বানরের অতিশয় ক্ষুধা হইয়াছিল, ক্ষুধার বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া সে অবিশ্বাসী হইল এবং উনান হইতে মাংস নামাইয়া ভোজন করিল। অনন্তর প্রভুর নিকট হইতে প্রহারপ্রাপ্তির শঙ্কা বলবতী হওয়ায় বাহিরে গিয়া পশ্চাৎ ভাগ উর্দ্ধে রাখিয়া মৃতের ন্যায় নিঃস্পন্দ-ভাবে পড়িয়া রহিল। মর্কটজাতীয় বানরের পশ্চাৎ ভাগ এত রাঙ্গা যে, তাহাকে চর্ম্মহীন মাংসপিণ্ড বলিয়াই ভ্রম হয়। একটা চীল সেই মাংসলোলুপ হইয়া মৃতবৎ বানরের উপর আসিয়া উপবেশন করিল। বানর তৎক্ষণাৎ তাহাকে ধরিয়া বধ করিল এবং তাহার পালকগুলি ছিঁড়িয়া তাহা ঝোলে চড়াইয়া দিল এবং আপনি পূর্ব্ববৎ তাহার প্রহরী হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল। পাচক প্রত্যাগত হইয়া পাকপাত্রে মুরগীর পরি-বর্ত্তে চীল দেখিয়া বিস্মিত হইল। অন্য এক ব্যক্তি বানরের এই কীর্ত্তিকলাপ পরিদর্শন করিয়াছিল। সেই ব্যক্তিই পূর্ব্বাপর ঘটনা বর্ণন করিয়া পাচকের বিস্ময় দূর করিয়া দিল। আমরা জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিজ্ঞাদর্শনাদি গুণগ্রামশালী মানব-জাতি বলিয়া মনে মনে কত অহঙ্কার করি এবং উহাদিগকে নিকৃষ্ট বানর জাতি বলিয়া কত ঘৃণা করি!

বানরের ঠাকুর পূজা। —আমরা অনেক দিন পূর্ব্বে কোন সত্যনিষ্ঠ, ধার্ম্মিক ও প্রাচীন ভক্তের মুখে একটী গল্প শুনিয়াছিলাম। পূর্ব্বলিখিত বিবরণের বিবৃতি প্রসঙ্গে সে গল্পটিও মনে পড়িল। বরিসাল জিলার দক্ষিণ ভাগে বহুদূরবিস্তৃত একটি নিবিড় অরণ্য আছে। ঐ অরণ্য সিন্ধুতীরবর্ত্তী, এজন্য উহার মধ্যে অনেক শাখা নদী দৃষ্ট হইয়া থাকে। নিজ বরিসাল নগরবাসী লোকেরা বহুদিন হইতে ঐ অরণ্য হইতে উত্থিত "জয়রাম" শব্দ অতি প্রত্যূষে পরিস্ফুট রূপে একবার মাত্র শুনিতে পাইত। কিন্তু কি কারণে কাহার কণ্ঠ হইতে অতি গম্ভীর স্বরে ঐ "জয়রাম" শব্দ নির্গত হইত, অনেক দিন ধরিয়া তাহা তাহারা অনুভব করিতে পারে নাই। বরিসাল জিলায় মুসলমানজাতীয় অনেক শিকারী আছে। তাহারা অতি দীর্ঘ চোঙ্গবিশিষ্ট বন্দুক সহ ঐ অরণ্যে শিকার করিতে যায়। কোন সময়ে আমাদিগের একদল শিকারী ঐ অরণ্যস্থ কোন নদীতীরে উপস্থিত হইয়া দেখিল যে, একদল হনুমান্‌জাতীয় বানর বিবিধ ফুল, ফলমূলাদি রাশি রাশি খাদ্য সামগ্রী ঐ নদীর জলে নিক্ষেপ করিল। অনেকগুলি কলার বাইলও ঐ জলে ফেলিল, ফলমূলপত্রাদি জলে নিক্ষেপ করা হইলে শতাধিক বানর শ্রেণীবদ্ধ হইয়া নদীতীরে উপবেশন করিল। অনন্তর কয়েকটি দলপতি প্রাচীন বানর জলে নিক্ষিপ্ত পত্রগুলি ধৌত করিয়া সৈকতপুলিনে পাতিত করিল। পরে ফলমূলাদি দ্রব্যগুলি ধৌত করিয়া সেই পত্রোপরি স্তূপাকারে সজ্জিত করিল। ইহার পর সকলে একস্বরে গগনভেদী চীৎকার শব্দ করিয়া উঠিল। কিয়ৎকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া প্রাচীন বানরগণ ভোজন আরম্ভ করিল। অনন্তর সকলে মিলিত হইয়া অল্পক্ষণের মধ্যে সমস্ত ভোজন করিয়া ফেলিল। শিকারিগণ একটু অনুসন্ধানে অবগত হইল, ঐ বানরেরা প্রতিদিন প্রাতে এইরূপে প্রথম ভোজন সম্পন্ন করে। পরে যে যেখানে যাহা পায়, ইচ্ছামতে ভোজন করিয়া বেড়ায়। যখন শিকারিগণ নগরমধ্যে এই কথা প্রচার করিল, নগরবাসী হিন্দুগণ তদবধি সিদ্ধান্ত করিলেন যে, বানরেরা রামভক্ত, প্রাতে রামচন্দ্রের ভোগ দেয় এবং তাহাদিগের তৎকালীন আনন্দচীৎকারই দূরে "জয়রাম" শব্দে ধ্বনিত হইয়া থাকে। এই বিবরণ যদি গাঁজাখোরের প্রলাপ না হয়, তাহা হইলে ব্যাপারটা ভাবিবার বিষয় বটে।

বর্ত্তমান সমাজের উপযোগী স্ত্রীশিক্ষার বিষয়সমূহ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এই সকল শিক্ষার কোনটাই মহিলাগণের পক্ষে অনুপযোগী নহে এবং এই সকল শিক্ষা লাভ করিবার যোগ্যতাও অনেক স্ত্রীলোকের আছে। তবে সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় এইরূপ উচ্চ শিক্ষা প্রদান করা এবং সেই শিক্ষাকে কার্য্যকরী করিয়া তাহাতে সার্থকতা লাভ করা একরূপ অসম্ভব।

বর্ত্তমান সমাজের উপযোগী স্ত্রীশিক্ষার বিষয়সমূহ নির্ব্বাচন করা এক দুরূহ সমস্যা, বিশেষতঃ তাহা বালিকাদিগের জন্য হইলে। সাধারণতঃ আমাদের দেশের বালিকারা সপ্তম অষ্টম হইতে দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ে গিয়া শিক্ষালাভ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হয়। পাঁচ বা ছয় বৎসর কাল বিদ্যালয়ের নিম্নতম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিয়া যে শিক্ষা লাভ হয়, তাহাতে শিক্ষার উদ্দেশ্য আদৌ সিদ্ধ হয় না। এই সকল বালিকা বাঙ্গালা ভাষাও ভালরূপ শিখিতে পারে না। এইরূপ প্রাথমিক শিক্ষার ফলে বালিকারা কোনরূপ জ্ঞানের আস্বাদ প্রাপ্ত হয় না, সুতরাং তাহাদের হৃদয়ে জ্ঞানের স্পৃহা, এবং অধ্যয়নের বাসনাও অঙ্কুরিত হইতে পায় না। যাহারা পাঁচ বা ছয় বৎসর কালের মধ্যে শিক্ষা শেষ করিয়া সংসারে প্রবিষ্ট হইবে, তাহাদের প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও জ্ঞান যাহাতে তাহাদের জীবন যাপনের অনুকূল ও সহায় হয়, এমন ভাবে আরব্ধ হওয়া উচিত। যাহাদিগকে অল্প দিন পরেই অন্তঃপুরের অন্ধকারে সম্পূর্ণ বিপরীত সামাজিক রীতি নীতি ও ধর্ম্মানুশাসনের মধ্যে জীবন যাপন করিতে হইবে, তাহাদের পক্ষে উচ্চ আদর্শ লক্ষ্য করিয়া উচ্চ শিক্ষার জন্য যাহারা প্রস্তুত হইতেছে, তাহাদের প্রণালীতে প্রদত্ত শিক্ষা কিরূপে সর্ব্বাংশে উপযুক্ত হইতে পারে? (ক্রমশঃ)

শ্রীমতী উষাপ্রভা দেবী।

শিশুজীবন ও কিণ্ডারগার্টেন।

সচরাচর শিশুদিগের ক্রন্দনের কারণ—কোন দ্রব্য হারাণ, নৈরাশ্য, রাগ, পীড়া ও ভয়। অন্য কোন বিষয়ে শিশুকে মন দেওয়াইলেই কোন দ্রব্য হারাণ ও নৈরাশ্যের দুঃখ সে শীঘ্রই ভুলিয়া যাইবে। সকলেই জানেন, ছেলেদের "এক চক্ষে কান্না, এক চক্ষে হাসি," সেই কারণে তাহাকে যদি কোন খেলাতে নিবিষ্ট কর বা একটি গল্প বল, তাহা হইলে কাঁদুনে ছেলে শীঘ্রই প্রফুল্ল ও সন্তুষ্ট

হইবে। সর্ব্বদা মিছ্‌রি বা সন্দেশ দিয়া ছেলেদের কান্না থামান উচিত নহে, এরূপ করিলে যতক্ষণ তাহাদিগের হাতে মিছ্‌রি বা সন্দেশ থাকিবে, ততক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবে, কিন্তু তাহা ফুরাইলেই আবার কান্না আরম্ভ করিবে। এই নিমিত্ত শিশুকে অন্যমনস্ক করিয়া তাহার ক্রন্দন থামানই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল উপায়। শিশু যদি রাগ বা খুঁৎখুঁতে স্বভাবের জন্য কাঁদে কিংবা শারীরিক অসুখ বশতঃ ঐ মন্দ স্বভাব জন্মে, তাহা হইলে তাহাকে ভালরূপে পরীক্ষা করিয়া উহার কারণ সম্পূর্ণ রূপে বুঝিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। বয়ঃপ্রাপ্ত লোকেরাই যখন কত সময় রাগান্বিত হয় বা অসুখে অস্থির হয়, তখন কোমল শিশুরা যে অল্পেতে চঞ্চল হইবে তাহার আশ্চর্য্য কি? সাজা দিবার পরিবর্ত্তে তাহাকে আমোদ দিয়া ভুলান ও কোন কাজে নিযুক্ত রাখা ভাল।

ভয়ে কাঁদা শিশুর স্বভাববিরুদ্ধ। অন্যের দ্বারা শিক্ষিত না হইলে ভয় কাহাকে বলে শিশুরা তাহা কখন জানে না। অন্যের ভয় দেখিয়া ভয় না শিখিলে কোন ভয়ঙ্কর জন্তু বা বীভৎস আকার দর্শনে তাহারা কখন ভীত হইবে না। সুবিধা পাইলেই সাপ, বেঙ, মাকড়সা, আর্‌স্লা হইতে গরু, ভেড়া ও বাঘ পর্য্যন্ত সকল প্রকার পশু ও প্রাণীর সঙ্গে শিশু নির্ভয়ে খেলা করে। কিন্তু যদি তাহার সম্মুখে ঐ সকল দেখিয়া ভয় করা যায়, তাহা হইলে সেও অবিলম্বে উহাতে ভয় পাইবে। মা কিম্বা দাসীর ভয় বা ঘৃণা সংক্রামক রোগের ন্যায় শিশুর মনের ভিতর নিঃশব্দে প্রবেশ করে।

অনেকে জিজ্ঞাসা করিবেন, আচ্ছা, ভয় দেখাইয়া কি শিশুকে শিক্ষা দেওয়া ভাল নয়? যদি মাতার মিষ্ট কথা বা ধমকে কোন ফল না হয়, তাহা হইলে "বুড়ো" বা "জুজু বুড়ী" প্রভৃতির ভয় শিশুকে একদিন দেখাইলে উহার আশঙ্কায় সে প্রত্যহ হয়ত কোলের ভিতর মাথা লুকাইবে, আর কথাও শুনিবে, কিন্তু ওরূপ ভাবে শিশুকে শাসন করা ধর্ম্মবিরুদ্ধ। ঐ সকল নির্দ্দোষ, নির্ভয় স্বভাবকে ঐরূপে প্রতারিত করিয়া ক্রমে একটী ভীরু, সন্দিগ্ধচিত্ত কাপুরুষ মনুষ্য গঠন করা কি মহাপাপ নয়? ঐরূপ করিলে পিতামাতার প্রতি সন্তানের ভক্তি ও তাঁহাদিগকে সে যে ভয় করে তাহা ঐ ভয়ঙ্কর রূপধারী "বুড়ো বা জুজু বুড়ীর" উপর যাইবে।

উহাদ্বারা পিতামাতার ও শিশুর উভয়েরই মহাক্ষতি ভিন্ন কোন লাভ হয় না। এইরূপ করিলে শিশু একেলা থাকিতে ভয় পাইবে, আর একবার যখন তাহাকে ভয় দেখাইয়া বশীভূত করিবার চেষ্টা করা হইবে, তখন সে আর ভয় দেখান ছাড়া কিছুতে কথা শুনিবে না। সুতরাং প্রতিদিন ও প্রতি ঘণ্টায় তাহাকে নূতন নূতন নানা প্রকার ভয় দেখাইতে হইবে। ক্রমে শিশু পিতামাতাকে অতি অকর্ম্মণ্য ভাবিতে শিখিবে, আর ঐ কু-অভ্যাস বশতঃ সে পিতামাতার প্রতি ভালবাসা হারাইয়া অন্যে

অল্পে একটী ভীরু, ক্রূর ও সন্দিগ্ধমনা মনুষ্যে পরিণত হইবে। তখন সে উপদেশ বা ভাল বাক্য হাসিয়া উড়াইয়া দিবে। শিশুর হৃদয়ে আর পূর্ব্বের ন্যায় পিতা মাতার প্রতি উচ্চ ও পবিত্র ভাব থাকিবে না, আর ক্রমে ঐ নির্ম্মল শিশু সরলতা হারাইয়া মিথ্যা কথা বলিতেও ভয় পাইবে না। সে তাহার ক্ষুদ্র মনে ভাবিবে, "মা ও বাবা ত আর 'বুড়ো' নয়, তবে তাঁহাদিগকে ফাঁকি দিতে ভয় কি?" এইরূপে এক দিনের দৃঢ়তা ও বিবেচনার অভাব হইতে স্নেহের রত্নের চরিত্রে কত বিষময় ফল ফলিবে, আর পিতামাতার সমস্ত জীবন দুঃখময় হইবে। প্রথম প্রথম শিশু দুই একটা মিথ্যা কথা বলিতে শিখিবে, কিন্তু ঐ অভ্যাস না শুধরাইলে সে পরজীবনে একজন ভয়ানক মিথ্যাবাদী হইয়া দাঁড়াইবে।

শিশুকে মিথ্যা আশ্বাস দিয়া ভুলাইলে, ঐ প্রতারণা দেখিয়া সে শঠ হইতে শিখিবে। শিশুর একবার ঐরূপ মন্দ স্বভাব জন্মিয়া গেলে তাহাকে হাজার বকিয়া বা মারিয়া আর সৎপথে আনা যাইবে না। নির্ম্মল শিশুর স্বভাব কাঁচের মত স্বচ্ছ, উহাতে একটু দাগ বসিলে সে দাগ তোলা সহজ নহে। শিশুর সম্মুখে কখন পরনিন্দা বা অন্যের দোষ বর্ণনা করা কিম্বা তাহার নিজের প্রশংসা করা উচিত নহে, উহাতে শিশু গুরুজনদিগের প্রতি শ্রদ্ধাহীন হয় ও অল্প বয়সে তাহার মন বিকৃত হইয়া যায়।

শিশুকে ভয় দেখাইয়া বশ বা শান্ত করার প্রথা সর্ব্বত্র এত অধিক প্রচলিত যে, উহার বিরুদ্ধে একখানা বড় বই লিখিলেও তাহা সংশোধনের উপযুক্ত উপদেশ দেওয়া যায় না। আমাদের দেশের যুবকেরা কি এত বলিষ্ঠ, সাহসী ও দৃঢ়চরিত্র যে আমরা শৈশবে তাহাদিগের ঈশ্বরদত্ত সরলতা ও সাহস চাপিয়া রাখিয়া দিনরাত তাহাদিগকে দুর্ব্বল করিবার প্রয়াস পাইব? এ জগতে ভীরুতা ও অপৌরুষের কি এত অভাব যে প্রতি গৃহে আমরা সাধ করিয়া তাহার পুষ্টিসাধন করিব? জননীগণ কি একবারও ভাবিয়া দেখেন না যে, ছেলেদিগকে 'বুড়ো'র ভয় দেখান হইতেই সকল দেশের যত চরিত্রহীন কাপুরুষদিগের সৃষ্টি হয়? প্রথম প্রথম শিশুকে 'বুড়ো' বলিলে সে মনে করে উহা একটি কথা মাত্র, কিন্তু উহাকে একবার কোন ভয়ঙ্কর আকৃতি দেখাইয়া ভয় দেখাইলে তাহার কোমল মনে ঐ আশঙ্কা এত দৃঢ়রূপে বসিয়া যায় যে, সকল বিষয়েই সে যেন সেই 'বুড়োর' মূর্ত্তি দেখে। এই ঘটনা যে কত দূর সত্য, তাহা বোধ হয় সকল মাতাই নিজ চক্ষে দেখিয়া থাকিবেন। অথচ তাঁহারা এত দুর্ব্বল যে, শিশুকে নিজেদের প্রেম ও সদাচার দ্বারা শিষ্ট করিতে না পারিলেই ঐ 'বুড়োর' আশ্রয় গ্রহণ করেন ও চিরজীবনের মত নির্ম্মল শিশুকে হীন করিয়া তুলেন। একদিন একটী ছোট মেয়ের কাছে তাহার ঝি কম্বল গায়ে দিয়া আসিবামাত্র সে তাহাকে

চিনিতে পারিয়া তাহার নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিল, অথচ পূর্ব্ববর্ণিত ভয়ের দ্বারা তাহার মন এরূপ ভীত হইয়াছিল যে, "ঝিয়্ ঝি!" বলিয়া ডাকিলেই সে কাঁপিয়া বিছানার ভিতর মাথা লুকাইত।

একটী তিন বৎসরের শিশুকে তাহার মাতা কখন মিথ্যা ভয় দেখাইতেন না, আর ঝিকেও উহা করিতে বারণ করিয়া দিয়াছিলেন, ভয় দেখানর পরিবর্ত্তে ছেলেদের ছবির বই কিনিয়া শিশুকে নানাবিধ জন্তর নাম, আকার ও গল্প শিখাইতেন। একদিন সকালে সে যখন বিছানায় শুইয়াছিল, তাহাদের একজন দীর্ঘাকার দাসী তখন নারিকেল ছোব্ড়া দিয়ে ঘরের দোরের কাছে মেঝে ঘসিতেছিল। শিশু আশ্চর্য্য হইয়া ঐ নূতন প্রকার শব্দ শুনিতে লাগিল, পরে হঠাৎ তার ঝি দরজা খুলিলে বালক ঐ ঝিয়ের বেনেখোপা বাঁধা প্রকাণ্ড মাথা দেখিয়া ঝিকে জিজ্ঞাসা করিল ওটা কি? ঝি ক্ষণেকের জন্ম তার বাপমার নিষেধ ভুলিয়া গিয়া বলিল, "ওটা লম্বা অসুর, তুমি যদি দুষ্টামি কর তা হলে ও তোমাকে পাতকুয়ায় ফেলিয়া দিবে"। ছেলে তৎক্ষণাৎ ভয় পাইয়া লেপের নীচে মুখ লুকাইল। আর ঐ ঝি তখন হইতে নিজের চতুরতায় যারপরনাই সন্তুষ্ট হইয়া অবসর পাইবামাত্র শিশুকে প্রতিদিন ঐরূপ ভয় দেখাইতে আরম্ভ করিল। তার মা এ পর্য্যন্ত তাহার বিন্দুবিসর্গও জানিতেন না, কিন্তু তাঁহার নির্ভয় ছেলেকে এখন মাঝে মাঝে ভয় করিতে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। একদিন রাত্রিতে প্রদীপের ছায়া দেখিয়া শিশু ভয় পাইয়া মাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'ওটা কি মা?' জননী আলো ধরিয়া তখনি ছেলেকে বুঝাইয়া দিলেন যে, ওটা ছায়া মাত্র। তাহা দেখিয়া শিশুর সে ভয় দূর হইল. কিন্তু ঝি ছেলের সঙ্গে লুকাচুরী খেলিতে লাগিল। আর একদিন মার সঙ্গে পুকুরের কাছে গিয়া কড়া চাঁচার শব্দ শুনিয়া শিশু ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে মাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ও কি মা? ও কিসের ডাক মা?" মা তখনি ঘাটের ধারে লইয়া গিয়া শিশুকে শব্দের কারণ দেখাইলেন ও তাহার হাতে একখানা ঝামা দিয়া ঐরূপ শব্দ করিতে বলিলেন। শিশু তৎক্ষণাৎ ভয়ের পরিবর্ত্তে উহাতে প্রফুল্ল হইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিল। কিন্তু মা ছেলের ঐরূপ ভয় দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া ঝিকে তন্নতন্ন করিয়া সব জিজ্ঞাসা করিয়া উহার কারণ জানিলেন। কিন্তু ঝিয়ের অবিবেচনায় ঐ অল্প কালের মধ্যে শিশুর এতদূর অপকার হইয়াছিল যে, শিশু আর স্থির ভাবে ঘুমাইতে পারিত না। সে সর্ব্বদা ভয়ানক স্বপ্ন দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিত। পরে অনেক চেষ্টা ও যত্নে তাহার মনের সেই ভয় দূর হয় ও শিশু পুনরায় সুস্থ ও প্রফুল্ল হইয়া উঠে।

বঙ্গমহিলার ব্রতকথা।

(পুর্ব্বানুবৃত্তি)

৫৯১ সংখ্যার বামাবোধিনীতে আমরা লুণ্ঠনষষ্ঠীর বিষয় পাঠিকাগণকে বলিয়াছি। এক্ষণে চর্পটাষষ্ঠী বা মন্থানষষ্ঠীর বিষয় তাহাদিগকে জ্ঞাত করাইব। চর্পটা শব্দের অর্থ চাপড়া, যদি উহার সহিত ষষ্ঠী কথাটী সংযোগ করা যায়, তাহা হইলে চর্পটষষ্ঠী বা চর্পটা ষষ্ঠী এই কথাটী দাঁড়ায়। এই চর্পটাষষ্ঠী কোন্ সময় হয় তাহা জানা আবশ্যক। ভাদ্র মাসের শুক্লষষ্ঠীকে এই ষষ্ঠী বলে। ঐ দিন পুষ্করিণী কিংবা জলাশয়ের নিকট ষষ্ঠী-দেবীর আরাধনা করা হয়। ঐ আরাধনার সময় হিন্দু মহিলাবৃন্দ ষষ্ঠী দেবীকে ক্ষীরের চাপড়া ও পিটুলীর চাপড়া প্রদান করেন, এই নিমিত্ত উক্ত ভাদ্রমাসের শুক্লষষ্ঠীকে চর্পটষষ্ঠী বলে এবং ঐ সময় মন্থনদণ্ডই ষষ্ঠীদেবীর প্রতিমাস্বরূপ মৃত্তিকার উপর প্রোথিত হয় ও উহারই পূজা করা হয় বলিয়া উহার আর একটী নাম মন্থানষষ্ঠী। ঐ দিবস ষোড়শোপচারে ষষ্ঠীদেবীর পূজা করা হয় এবং কাঁটালপাতার উপর পিটুলীর গোলগোল চাপড়া ও ক্ষীরের লাড়ু প্রদান করা হয়। পুত্রবতী মহিলাগণ সন্তানসন্ততি সহ ঐ স্থানে আগমন করিয়া ভক্তি সহকারে ষষ্ঠীদেবীর পূজা দেন। এই পূজার সঙ্গে সঙ্গে দেবীর আবাহন এবং পূজান্তে রমণীগণ সকলে একত্র হইয়া ঐ মন্থনদণ্ডাদি উক্ত জলাশয়ে বিসর্জ্জন করেন। তৎপরে উক্ত মহিলাগণ যে ব্রতকথাটী শ্রবণ করেন, নিম্নে তাহা দেওয়া গেল। উহা লইয়াই বর্ত্তমান আলোচ্য বিষয়ের অবতারণা।

কোন ব্রাহ্মণ দেশবাসীর জলকষ্ট নিবারণার্থ একটী পুষ্করিণী খনন করিতে আরম্ভ করেন। পুষ্করিণী খনন করা যতদূর সঙ্গত তদধিক মাত্রায় খনন করা হইল, তথাপি জলের লেশমাত্রও দেখা গেল না। ব্রাহ্মণ সেকালের লোক ছিলেন, প্রাচীন রীতিনীতির উপর তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ও শ্রদ্ধা ছিল, সুতরাং তিনি জলের নিমিত্ত যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিলেন। যজ্ঞে জলা-ধিষ্ঠাত্রী দেবী প্রীত হইয়া তাঁহাকে স্বপ্নে আদেশ করিলেন, "যদি তুমি তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্রের জ্যেষ্ঠ পুত্রটীকে অদ্য নিশীথে আমার সরোবরতীরে আমার প্রীত্যর্থে বলি দিতে পার, তাহা হইলে এই পুষ্করিণীতে জল হইতে পারে, নতুবা নহে।

ব্রাহ্মণ আপন পৌত্র ও দেশের বিষয় চিন্তা করিলেন, কোন্‌টী বিধিসঙ্গত তাহা দেখিলেন, এ জীবন ত নষ্ট হইবেই, মৃত্যু আজ না হয় কাল শিরোদেশে আসিয়া আশ্রয় লইবে, তবে তাহার জন্য চিন্তা কি? আজ না হয় কাল মরিতেই ত হইবে, সুতরাং এ জীবনের এত মায়া মমতা কিসের? আবার সূক্ষ্ম বিচার করিতে গেলে দেখা যায় আত্মা অবিনশ্বর, উহার ধ্বংস নাই, সুতরাং কে কাহাকে বিনাশ

করিবে? যখন সবই সেই এক ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত এবং অন্তেও তাঁহাতেই লয় হইবে অথবা যখন সকলেই সেই ব্রহ্মস্বরূপ, তখন মায়াপাশ ছেদন করিয়া সেই সচ্চিদানন্দকে লাভ করিবার চেষ্টা করা কি উচিত নয়? আমরা কি জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছি? আমাদের এ নরদেহ ধারণের উদ্দেশ্য কি? কেবল কি ভোগ বিলাস বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্যই এ দেহ? না—সেই পরম পিতার উপদেশ সকল হৃষ্টমনে পালন করিয়া তাহাতেই লয় হইব এই বাসনার জন্য? যদি তাহাই হয়, তবে মায়া মমতা কাহার জন্য? কে পুত্র, কে স্বামী, কে ভ্রাতা, কে পৌত্র? সবইত তিনি বা তাঁহার স্বরূপ। অতএব যদি তাঁহাকে তুষ্টি করাই আমার একমাত্র অভিলষিত প্রার্থনা হয়, তবে সেই দেবতার তুষ্টার্থে আজ আমার জ্যেষ্ঠ পৌত্রকেই ঐ পুষ্করিণীর তীরে বলিদান করিয়া তাঁহার তুষ্টিসাধন করিব। এইরূপ দৃঢ় সংকল্প করিয়া ব্রাহ্মণ সেই রাত্রিতেই সেই পৌত্রকে গোপনে উক্ত স্থানে আনয়ন করিলেন এবং তাহাকে সমুদায় জ্ঞাত করাইয়া খড়্গাঘাতে তাহার নিধনার্থ প্রস্তুত হইলেন। ব্রাহ্মণপৌত্রও ব্রাহ্মণের উপযুক্ত, সেও সেই সময় পরম পিতার ধ্যানে মগ্ন হইল, দেখিতে দেখিতে বালকের নবদূর্ব্বাদলসদৃশ কায় দ্বিখণ্ডিত হইয়া ধরাতলে নৃত্য করিতে লাগিল। নিধনান্তে ব্রাহ্মণ সেই রক্তাক্ত দ্বিখণ্ডিত কলেবর দেখিয়া আত্মহারা হইলেন—মোহ প্রবলভাবে তাঁহাকে আক্রমণ করিল। হাজার হউক সংসারাচ্ছন্ন জীব যতই মায়াপাশ হইতে মুক্ত হইতে চেষ্টা করুক না কেন, উহার পূর্ণাধিকারের হ্রাস করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। এক মনে রাম রাম অন্য মনে পুত্র কলত্রাদি চিন্তা যাহাদের ধ্যান ধারণা হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে এটা যে কত কঠিন তাহা সকলেই জানেন। অতঃপর বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পৌত্রশোকভারে নিপীড়িত হইয়া ধীরে ধীরে স্বগৃহে গমন করিয়া আপনার শয়নপ্রকোষ্ঠে আশ্রয় লইলেন, মানবজীবনের পরীক্ষা হইয়া গেল। ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া পাগল হইলেও মোহ যে বাঁধনে তাহাকে বাঁধিয়াছে, তাহা ছিন্ন করে কে? যে করিতে পারে সেই প্রকৃত মনুষ্য, আর তাহারই কর্ম্ম প্রকৃত কর্ম্ম, নতুবা মুখে ধর্ম্ম ধর্ম্ম করা আর না করা সমান। এইরূপ মোহ একটী নহে, মানবজীবনে এমন ঘটনা শত শত সংঘটিত হইতেছে। যদি তুমি প্রকৃত মনুষ্য হইতে চাও, তবে এই মোহকে পরাজয় করিতে হইবে। এই সকল কার্য্য তোমারই, তোমাকে পরীক্ষাস্থলে দাঁড় করাইয়া ভগবান্ তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন 'জীব! তুমি এই মোহময় জগৎ চাও, না আমাকে চাও? যদি আমাকে চাও তবে তোমাকে এ সকল পরাস্ত করিতে হইবে, কেন না শত কার্য্যের বাধা ত পদে পদেই—তোমার উহাতে অভিরুচি আছে, কি না? যদি থাকে, তবে তাহা তোমার পক্ষে তৃণতুল্য, নতুবা কণ্টক, যাহা হয় বল'!

এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইল, ব্রাহ্মণ মোহে আচ্ছন্ন হইয়া রহিল। কিন্তু নিধন ক্রিয়া সমাধানের পর হইতে প্রবল বৃষ্টি আরম্ভ হইল। বৃষ্টির শেষ নাই, অবিরলধারে বৃষ্টি হইতে লাগিল। নিহত জ্যেষ্ঠ পৌত্রটীর কেহ সন্ধান করিতে পারিল না, যে বৃষ্টি—কে কাহার খোঁজ করে? তবে সকলে মনে মনে স্থির করিল যে, হয়তঃ সে কোন লোকের গৃহে আশ্রয় লইয়া আছে, প্রভাতে নিশ্চয়ই গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে।

বৃদ্ধের গৃহিণীও পর দিবস চর্পটাষষ্ঠীর দধি ক্ষীরাদি প্রস্তুত করিয়া ব্রাহ্মণের নিকট আনিলেন। ব্রাহ্মণকে আহারের জন্য অনুরোধ করিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ অসুখের ভাণ করিয়া সে আদেশ প্রতিপালনে অসম্মত হইলেন। কার্য্যগতিকেই সে প্রস্তাব ব্যর্থ হইল। ব্রাহ্মণীও যৎকিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া নিদ্রাদেবীর ক্রোড়ে আশ্রয় লইলেন।

প্রভাত হইল, পাখীর প্রভাত সঙ্গীত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণীর কর্ণে প্রবেশ করিল। ব্রাহ্মণী ব্যস্ততা সহকারে শয্যা ত্যাগ করিলেন। তাহার পর বেলা হইল। বেলা হইলে ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণকে জাগ্রত করাইয়া পুষ্করিণীর জল দেখিতে যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। তিনি বলিলেন যে, গত রাত্রিতে খুব বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, সম্ভবতঃ আমাদের পুকুরে জল হইয়াছে। কিন্তু সে অনুরোধ সংরক্ষণে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ অসামর্থ্যভাব প্রকাশ করিল। অগত্যা ব্রাহ্মণী পরিজনবর্গ সহ পুষ্করিণীর জল দেখিবার জন্য গমন করিলেন। সকলে পুষ্করিণীর নিকট যাইয়া দেখিলেন, পুষ্করিণীর ধারে প্রবল বারিধারা যেন আনন্দোৎফুল্ল লোচনে হাস্য করিতেছে। সেই মনোমুগ্ধকর হাস্য তরঙ্গের উপর পতিত হইয়া যেন তমসাচ্ছন্ন রজনীতে সৌদামিনী দেবীর পূর্ণ পরাক্রম প্রকাশ করিতেছে। ব্রাহ্মণী ও তাঁহার সহচরসহচরীগণ সে দৃশ্য দর্শন করিয়া আনন্দে বিভোর হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

ক্রমে ষষ্ঠীপূজার সময় উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মণী পাঁচ পুত্রবধূ সহ পূজার দ্রব্যাদি লইয়া হৃষ্ট মনে নাতিনাতিনীদের সঙ্গে লইয়া পূর্ব্বোক্ত পুষ্করিণীর তটাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। সঙ্গে সকল পৌত্র পৌত্রীই রহিল, কিন্তু তিনি জ্যেষ্ঠ পৌত্রকে খুঁজিয়া পাইলেন না, এজন্য সে আনন্দের কিছু বিঘ্ন রহিয়া গেল। নিহত পুত্রের জননীও স্বীয় পুত্রের অদর্শনে নিদারুণ ক্ষোভ ও উদ্বেগ সহকারে ষষ্ঠীপূজার নিমিত্ত সহচরীগণ সহ গমনে যোগদান করিলেন।

সে দিন ভাদ্রমাস, শুক্লা ষষ্ঠী। পুষ্করিণীর তীর মহানষষ্ঠীর মহাপূজার দ্রব্যাদিতে যেন কি এক অনির্ব্বচনীয় শোভা ধারণ করিয়াছে, আর বিধাতা যেন সেই সৌন্দর্য্যের মধ্যে উপস্থিত রমণীগণের প্রাণে ভক্তি ও অন্তরে বিমল আনন্দ প্রদান করিতেছেন; আর তাহারা

যাচিতেছে যেন—'ফিরিয়া আসুক পুনঃ এদিন আবার'। দেখিতে দেখিতে আমাদের পুরোহিত মহাশয় পূজার কার্য্য সমাধা করিলেন, সমস্ত মহিলারা ষষ্ঠীর কথা শ্রবণ ও পুষ্পাঞ্জলি প্রদান শেষ করিয়া মন্থনদণ্ড ও পুষ্পাদি লইয়া উক্ত পুষ্করিণীতে বিসর্জ্জন করিতে অগ্রসর হইলেন। ব্রাহ্মণীই সর্ব্বপ্রথম মন্থনদণ্ডটী জলের উপর ধরিলেন, আর পুত্রবধূ ও কন্যারা যে যাহা পাইল ছুঁইয়া রহিল। কেহ বা সেই দণ্ডটী, কেহবা তাহা ছুঁইতে না পাইয়া ব্রাহ্মণীর গাত্র স্পর্শ করিয়া রহিল, আর কেহ বা তাঁহার গাত্র স্পর্শ করিতে না পারিয়া অপর যে তাঁহাকে ছুঁইয়াছে তাহার অঞ্চল ধরিয়া জলে দাঁড়াইয়া রহিল। তাঁহারা এক এক বার সেই দণ্ডটীকে জলে ডুবাইতে লাগিলেন ও নিম্নলিখিত মন্ত্রটী বলিতে লাগিলেন:—

'চাপড়া যায় ভেসে,
ছেলে আসে হেঁসে।
চাপড়া যায় ভেসে,
ভাই বন্ধু আসে হেঁসে,
চাপড়া যায় ভেসে,
আপন অন্তরঙ্গ আসে হেঁসে'॥

এই মন্ত্রটী পাঠ শেষ হইলে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণীর জ্যৈষ্ঠ পৌত্র তাহার মাতার অঞ্চলদেশ ধারণপূর্ব্বক জল হইতে উত্থিত হইল। সকলে তাহাকে জল হইতে উত্থিত হইতে দেখিয়া এই আশ্চর্য্যজনক সংবাদ জ্ঞাত হইবার জন্য তাহাকে পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিতে লাগিল। কিন্তু সে তাহার কিছুই উত্তর দিতে পারিল না। এখানে বলা আবশ্যক যে, উক্ত পুত্রের মাতার অঞ্চলদেশ পূজার সময় দৈবক্রমে সকলের অজ্ঞাতসারে জলে পতিত হইয়াছিল এবং বর্ত্তমান সময়ে সেই অঞ্চলদেশ এখনও পর্য্যন্ত জলে পতিত থাকাতে পুত্রটী উহা ধারণ করিয়া জল হইতে উত্থিত হইল। তখন আবার সকলে আনন্দ-সাগরে ভাসমান হইল। হর্ষের প্রবল বাত্যার মধ্যে যে একটু ধূমাচ্ছন্ন বার্ত্তা ছিল, তাহাও দূরীভূত হইল। হর্ষের স্রোত উপস্থিত নরনারীবৃন্দের হৃদয়ে প্রবাহিত হইতে লাগিল!!

অতঃপর বৃদ্ধ ব্রাহ্মণী নন্দনবনে অমর-প্রার্থিত দিব্য বস্তু লাভ করিয়া গৃহে ফিরিলেন। গৃহে আসিয়া ব্রাহ্মণকে ডাকিয়া আহারের জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন। "ব্রাহ্মণ তখন গলদশ্রু লোচনে বলিলেন, যদি আমার জ্যেষ্ঠ পৌত্রকে পাই, তবেই এ জীবন রাখিব এবং আহারও করিব, নতুবা এ জীবন ত্যাগ করিব।" ব্রাহ্মণী, স্বামীর ঈদৃশ বিষম বাক্য শ্রবণ করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত ভাবে বলিলেন, 'কেন তাহার কি হইয়াছে?'

ব্রাহ্মণ তখন গতরাত্রির সমস্ত ব্যাপার আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলেন। ব্রাহ্মণী প্রথমতঃ কম্পিত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু পরিশেষে সে কম্প গোপন করিয়া এবং ষষ্ঠী দেবীর ঈদৃশ করুণার কার্য্য দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন ও গলদশ্রু লোচনে বলিলেন, 'না, না, ষাট্

সে আমার ষষ্ঠীর দাস, তাহার কি অমঙ্গল হইতে পারে, এই দেখনা সে বাটীতেই রহিয়াছে, এখন তুমি এস, আহারাদি কর।'

ব্রাহ্মণ কিন্তু কিছুতেই তাহা বিশ্বাস করিলেন না। অগত্যা ব্রাহ্মণী পৌত্রকে তাঁহার সম্মুখে আনয়ন করিলেন এবং ষষ্ঠী দেবীর করুণার কথা এবং কিসে সে জীবন পাইল ইত্যাদি সমুদায় বৃদ্ধকে জ্ঞাত করাইলেন। তখন ব্রাহ্মণ পৌত্রমুখ নিরীক্ষণ করিয়া তাহাকে সাদরে ক্রোড়ে ধারণ করিলেন, তাঁহার চক্ষুতে অশ্রু দেখা দিল, কিন্তু সে অশ্রু পূর্ব্বের অশ্রু নহে, মলিনত্বনাশক অশ্রু! সুধার অমিয়-ধারা আজ ব্রাহ্মণের কলুষিত কালিমাকে দূরীভূত করিয়া ষষ্ঠীর একাধিপত্য স্থাপন করিল। ধর্ম্মের জয় হইল।

কোন এক দৈবশক্তিপ্রভাবে এ সংবাদ গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়া গেল। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আনন্দসাগরে ভাসমান হইয়া পুত্র ও পুত্রবধূদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া আহারে প্রবৃত্ত হইলেন। পুত্র পাইয়া জননীরও আনন্দের সীমা রহিল না। তখন ব্রাহ্মণী পুত্রবধূ, কন্যা ও অন্যান্য মহিলাদিগকে লইয়া ষষ্ঠীদেবীর জয় ঘোষণা করিয়া ফলাহারে প্রবৃত্ত হইলেন। তদবধি দেশে মস্থান ষষ্ঠী বা চর্পটা ষষ্ঠীর পূজা প্রচার হইয়া জনসমাজে হিন্দু রমণীর পুণ্য কর্ম্মের একটী অঙ্গ বলিয়া গণ্য হইল।

শ্রীরজনীকান্ত বিদ্যাবিনোদ।

ভূত না মানুষ?

দশম পরিচ্ছেদ।

এ কার প্রতারণা? চণ্ডদেবের, না চৈতন্যদেবের?

নন্দককে বিদায় দিয়া চণ্ডদেব বড় অশান্তি অনুভব করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন "কেন নন্দককে যাইতে দিলাম। এ পৃথিবীর সমস্ত লোকই আমাকে অবিশ্বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু আমার বোধ হয় নন্দক আমাকে অবিশ্বাস করে না। হায়, আমি আজন্ম উপার্জ্জিত ধন, মান, সমস্তই বিসর্জ্জন দিতে বসিয়াছি, উপরন্তু আমার প্রাণও যাইবে দেখিতেছি।" এমন সময় একটি ভদ্রলোক চণ্ডদেবকে অভিবাদন করিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। চণ্ডদেব তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না। ভদ্র লোকটি কহিলেন "মহাশয়, দেখিতেছি আপনি আমাকে চিনিতে পারিতেছেন না, আমি আপনারই গ্রামের লোক। আমার পিতাকে আপনি চেনেন, আমাকেও আপনি দেখিয়াছেন,

কিন্তু তখন আমি অত্যন্ত ছোট ছিলাম।"

চণ্ডদেব কহিলেন "আপনার পিতার নাম আমাকে বলুন।"

ভদ্রলোকটি কহিলেন "চৈতন্যদেব, যাঁহাকে দিয়া আপনি পূর্ব্বাপর দালান প্রস্তুত করিয়া থাকেন।"

চণ্ডদেব কহিলেন "ওঃ! তুমি তাঁহার ছেলে, বস বাপু, বস। তিনি কেমন আছেন? কণ্ট্রাক্টার বাবু বড় ভাল মানুষ। আমি তাঁহাকে খুব জানি। বাবা চৈতন্য বাবু ব্যতীত অন্য কাহাকেও দিয়া দালান প্রস্তুত করাইতেন না।

কতদিন তাঁহাকে দেখি নাই, তিনি যে সব দালান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তাহাও এত দিনে শোভাহীন ও ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, যাইতেছে ও যাইবে। হায় মালদেব! তোর জন্যই পিতা দেশান্তরী হইয়াছিলেন। ভদ্রলোকটি চণ্ডদেবের নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইয়া কহিলেন "মহাশয়! আমাদের টাকাটা চুকাইয়া দিন, বাবার হাতের চিঠি আছে, এই দেখুন।"

চণ্ডদেব যেন দমিয়া গেলেন। তৎকালে এইরূপ ভাব তাঁহার মুখে প্রকাশ পাইয়াছিল। কিন্তু তিনি চৈতন্য বাবুর চিঠি পড়িলেন।

"মাননীয় চণ্ডদেব বাবাজী, আপনি আমার দ্বারা আপনার রাজপুতানার বাড়ীর দালান মেরামত করাইয়াছিলেন, সেই হিসাবে আপনার নিকট আমার হাজার টাকা পাওনা রহিয়াছে। সেই জন্য আমার পুত্র চিতানন্দকে আপনার নিকট পাঠাইলাম, উক্ত টাকা উহার নিকট দিয়া বাধিত করিবেন। আপনার কর্ম্মচারিগণ বলিয়াছিল আপনি শীঘ্রই দেশে ফিরিয়া আসিবেন, কিন্তু সে বিষয়ে আপনাকে উদাসীন দেখিয়া বড়ই দুঃখিত হইলাম। আপনার কনিষ্ঠ মালদেব জীবিত থাকিলে তিনি কখন দেশ ছাড়িয়া এরূপ ভাবে থাকিতে পারিতেন না।

আপনাদের শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীচৈতন্যদেব দে।"

চণ্ডদেব ধীর স্বরে "কহিলেন আমি কি চৈতন্য খুড়াকে দিয়া সে বাড়ী মেরামত করিয়াছিলাম?" চিতানন্দ কোন কথা কহিলেন না।

চণ্ডদেব আবার কহিলেন "কবে মেরামত করিয়াছি?"

চিতানন্দ। এই মাস দুইয়ের কথা।

চণ্ডদেব। আমি যদি অস্বীকার করি?

চিতানন্দ। তাহা আপনি পারেন, কারণ আপনার যেরূপ সব দুর্নাম শুনিতে পাইতেছি তাহাতে ইহা অসম্ভব নহে। এই জন্যই বাবা এত তাড়াতাড়ী আমাকে বিদেশ হইতে আনাইয়া আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন, তিনি স্বয়ং এখন অতি বৃদ্ধ হইয়াছেন।

চণ্ডদেব। আমি কি নিজে উপস্থিত থাকিয়া এই কাজ করাইয়াছিলাম?

চিতানন্দ। না, আপনার কর্ম্মচারিগণ এ কার্য্য করাইয়াছিল, কিন্তু তখন পর্য্যন্ত

পিতাঠাকুর বুঝিতে পারেন নাই যে, আপনার এতটা—বলিয়াই চিতানন্দ থামিয়া গেলেন। তাঁহার কথা যেন বাধিয়া গেল।

চণ্ডদেব। তাহার মুখের কথা ধরিয়া লইয়া কহিলেন "যে আপনার পিতাঠাকুর বুঝিতে পারেন নাই যে, চণ্ডদেবের এতটা অধঃপতন ঘটিয়াছে, এই তো কথা?"

চিতানন্দ। সে কথার কোন উত্তর না দিয়া কহিলেন "আপনি আমার পিতাঠাকুরকে দিয়া হাজার টাকার কাজ করাইয়াছিলেন, তৎপরে বিদেশ হইতে আর এক কন্ট্রাক্টার আনিয়া বাড়ীর ভিতরে আর কি কি করাইয়াছেন, তাহা আমরা জানি না, তাহা আমাদের জানিয়াও কোন ফল নাই। আমাদের প্রাপ্য টাকা আমরা পাইলেই বাঁচি।"

চণ্ডদেব। যদি টাকা না দিই?

চিতানন্দ—না দিলে আর কি হইবে? শুনিতে পাইতেছি আপনি নন্দকের পিতাকে খুন করিয়াছিলেন ও নন্দকের মাতার সর্ব্বস্ব হরণ করিয়াছিলেন, তাহাতেই বা আপনার কি হইয়াছিল, (যদিও তখন নন্দক বালক ছিল এবং তখন দেশে সেরূপ সুশাসন ছিল না) আপনাকে আর কে কি করিতে পারে? শুনিতেছি আপনি পৈচাশিক মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছেন। যে চণ্ডদেবের অসাধ্য কর্ম্ম পৃথিবীতে নাই, আপনি সেই চণ্ডদেব। কাজ করার সময় আপনার কর্ম্মচারিগণ বলিয়াছিল যে, আপনার দক্ষিণ হস্তে একটি ক্ষত হওয়ায় আপনি পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন ও সেই জন্যই কর্ম্মস্থলে উপস্থিত হইতে পারিতেছিলেন না। উপস্থিত আপনার দক্ষিণ হস্তের উপর একটি ক্ষতের দাগ দেখিয়া আমি আপনার কর্ম্মচারীদিগকে সত্যবাদী বলিয়াই বিশ্বাস করিলাম।

চণ্ডদেব সে কথার কোন উত্তর না দিয়া মৌন হইয়া রহিলেন এবং ভাবিতে লাগিলেন "আজ যদি নন্দক থাকিত, তবে এই অপমানকারীকে সে কখনই ক্ষমা করিত না। আমি চণ্ডদেব, একটা বালক আমাকে এমন অপমান করিল?"

চিতানন্দ কহিলেন, আপনার দক্ষিণ হস্তের ক্ষতটি কি সম্পূর্ণ শুষ্ক হইয়াছে? চণ্ডদেব সে কথার উত্তর না দিয়া ভাবিলেন "হায়! কেন অনাবৃত দেহে বসিয়াছিলাম? হায়! কেন নন্দককে যাইতে দিয় ছিলাম?"

চিতানন্দ জোরের সহিত কহিলেন, মহাশয়, আমার প্রাপ্য টাকা আমাকে দিন, নচেৎ আমি আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিব।

চণ্ডদেব ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে টাকা আনিয়া চিতানন্দের প্রাপ্য মিটাইয়া দিলেন।

চিতানন্দ টাকা হস্তগত করিয়া চলিয়া গেলেন, কিন্তু যাওয়ার সময় চণ্ডদেবকে কোন অভিবাদন করিলেন না। তিনি যাওয়ার সময় বলিয়া গেলেন "শুনিয়াছি আপনার কনিষ্ঠ মালদেব দেখিতে ঠিক আপনার মত ছিলেন, কিন্তু চরিত্রে তিনি

আপনা হইতে অনেক উচ্চ ছিলেন। তাঁহার পিতা তাঁহাকে বিনা অপরাধে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন। আপনিও তাঁহার তত্ত্বাবধান করিতেন না। তিনি স্বর্গে গিয়াছেন। যে ভাল হয়, মৃত্যু অগ্রে তাহাকে গ্রহণ করেন।"

চিতানন্দ এই কথা বলিয়া চলিয়া গেলেন।

চণ্ডদেব উচ্চকণ্ঠে গাইতে লাগিলেন—

আমার সমান পাপী কে আছেরে ভবে,
তোমরা বল আমার উপায় কি হবে?
জানি আমি আছেন তিনি পাপীর বন্ধু
তথাপি আমার এ প্রাণ
কখনো প্রাবোধ না মানে।
ভাবি কিসে হব পার এ ভবসিন্ধু,
জানি তাঁর ক্ষমা-সিন্ধুর তুলনায়,
আমার পাপ হয় গোষ্পদের প্রায়,
কভু পাপীকেও তিনি করেন না ঘৃণা
তাঁর রাজ্যে গেলে, কত শান্তি মিলে
ঘুচে যায় ভবযন্ত্রণা ভবভাবনা,
হায় হায় সে দিন পাপীর কবে হবে?

অমুজাসুন্দরী দাস গুপ্ত, ঢাকা।

নূতন সংবাদ।

বরদারাজ্যের যাদুঘর হইতে ১০১ খানি চিত্র, বিলাতের ভিক্টোরিয়া ও এলবার্ট যাদুঘরে প্রদর্শনের নিমিত্ত প্রেরিত হইয়াছে। চিত্রগুলি ভারতীয় রাজপুত চিত্রকরের গৌরবের পরিচায়ক। সে গুলির সমস্ত অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে অঙ্কিত হইয়াছিল। তিন মাস কাল পর্য্যন্ত এই চিত্রগুলি সাধারণের দর্শনের জন্য বিলাতে রক্ষা করা হইবে।

২। রোমের নিকটবর্ত্তী কোনও গ্রামে এক ভিক্ষুকের মৃত্যুর পর তাহার গৃহ অনুসন্ধান করিয়া প্রায় ১২ লক্ষ টাকা পাওয়া গিয়াছে।

৩। সুপ্রসিদ্ধ নাটককার সেক্সপিয়রের জন্মস্থান দেখিবার নিমিত্ত গত বৎসর ৪০ হাজার লোক তথায় গিয়াছিল। গুণিগণের সম্মান ইহারাই প্রদর্শন করিতে জানেন।

৪। আমরা গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, শোভাবাজারের জনহিতৈষী মহারাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর গত ১৫ই অগ্রহায়ণ আত্মীয় স্বজনদিগকে শোকসাগরে নিমগ্ন করিয়া ইহলোক হইতে চলিয়া গিয়াছেন। শান্তিদাতা পরমেশ্বর তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সান্ত্বনা দান করুন।

৫। স্কটলণ্ডে ও ইংলণ্ডের উত্তর ও মধ্য ভাগে এত শীত পড়িয়াছে যে, থার্ম্মমিটার একেবারে শেষ চিহ্নে নামিয়া গিয়াছে। গত ২ ডিসেম্বর ওয়েলবেক নামক স্থানে সম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞী অবস্থান করিতেছিলেন। তথায় এত বরফ

পড়ে যে, লাঙ্গল দিয়া পথ করিয়া তবে তাঁহাদিগকে ষ্টেশনে আনা হয়।

৬। সম্প্রতি এই সংবাদ আসিয়াছে যে, বুলগেরিয়া, সার্ব্বিয়া ও মণ্টিনিগ্রো তুরকের সহিত যুদ্ধ বন্ধের সর্ত্ত স্বাক্ষর করিয়াছেন। কিন্তু গ্রীস স্বাক্ষর করেন নাই। বুলগেরিয়া বলিয়াছেন, 'গ্রীকগণ একাকী যুদ্ধ করুক, আমরা যুদ্ধ হইতে ক্ষান্ত হইলাম।'

৭। সম্প্রতি শিবপুর কলেজঘাটে নৌকা ডুবি হইয়া অনেকগুলি লোক মারা গিয়াছেন। এই নৌকায় অনেকগুলি ছাত্র, দুই তিন জন ইংরাজ মহিলা ও অন্যান্য লোক ছিলেন।

৮। সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে কেঁচর রস দুই চারি কোঁটা খাওয়াইলে সর্পবিষ কাটিয়া যায়। ইহা কেহ কেহ পরীক্ষা করিয়া সুফল লাভ করিয়াছেন।

৯। সম্প্রতি ভগবতীচরণ হালদার নামক বিক্রমপুরের নিকটবর্ত্তী কোন এক গ্রামবাসী ৫৫ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। তাঁহার স্ত্রী শ্রীমতী শরৎসুন্দরী দেবী স্বামীর মৃত্যুর দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে স্বামীর পদযুগল ধরিয়া শয়ন করেন। এ দিকে ভগবতীচরণের লোকান্তরের পর তাঁহাকে গৃহ হইতে বাহির করিবার যখন সময় হইল, তখন সকলে দেখিলেন যে, শরৎসুন্দরী অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া আছেন। তখন তাঁহাকে স্থানান্তরিত করিয়া ভগবতীচরণকে বাহির করা হয়। পরে শরৎসুন্দরীর জ্ঞান সঞ্চার করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করা হয়, কিন্তু কিছুতেই তাহার আর চৈতন্য হইল না। পরদিন প্রাতে তাঁহার আত্মা মানবদেহ পরিত্যাগ করিয়া স্বামীর অনুগমন করে।

১০। মেডিকেল কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রধান অধ্যাপক ডিরেক্টর জেনারল ডাক্তার লিউকিস আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে তথাকার কয়েদিদিগের অবস্থা পরিদর্শন করিবার নিমিত্ত গমন করিতেছেন।

বামারচনা।

প্রেম-ভিক্ষা।

১

চাহি না নশ্বর প্রেম;
যে প্রেমের প্রতিদানে
জীবন সঁপিয়া নারী
মর্ম্মাহত নিশিদিনে॥

২

সে প্রেমে না আছে সুখ
প্রাণভরা ভাল বেসে,
সদা ভয় হই পাছে
প্রতারিত অবশেষে॥

৩

চাহি না সে প্রেম হরি,
যাহে দাবানল আদি
পোড়ায় মানবে সদা
হৃদে হলাহল ঢালি॥

৪

বিষম বিষাক্ত ব্যথা
ঢালিয়া হৃদয়পরে
হাসি উপেক্ষিয়া যায়
ফেলি একা ভব ঘোরে॥

৫

সে প্রেমের প্রতিদানে
হৃদয় হয়েছে ছাই,
আসিয়া তোমার কাছে
তাই আজি ভিক্ষা চাই।

৬

যেই প্রেম লভিবারে
বসুধা অনন্তে ধায়,
ঘূর্ণমান গতি লয়ে
বর্ষে বর্ষে আগে যায়।

৭

যাঁর প্রেম লাভ তরে
মহাযোগী মহাধ্যানে
অনাহারে অনিদ্রায়
সাধে যোগ একমনে॥

৮

যাঁর প্রেমে ফুটে ফুল
পর্ব্বত পাষাণ ভেদি
বিশ্বস্রষ্টৃ পদতলে
সদাই পড়িছে লুটি॥

৯

যাঁর প্রেমে ধায় নদী
অনন্ত সাগর পানে,
যমুনা, জাহ্নবী আদি
গাহি কুল কুল তানে॥

১০

যে প্রেমেতে শশধর
হাসে গগনের কোলে,
ছড়ায় কৌমুদীরাশি
রজত কিরণ ঢেলে॥

১১

প্রতিদিন উষাকালে
তরুণ অরুণ রবি
কারে দেন উপহার
আপনার প্রেমছবি॥

১২

প্রভাত না হতে পাখী
কার প্রেমগান গেয়ে
দেশ দেশান্তরে ফেরে
কাহার করুণা পেয়ে॥

১৩

আমার হৃদয় চাহে
যে প্রেম সুস্নিগ্ধ অতি,
পেলে তার এক বিন্দু,
পেলে তার এক রতি,

১৪

নির্ম্মল হইবে হৃদি
ঘুচে যাবে ভেদজ্ঞান।
ঢাল সেই প্রেমামৃত
শীতল করহ প্রাণ॥

শ্রীমতী ইন্দুমতী দেবী।

পিতৃপূজা।

হে জনক, হে দেবতা, হে স্নেহবৎসল,
হে পবিত্র স্নেহময় প্রশান্ত নির্ম্মল।
কোথা আছ কত দূরে কোন্ স্বর্গলোকে,
শুধু জানি যেথা থাক আছ তুমি সুখে।
সবে কয় আছ তুমি দেব অমরায়,
ত্রিদিববাঞ্ছিত লোকে চিরশান্তিছায়।
জানি তব আর কভু পাবনা দর্শন,
সেই পূত-পদ-রজঃ মধুর স্পর্শন।
তৃষিত মোহান্ধ আঁখি তবু নিশি দিনে,
খুঁজিয়া বেড়ায় তোমা অতৃপ্ত ক্রন্দনে।
পূজিতে চরণ সেই আকুল হৃদয়
অশ্রুসিক্ত পুষ্পদলে আর কিছু নয়।
গোপনে এনেছি তাই এই পুষ্পভার,
ধূলিলিপ্ত অশ্রুস্নাত পূজার সম্ভার।
শীতল শীকরস্পর্শ শান্তবাপীতীরে,
আর্দ্র দেহে সিক্ত বস্ত্রে কম্পিত দু-করে,
হেমন্ত কুহেলি ঢাকা এই নিশাশেষে,
আজি রাখিলাম পিতঃ তোমারি উদ্দেশে।
লবে কিনা লবে ইহা যদিও না জানি,
(তবুও) অজ্ঞাত তৃপ্তির ভারে পূর্ণ হিয়াখানি।

বঙ্গবিধবা-রচয়িত্রী।

পতি ধর্ম্ম।

রমণীর পতি ধর্ম্ম জানি এই সার।
অন্য ধর্ম্ম রমণীর কিবা আছে আর।
পতির যুগল পদ,
রমণীর মোক্ষপদ,
সুখমোক্ষদাতা পতি সর্ব্ব শাস্ত্রে গায়।
পতিপদপূজা বিনা কোন ধর্ম্ম নাই।
ব্রত পূজা যাগ যজ্ঞ,
নারীর ত নয় মোক্ষ,
সাক্ষাৎ দেবতা হ'ন মোক্ষদাতা পতি,
অন্য ধর্ম্মাশ্রয়ে নারী নাহি পায় গতি।
প্রাণপূর্ণ ভালবাসা,
অনন্ত বিশ্বাস আশা,
একমনে ঢালে নারী পতির চরণে।
পতি ধর্ম্ম, পতি মোক্ষ রমণী জীবনে।
সহস্র উপেক্ষা সহে,
পতি যদি মন্দ কহে,
রমণীর হয় তাহা অমৃত আদর।
পতিপদপূজা নারী যাচে নিরন্তর।
হৃদয় ঢালিয়া দেয়,
সঁপে সে যে আপনায়,
পতিপদে করে নারী আত্মবলিদান।
পতিকে পূজিতে শিখে দেবতা সমান।
থাকে না যে কোন আশা,
নিষ্কাম সে ভাল বাসা,
কেবল পূজিতে চায় পতির চরণ।
পতিপদপূজা বিনা নাহি আরাধন।
তুচ্ছ সুখলালসায়,
পতিরে যে মন্দ কয়,
শিখেছে সে পতি ধর্ম্ম কে বলিতে পারে?
রমণী সে নহে বলি পিশাচিনী তারে।
তন্ত্র মন্ত্র বেদ বিধি,
নারীর কেবল পতি,

পতি বিনা রমণীর আছে কিবা ধন।
চিরারাধ্য হয় তার পতির চরণ।
যাগ যজ্ঞ নাহি জপ,
পতিই পরম তপ,
পতির চরণ হয় চির স্বর্গ তার।
পতি বিনা রমণীর কিবা আছে আর।
এ জীবনে শুধু নয়,
জন্মান্তরে (ও) বাঁধা রয়,
নারীর দেবতা হ'ন একমাত্র পতি।
জীবনে মরণে আর নাই অন্য গতি।

যোগেশবালা সেন।

সমালোচনা।

"আমার খাতা"। রচয়িত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী। ইহা পঞ্চ পরিচ্ছেদে বিভক্ত। গ্রন্থকর্ত্রী পুস্তকখানি তাঁহার স্বর্গগত পিতা ও মাতার চরণে অর্পণ ও উৎসর্গ করিয়াছেন। তাহাতে তাঁহার পিতৃমাতৃভক্তির সুন্দর পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। এই গ্রন্থখানি অধিকাংশ গদ্যে, কিয়দংশ পদ্যে এবং পরিশেষে ১৬টী হৃদয়গ্রাহী সঙ্গীত সহিত ১৬৭ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত করা হইয়াছে। সরল ভাষায় রচিত এই পুস্তকখানি বেশ সুপাঠ্য হইয়াছে। নমুনা স্বরূপে নিম্নে তাহার কতক কতক অংশ নির্দিষ্ট হইল।

প্রকৃতি।

(See Page 35—Please read the entire Poetry—only 6 lines.)

দয়া।

(See Page 92—(৯২ পৃষ্ঠা)—up to "কণ্ঠাগত প্রাণ" only; and *omit* the last 10 lines from "ধর্ম্ম to করিব".)

গীত।

(See Page 163—No. 10 সঙ্গীত)

আজকালকার অনেক অসার পুস্তক ও নবেল পড়া অপেক্ষা এইরূপ অভ্রান্ত ও বহুদর্শী গৃহিণীগণের প্রণীত পুস্তক পাঠে পাঠক ও পাঠিকাগণ যে অধিকতর প্রীতি লাভ করিতে সক্ষম হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। "গৃহিণীপনা" নামে একটী সুন্দর প্রবন্ধ উহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে গৃহিণীদিগের জানিবার অনেক জিনিষ আছে। মনোহর ও উপকারী বোধ হওয়ায় তাহা হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু স্থানাভাবে সে ইচ্ছা পূর্ণ হইল না বলিয়া আমরা দুঃখিত হইলাম। পুস্তকখানি কলিকাতা ৫৫নং আপার চিৎপুর রোড, আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রেসে শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট প্রাপ্তব্য। মূল্য ৸৹ আনা মাত্র।

১৮।৩ নং মধুরায় লেন, ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত
ও
শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৩৯ নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 594. February, 1913.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫০ বর্ষ। ৫৯৪ সংখ্যা। | মাঘ, ১৩১৯। | ১০ম কল্প। ১ম ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

লর্ড হার্ডিঞ্জকে হত্যা করিবার প্রয়াস—"বিনামেঘে বজ্রাঘাত" বলিয়া যে কথা প্রচলিত আছে ইহা তাহাই। বড় লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ বাহাদুর মিছিল করিয়া যখন নূতন রাজধানী দিল্লী নগরীতে প্রবেশ করিতে ছিলেন সেই সময় এক বোমা আসিয়া তাঁহার হস্তীর উপর পতিত হওয়ায় ছত্রধারীর মৃত্যু হয় এবং তাঁহারও অত্যন্ত আঘাত লাগাতে তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়েন। ভগবানের অশেষ করুণায় তাঁহার আঘাত সাংঘাতিক হয় নাই। তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে হাঁসপাতালে লইয়া যাইয়া অস্ত্র দ্বারা আহত স্থান সমূহ পরিষ্কার করিয়া দেওয়া হয়। এক্ষণে তিনি অনেকটা ভাল আছেন। লেডী হার্ডিঞ্জ তাঁহার শয্যা পার্শ্বে থাকিয়া তাঁহার তত্ত্বাবধান করিতেছেন। আমরা ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি তিনি বড় লাট বাহাদুরকে সুস্থ ও নিরাময় করুণ।

মেট্রিকুলেশন পাঠ্য পুস্তক—আমাদের সুপ্রসিদ্ধ লেখিকা শ্রীমতী মানকুমারী বসু প্রণীত 'শুভসাধনা' নামক পুস্তকখানি ১৯১৪ সালের মেট্রিকুলেশন পরীক্ষার স্ত্রীলোকদের পাঠ্য রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে কোন স্ত্রীলোকের রচিত গ্রন্থ মেট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পাঠ্য হয় নাই।

মিঃ মণ্টেগুর ভারত আগমন—ভারতের সহকারী সচিব মিঃ মণ্টেগু ভারতে আগমন করিয়া নানা স্থান পরি-

ভ্রমণ ও দর্শন করিতেছেন। জাতীয় মহাসমিতির পক্ষ হইতে তাঁহাকে কংগ্রেসে যোগদান করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করা হইয়াছিল। কিন্তু তিনি সময়াভাববশতঃ যোগ দিতে না পারায় দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন।

ভারত মহিলার সাহায্য ভাণ্ডার—তুরস্কের বিপন্ন সৈন্যদিগের সাহায্যকল্পে লেডি হার্ডিঞ্জ একটী সাহায্য ভাণ্ডার খুলিয়াছেন। ইহাতে জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে ভারতের মহিলাগণ সাহায্য প্রদান করিতে পারিবেন। ভূপালের বেগম সাহেবা একাই তুরস্কের বিপন্ন সৈন্যগণের সাহায্যার্থ ৯ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

ভারতবর্ষে ফরাসী অধিকৃত স্থান—ভারতবর্ষের যে সকল স্থান ফরাসী দিগের অধিকারে রহিয়াছে, ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট সেই সকল স্থানের পরিবর্ত্তে ফরাসীদিগের সুবিধামত অন্যান্যস্থান দিতে চাহিতেছেন। ফরাসীমন্ত্রীসভা এ সম্বন্ধে বিবেচনা করিতেছেন।

লেডী কারমাইকেলের প্রস্তাবিত ধাত্রী বিদ্যা শিক্ষা—বাঙ্গালার হিন্দু ও মুসলমান রমণীগণ যাহাতে ধাত্রী বিদ্যা শিক্ষা করিতে পারেন, লেডী কারমাইকেল কিছু দিন পূর্ব্বে এইরূপ একটী প্রস্তাব করিয়াছিলেন। সম্প্রতি শুনা যাইতেছে এ সম্বন্ধে কার্য্যারম্ভের সূচনা হইয়াছে।

মিউনিসিপ্যালিটির দান—কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর লোকান্তরিত এসেসার ও সার্ভেয়ার মিঃ সি, সি কুপারের পত্নী ও সন্তানবর্গকে মিউনিসিপ্যাল কর্ত্তৃপক্ষ ১২ হাজার টাকা প্রদান করিয়াছেন।

রাজধানী নির্ম্মাণ—সম্প্রতি লণ্ডনের "রয়েল সোসাইটী অব আর্টস" নামক সভার এক অধিবেশনে স্যার ব্রাডফোর্ড লেস্‌লি ভারতের রাজধানী নির্ম্মাণ সম্বন্ধে এক নূতন প্রস্তাব করিয়াছেন। বর্ত্তমানে যে স্থানে রাজধানী নির্ম্মাণের প্রস্তাব চলিতেছে, ঐ স্থান ততদূর স্বাস্থ্যকর নহে। এজন্য তিনি বলিয়াছেন, যে প্রাচীন দিল্লীর যে স্থানে বিচারালয় প্রভৃতি আছে, ঐ স্থানে রাজধানীর অট্টালিকা প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া যমুনা নদীতে বাঁধ দিয়া নদী গর্ভ জলপূর্ণ করিয়া রাখিলে দিল্লী স্বাস্থ্যকর হইবে।

—·—

নির্ভয়।

নিখিল বিশ্বেরপতি শুনি তুমি ভগবান্!
তোমারে ব্যাকুলভাবে চাহে মম মনপ্রাণ,
লোকমুখে কত শুনিয়াছি শুনিতেছি আর
কেহ বা সাকার বলে কেহ বলে
নিরাকার।
সঠিক করিয়া কেহ বলিবারে নাহি পারে

তাই ভাবিতেছি তোমায় ডাকিব কি
নাম ধরে ?
নদীর স্রোতের মত কালস্রোত বহে যায়
আমি যে কিনারে বসিয়া কি করিতেছি
হায় হায়।
এখনও মিটেনি দ্বন্দ্ব আজও হলনা দেখা
শূন্য প্রাণে শূন্য মনে তাই কাঁদি একা
একা।
তোমারই মহিমা সব চৌদিকে ছড়ান
প্রভু!
আমি দৃষ্টিহীন অন্ধ দেখেও দেখিনে কভু,
দেখা দাও কাছে এসো প্রাণে এস
প্রাণারাম!
ঘোষুক জগৎ জুড়ে তোমার দয়াল নাম;
দেখিব আমিও তোমায় ওহে মোর
প্রাণসখা!
কোথায় লুকায়ে রবে কেমনে না দিবে
দেখা ?
তুমিইত পাঠায়েছ তোমাতেই হব লয়
তবে বল কেমনে মোরে তেজিবে দয়াময়!

শ্রীসরসীবালা দেবী।

রাজা ও রাণী।

বৈষ্ণবদিগের ভক্তমাল গ্রন্থে এক রমণীর আশ্চর্য্য ভক্তির কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে, উহা পাঠ করিলে অন্তরে ভক্তি-রস উচ্ছসিত হইয়া উঠে। যাঁহারা "বামাবোধিনী" পাঠ করেন, তাঁহারা অনেকেই হয় ত উক্ত কাহিনী পাঠ করেন নাই। সেই জন্য সেই ভক্তিমতী রাণীর আখ্যায়িকা এই পত্রিকাতে প্রকাশ করিলাম।

জয়পুরে মাধব সিংহ নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার রাণী পরমাসুন্দরী। তাঁহার উজ্জ্বল বর্ণ ও অনুপম মুখশ্রী নিরীক্ষণ করিলে তাঁহাকে মূর্ত্তিমতী দেবী বলিয়া মনে হইত। রাজা রাণীকে অতিশয় ভাল বাসিতেন। রাণী রত্নালঙ্কারে ও মূল্যবান বস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া নিরন্তর আমোদপ্রমোদে দিন অতিবাহিত করিতেন। তাঁহার সুখের কিছুমাত্র অভাব ছিল না।

সর্ব্বদা রাজান্তঃপুরে সুখের মধ্যে বাস করায় রাণীর অন্তরে যে ধর্ম্মভাব পরিস্ফুট হইয়াছিল, তাহা মনে হয় না। তবে তিনি সতীসাধ্বী রমণী ছিলেন। তাঁহার সুকুমার হৃদয় মধুর প্রীতি ও করুণায় পূর্ণ ছিল।

রাণী একদিন গৃহে পালঙ্কে শয়ন করিয়া আছেন, একজন পরিচারিকা তাঁহার সুন্দর পা দুখানিতে হাত বুলাইতেছে। এই সময় পরিচারিকার দুই চক্ষু হইতে ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল, তাহার শরীর রোমাঞ্চিত হইল, মুখশ্রীতে দিব্য জ্যোতিঃ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

পরিচারিকা প্রেমে ও পুলকে আকুল হইয়া মধুরকণ্ঠে হরিনাম উচ্চারণ করিতে লাগিল।

পরিচারিকা যৎকিঞ্চিৎ অর্থের জন্য রাণীর দাসীর কাজ করিতেছে বটে, কিন্তু সে সামান্যা নারী নহে। তাহার অন্তরে ভক্তির স্ফুরণ হইয়াছে। সে শ্রীহরির প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার পাদপদ্মে জীবন যৌবন সমর্পণ করিয়াছে। শ্রীহরিই তাঁহার জীবনের স্বামী। শ্রীহরি ভিন্ন এই রমণী আর কিছুই জানে না। এতক্ষণ তাহার দু খানি হাত রাণীর চরণ সেবায় নিযুক্ত ছিল বটে, কিন্তু তাহার চিত্ত হরির চিন্তা করিতে করিতে হরি-প্রেমে মগ্ন হইয়া গিয়াছিল, তাই অন্তরের প্রেম বাহিরেও অশ্রু ও পুলকের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। রাণী সহসা পরিচারিকার অভিনব ভাব নিরীক্ষণ করিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন। তিনি পরিচারিকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"পরিচারিকা। তোমার কি হইয়াছে?"

পরিচারিকা প্রেমে পূর্ণ হইয়া বলিতে লাগিল—"রাণী, আমার প্রাণের দেবতা শ্রীহরি অন্তরে প্রকাশিত হইয়াছেন, তাঁহার অনুপম মূর্ত্তি দর্শন করিয়া আমার হৃদয়ে প্রেম উচ্ছসিত হইয়া উঠিয়াছে। তাই আকুল চিত্তে শ্রীহরির মধুমাখা নাম ঘন ঘন উচ্চারণ করিতেছি।"

রাণী কহিলেন—"পরিচারিকা! তুমি শ্রীহরির প্রেম লাভ করিয়া জীবনকে ধন্য করিয়াছ? তবে আর আমার চরণ স্পর্শ করিও না। এস, আমাকে মধুরকণ্ঠে শ্রীহরির প্রেমের কথা শুনাও।"

পরিচারিকা রাণীকে ভক্তির জন্য ব্যাকুল দেখিয়া কহিতে লাগিল—"রাণী, শুধুই বিষয়তৃষ্ণায় আকুল হইয়া সংসারের অনিত্য সুখই ভোগ করিতে। হরির প্রেমমৃত রসের যে কি মধুর আস্বাদ, তাহাত কখনও বুঝিতে পার নাই, একবার যদি তাঁহার অনুপম রূপমাধুরী দর্শন করিতে পার, একবার যদি তাঁহার প্রেমের অমৃতরসের আস্বাদ প্রাপ্ত হও, একবার যদি তাঁহার চরণে হৃদয় সমর্পণ করিতে পার, তাহা হইলে তোমার নারী-প্রকৃতি চরিতার্থ হইবে, তোমার জীবন ধন্য হইয়া যাইবে।"

কে বলিবে আজ এই পরিচারিকার কথা শুনিতে শুনিতে রাণীর অন্তরে কি অপূর্ব্ব ভাব বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল! তাঁহার নিকট ধনৈশ্বর্য্য ও সংসারের সুখ নিতান্তই অসার বলিয়া মনে হইল। তিনি শ্রীহরির প্রেমের জন্য আকুল হইয়া উঠিলেন। পরিচারিকাকে কহিলেন—

"আজি হইতে গুরু করি তোমারে মানিনু।
আজি হৈতে বিষয়ের সুখ তেয়াগিনু॥
কৃষ্ণ প্রেমধন লাগি জীবন সঁপিনু।"

রাণীর নিভৃত মর্ম্মস্থান যেন প্রেমের একটি উৎস ছিল। এতদিন বিষয়ের পাষাণ চাপা ছিল বলিয়া উৎস হইতে প্রেমধারা উৎসারিত হইতে পারে নাই। আজ পরিচারিকার মায়ামন্ত্রে এই বিষয়ের

পাথরখানি সরিয়া গেল। রাণীর হৃদয়ের প্রেম বাহিরে প্রকাশিত হইয়া পড়িল। তিনি হরিগুণ গান করিতে করিতে প্রেমে আকুল হইয়া উঠিলেন। ইহার পর রাণী প্রেমের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া, শ্রীহরির মনোমোহন মূর্ত্তিদর্শন করিলেন। তাঁহার হৃদয়ের প্রীতি উচ্ছসিত হইয়া উঠিল। তিনি শ্রীহরির পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিলেন।

অতঃপর রাজা মাধব সিংহ রাজকার্য্যোপলক্ষে কাবুলে গমন করিলেন। বিশ্বাসী দেওয়ান রাজার প্রতিনিধি হইয়া রাজ্যের সকল কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। এখন আর রাণীর হাতে কোনও কাজ নাই, তাঁহার সাধন ভজনে বাধা দিবারও কেহ নাই। রাণী নিরন্তর অসীম সুন্দর হরির সৌন্দর্য্যে ডুবিয়া প্রেমানন্দ সম্ভোগ করিতে লাগিলেন।

অবশেষে রাণী শ্রীহরির প্রেমে একেবারে আত্মহারা হইয়া গেলেন। আপনার স্বর্ণখচিত বসন ও রত্নাভরণ দূরে রাখিয়া সামান্য বেশ পরিধান করিলেন। তিনি জাতির বন্ধন ছিন্ন করিলেন। অন্তঃপুরের অবরোধের মধ্যেও আর বদ্ধ থাকিতে পারিলেন না। রাণী রাজমহিষী হইয়াও সকল শ্রেণীর ভক্ত বৈষ্ণবদিগের সঙ্গে মিলিত হইয়া হরিগুণগান ও হরিনামামৃত পান করিতে লাগিলেন। এই সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া দেওয়ান অতিশয় বিরক্ত হইলেন। তিনি রাণীকে বলিয়া পাঠাইলেন—"আপনি রাজরাণী হইয়া একি করিতেছেন? কেন অন্তঃপুরের পর্দ্দা দূর করিয়াছেন? আপনি রাজরাজেশ্বরী, আপনার পক্ষে কি এ সকল শোভা পায়?"

দেওয়ানের কথার উত্তরে রাণী কহিলেন—"এখন আর আমি রাণী নহি, আমি শ্রীহরির দাসী। তাঁহার খাতায় দাসী বলিয়া নাম লিখাইয়াছি। হরির প্রেমে আমার জাতি মান সকলই চলিয়া গিয়াছে। একমাত্র হরিকে পাওয়া ভিন্ন আমার আর কোন অভিলাষ নাই।"

আমরা এ স্থানে "ভক্তমাল" গ্রন্থ হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি:—

"দেওয়ান রাণীর স্থানে কহে দাসী পাঠাইয়া।
পরদা ঘুচালে কেন রাজরাণী হৈয়া॥
রাণী কহে রাণী আর না কহিও মোরে।
দাসী নাম লিখে দিনু যুগলকিশোরে॥
জাতি পাতি তেয়াগিনু বৈষ্ণব সমাজে।
চতুর্ব্বর্গ তেয়াগিনু হরিপ্রেম মাঝে॥
জীবনের আশা তেয়াগিনু তাঁরে পাইবারে।"

দেওয়ান সমস্ত কথা রাজার নিকট লিখিয়া পাঠাইলেন। রাজা পত্র পাঠ করিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন। তাঁহার পুত্র প্রেম সিংহ সঙ্গে ছিল, তাহাকে কহিলেন—"তুমি ত্বরায় তোমার জননীর নিকট গমন কর। তাঁহার এমন দুর্ম্মতি কেন হইল? কেন তিনি অন্যায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন? তিনি যে পথে চলিয়াছেন, তুমি জয়পুরে গমন করিয়া

তাঁহাকে সে পথ হইতে ফিরাও। নচেৎ তিনি রাজরাণী হইলেও তাঁহাকে কঠিন শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।"

প্রেমসিংহ জানিতেন, তাঁহার জননী এখন আর মর্ত্ত্যের মানবী নহেন, তিনি ভগবানকে লাভ করিয়া এবং তাঁহার প্রেমে আত্মহারা হইয়া স্বর্গের দেবী হইয়াছেন। তাঁহার পক্ষে অন্তঃপুরে রুদ্ধ থাকার আর কোন প্রয়োজন নাই, তাঁহার ন্যায় প্রেমময়ী দেবীর জাতি পাতির বিচার করিবারই বা আবশ্যক কি? প্রেমসিংহ—

"পিতারে কহয়ে এত বুঝিলাম ভাল।
মাতা মোর তিনকুল উদ্ধার করিল॥
কৃষ্ণ বৈষ্ণবের সেবা ব্রত ধরিয়াছে।
ইহা বিনা জগতে কি অন্য আর আছে॥
প্রেমসিংহ কৃষ্ণভক্ত সাধুর মত কহে।
রাজা বিপর্য্যয় বুঝি ক্রোধানলে দহে॥"

প্রেমসিংহের কথা শুনিয়া রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং পুত্রকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। তাহার পর তিনি স্বয়ং রাণীকে হত্যা করিবার জন্য স্বরাজ্যে গমন করিলেন এবং—

"গৃহে যাইয়া মন্ত্রীসহ পরামর্শ কৈল।
হঠাৎ স্ত্রীহত্যা করা উচিত নহিল॥
বৃহৎ যে ব্যাঘ্র আছে পালা পেঞ্জরাতে।
তাহা লৈয়া ছাড়িদিল রাণীর গৃহেতে॥"

কিন্তু রাণী শ্রীহরির চরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। তাঁহার জীবন এখন ত আর নিজের নয়। শুধু জীবন কেন? এখন তাঁহার সমস্তই ভগবানের, ভগবানই তাহার সর্ব্বস্ব ভগবান্ যদি তাঁহাকে রাখেন ত রাখিবেন, মারেন ত মারিবেন। সেজন্য তাঁহার কোন চিন্তাই নাই। তাই তিনি বাঘ দেখিয়া ভীত বা সঙ্কুচিত হইলেন না। রাজার ভয়েও তিনি শ্রীহরির প্রেম ত্যাগ করিতে পারিলেন না, বরং সেই ভয়হারী হরির স্বরূপের মধ্যে ডুবিয়া গিয়া মধুরকণ্ঠে হরিগুণগান করিতে লাগিলেন। ভক্তমাল গ্রন্থের লেখক লিখিয়াছেন, ব্যাঘ্র রাণীর কোনই অনিষ্ট করিল না, বরং সেই বনের বাঘও "কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি উঠি নাচিতে লাগিল।"

এ রকম অসম্ভব কথা কে বিশ্বাস করিবে? রাণীকে বাড়াইবার জন্য এটুকু যে লেখক কল্পনা করিয়া লিখিয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যাহা হউক, রাজা এই ঘটনায় স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তিনি এখন রাণীর ভক্তির মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিলেন।

রাণীকে দেবী বলিয়া তাঁহার মনে হইল। তিনি রাণীর গুণগান করিতে লাগিলেন। এইবার সময় বুঝিয়া সাধ্বী নারী স্বামীকে কহিতে লাগিলেন—

"মহারাজ, আমি তোমার নিকট কি অপরাধ করিয়াছি? কেন আমাকে ত্যাগ করিয়াছ? কেন আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছ? সংসারে শ্রীহরির প্রেমের তুল্য আর কোন্ সামগ্রী আছে? আমি সেই প্রেম লাভ করিয়াছি, ইহাই কি আমার অপরাধ? না মহারাজ! এজন্য আমি

অপরাধিনী নই। আমার বড় সাধ, তুমিও আমার মত হরির প্রেম লাভ করিয়া কৃতার্থ হও।"

অতঃপর আরও একটি আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিল। তখন রাজা স্বামী হইয়াও পত্নীর চরণতলে পতিত হইয়া বলিতে লাগিলেন —"রাণী, তুমি ভগবানের প্রেমলাভ করিয়া দেবী হইয়াছ। আমি তোমারই শরণাপন্ন হইতেছি। তুমি আমার প্রতি সদয় হও।"

ঈশ্বরের প্রেমলাভ করিলে নারী যে যথার্থই দেবী হয়, তাহা এই রাণীর কাহিনী পাঠ করিয়া বুঝিতে পারিতেছি। ভগবৎ প্রেমের স্থানই নারীর সুকোমল ও সুপবিত্র হৃদয়। সেই জন্য নারী যখন প্রেমের তৃষ্ণায় আকুল হইয়া সাধন আরম্ভ করেন, তখন সহজেই নারীর অন্তরে প্রেম উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। দুঃখের বিষয় যে এ দেশের নারীদিগকে এখন আর ঈশ্বরের প্রেমলাভ করিবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল দেখিতে পাই না। এজন্য প্রাচীন কালের ভক্তিমতী ও প্রেমময়ী নারীদিগের জীবন-কাহিনী আলোচনা করা প্রয়োজন। তাই আজ একটী ধর্ম্মশীলা নারীর আখ্যায়িকা বামাবোধিনীতে প্রকাশ করিলাম।

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত।

আদান-প্রদান।

সেদিন রবিবার। স্কুলের ছুটি। গাড়ী-বারাণ্ডায় মিত্রবাড়ীর জুড়িগাড়ী—দরজার নিকট হাতে সোণার তাগা, গলায় হার, তসরের সাড়ীপরা দাসী অপেক্ষা করিতেছিল। গৃহকর্ত্রী বেশভূষা করিতে ছিলেন। রায়দের বাড়ী তাঁহার নিমন্ত্রণ।

গাড়ীবারাণ্ডার সম্মুখের দালানে দাঁড়াইয়া গৃহস্বামীর বিনয় ও বিপিন নামে পুত্রদ্বয় ঘোড়ার মস্তক হইতে পুচ্ছ পর্য্যন্ত সর্ব্বাঙ্গের সমালোচনা সমাপ্ত করিয়া সবে মাত্র তকমা আঁটা সহিস কোচম্যানের প্রতি মনোযোগী হইয়াছে—এমন সময়ে মায়ের পরিচিত চাবী ও চুড়ীর শব্দে সোৎসুক নেত্রে ফিরিয়া চাহিল। মা কাছে আসিয়া ছেলেদের আদর করিয়া বলিলেন —"আজ তিনটার সময় তোমাদের মামার বাড়ী নিমন্ত্রণ আছে—মনে আছে ত? বিকেলবেলা সেখানে যেও, ফিরো তোমাদের নিয়ে যাবে।"

গাড়ী চলিয়া গেল। বিনয় ও বিপিন একদৃষ্টে সেইদিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। যখন অশ্ব খুরোত্থিত ধুলিরকণাটি পর্য্যন্ত শূন্যে বিলীন হইয়া গেল তখন বিনয় বিপিনের দিকে চাহিয়া বলিল "মা বেশ! —না ভাই?" বিপিন ঘাড় নাড়িয়া দাদার কথায় সম্মতি জানাইয়া পায়ের কাছে যে কাশ্মীরি লোমশ বিড়ালটি ছিল সেইটির সহিত খেলা আরম্ভ করিয়া দিল।

বিনয় বলিল "আচ্ছা ভাই কি করলে মাকে খুব খুসী করা যায় বল দেখি? এই দেখ আমাদের আজ ছুটির দিন বলে মা নরেন দাদাদের বাড়ী যেতে চাইছিলেন না,—নরেনদাদা কত রাগ করলেন, তাই ত গেলেন,—আচ্ছা ভাই মা আমাদের খুব ভাল বাসেন, না?" বিপিন হাসিয়া মাথা হেলাইয়া সম্মতি জানাইল। মাকে খুসী করিবার জন্য বিনয়ের মনে একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিল. সে বলিল "দেখ বিপিন মেনিটার লোমগুলো বড় বড় হয়ে গেছে. ওর লোমগুলো ছাঁটিয়ে দিতে হবে। কই বাবাত কোন বন্দোবস্ত করলেন না—তো'র মনে আছে সাহেবদের ছেলেরা সব তাদের কুকুর গুলার ঘাড়ের চুল ছোট করে সামনের দিকের চুল একটু খানি বড় রেখে কেটে, ফিতের 'বো' দিয়ে সঙ্গে আনে, তাদের কেমন সুন্দর দেখায়? আচ্ছা—ঘোড়ার চুলকাটা কাঁচিটা এনে আমরা যদি ওর চুল কেটে দিই তা হলে কি হয়? আমার বোধ হয়—মা তাহলে খুব খুসী হন, নয় ভাই? এই প্রস্তাবই বিপিনের অত্যন্ত মনোমত হইয়াছিল।

শূন্য আস্তাবল অন্বেষণ করিয়া কাঁচি মিলিল। নিজেদের প'রতাক্ত দুধটুকু দ্বারা উদরপরায়ণ মেনুকে সহজেই বশীভূত করা হইল, বাকি এখন 'ফ্যাসান' নির্ব্বাচন করা। আস্তাবলের একটি নিভৃত কোনে মেনিকে বসাইয়া দুই 'পাকা' নাপিতে এ বিষয়ে পরামর্শ চলিতে লাগিল।

বিপিন বলিল ও বছর পাশের বাড়ীর সাহেবের কুকুরের লেজের দিকে থেকে গলার দিক পর্য্যন্ত ছোট ছোট করে চুল কাটা হয়েছিল—মাথাটা বেশ ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া ছিল, এর কিন্তু দাদা তা'হবে না, —সকলকারই একরকম হওয়া ভাল নয়।"

বিনয় বলিল "তা সত্য—মা বলেন ফ্যাসান রোজ বদ্লান ভাল. দেখ না কেন, আমাদের পোষাক, জুতা, জামা, সবই ত বছর বছর বদলান হয়। ফেরিওয়ালারা যে সব জিনিষ বেচ্‌তে আসে, বলে দেখনি 'এ আপনার দেখ্‌লেই পছন্দ হবে— একেবারে নুতন ফ্যাসান'। আমার বোধ হয় নুতন রকম করে মেনুর চুল কেটে দিলে মা খুব বেশী খুসীই হবেন।" বিপিন হাতের মারবেলটা তাড়াতাড়ি পকেটে ফেলিয়া আনন্দে করতালি দিতে দিতে বলিল—"ঠিক্ ঠিক্—এবার মাথার দিক থেকে পিঠের নিচে পর্য্যন্ত খুব ছোট ছোট কোরে কেটে দেওয়া যাক্ এসো—আর লেজটা খুব ফুলো থাক্‌বে মাথার চুল বা—বড়—তা কাট্‌তে খুব কষ্ট হবে—তা'হো'ক মেনুকে তো ভাল দেখান চাই?"

দুইজনে পর্য্যায় ক্রমে মেনুর চুল কাটিয়া দিতে আরম্ভ করিল। আহার লোলুপ মেনি সৌন্দর্য্য বোধে একেবারেই অজ্ঞ। সে কোন আপত্তাই জানাইল না। কাঁচিখানি বেশ্ ভারী, পরিশ্রম বড় অল্প হইল না। তবুও কার্য্যে উৎসাহের অন্ত ছিল না। অর্দ্ধেক চুল ছাঁটা হইয়াছে এমন সময় বাড়ীর ভিতর হইতে ক্ষীরোর

ডাক শুনিতে পাওয়া গেল। বিপিন কার্য্য ছাড়িয়া এক মুহূর্ত্তে লাফাইতে লাফাইতে আস্তাবল হইতে বাহির হইয়া গেল, কিন্তু বিনয় উঠিল না—অত্যন্ত গম্ভীর মুখে বাহিরের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

ফিরিয়া আসিয়া বিপিন বলিল "চল দাদা! ক্ষীরো আমাদের পোষাক পরতে ডাকচে। বড় মামা একটা কাঙ্গারু কিনে এনেছেন—সেটাকে দেখ্‌তে যেতে হবে। আর সেজ মামার সেই হরিণবাচ্ছাটির গায়ে আজ আমি হাত বুলিয়ে দেব আজ কখনও ভয় করব না—ওঠো দেরি হয়ে যাচ্ছে যে?"

ঘৃণাপূর্ণ অবজ্ঞার দৃষ্টিতে বিনয় কনিষ্ঠের দিকে চাহিয়া বলিল—"তা'ত সব বুঝ্‌লুম। কিন্তু আমরা যদি এখন চলে যাই তাহলে মেনির চেহারাতো এই রকমই থেকে যাবে—মা দেখে কি বল্‌বেন সেটা একবার ভাবা হয়েচে কি?" বিপিন বলিল—"বড়মামা আমাদের আজ মাদ্রাজি আমসত্ব খেতে দেবেন—আর নূতন রকম লজেঞ্জুস দেবেন বলেছেন—কমলামধুরও নয়, পিপারমেণ্টেরও নয়, একেবারে নূতন—স্বদেশী!"

প্রলোভিত দ্রব্যের মিষ্টতার কল্পনা মাত্র বিনয়ের রসনাও একটুখানি সরস হইয়া আসিয়াছিল, তবুও সে অবিচলিত কণ্ঠে বলিল "তাহলে তুমি মার জন্যে তোমার আমসত্ব আর লজেঞ্জুসের লোভ ছাড়তে পারবে না? বেশ, তুমি যাও!"

বিপিন ফিরিয়া আসিয়া মেনিকে ধরিল "নাও শীগ্‌গির্ শীগ্‌গির কাট আমি বেশিক্ষণ থাক্‌তে পার্‌ব না কিন্তু!"

বিনয় গম্ভীর মুখে বলিল "মাকে খুসী কর্‌বার জন্যে আমরা একাজ কচ্চি। আমি ত একলা পার্‌ব না, ওকে ধ'রে না থাক্‌লে ও উঠে পড়বে। তুমি যদি মাঝখানে চলে যাও তাহলে সমস্তই মাটি হয়ে যাবে, ভালত হবেই না বরং বিশ্রী হবে। মনে করেছি আজ থেকে ওকে বাবার সঙ্গে সকালবেলা বেড়াতে পাঠাব, তা ও যেতে পারবে না মাও খুসী হবেন না, বরং রাগ করবেন। মামার বাড়ী যেতে কি আমারও ইচ্ছে করে না? কিন্তু মাকে খুসী করা সব চেয়ে আগে!" বিপিন বলিল "সেজমামা আজ আমাদের একটা করে টাকা দেবেন বলেছিলেন তা দিয়ে ঘুড়ী আর লাটাই কিনতুম, হীরালালের লাটাইটা খুব ভাল আর প্রকাণ্ড। সুতোতেও খুব বেশী জোরে মান্‌জা দেওয়া—কট্ কট্ করে ঘুড়ী কেটে যায়!" বিনয়ের মনের কথা মনেই ছিল। সে কল্পনা নেত্রে মায়ের প্রসন্ন-স্নেহ-হাসা-মণ্ডিত মুখচ্ছবি চিন্তা করিয়া লোভ দমন করিল। অগত্যা দুঃখিত চিত্তে বিপিন ক্ষীরো ঝিকে জানাইয়া আসিল তাহারা আজ আর মামার বাড়ী যাইবে না। মেনির গায়ে হাত বুলাইয়া আরম্ভ করিয়া বিনয় বলিল "চুপকরে থাক্, লক্ষী মেয়ে! নড়লে খারাপ হয়ে যাবে। দেখ্‌বে তখন তোমায় কত সুন্দর দেখাবে।" বিপিন নত হইয়া

জুতার ফিতাটা ভাল করিয়া বাঁধিয়া লইল, কারণ অবাধ্য চক্ষু দাদার সম্মুখেই বন্যা নামাইতে প্রস্তুত! মনে মনে আপনাকে তিরস্কার করিল "ছিঃ বেটাছেলে কাঁদ্তে নেই, বাবা কখনও কাঁদেন না।" সজোরে ওষ্ঠ দংশন করিয়া জামায় নাক রগড়াইয়া সে অত্যন্ত মনোযোগের সহিত দাদার সাহায্যে অগ্রসর হইল। বিনয়ও মেনির উপর অত্যন্ত মনোযোগী হইয়া একটুখানি মুখ ফিরাইয়া রহিল—দুজনেই বুঝিল দুজনের দুর্ব্বলতা দুজনের নিকট অজ্ঞাত রহিয়া গেল।

অনেক পরিশ্রমের পর কার্য্য শেষ হইল। স্তুপাকৃতি কর্ত্তিত কেশ মেনির দেহচ্যুত হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। ছাড়া পাইয়াই মেনি একদৌড়ে বাগানে গিয়া উপস্থিত! বিনয় ও বিপিন আনন্দে চিৎকার করিতে করিতে তাহার অনুসরণ করিল।

বাগানে ঘাসের উপর শুইয়া হাত পা ছুঁড়িয়া আনন্দের প্রথম আবেগটা উপশমিত হইলে তাহারা ক্ষুধা অনুভব করিল।

সেই সামান্য কার্য্যটিতে কত সময়ই লাগিয়াছে? ঘামে জামা কাপড় পর্য্যন্ত ভিজিয়া গিয়াছে। অনভ্যস্ত হস্তে কাঁচি ধরিয়া এখনও হাত হইতে ঘাড় পর্য্যন্ত টন্ টন্ করিতেছিল। বিনয় বলিল "ওঃ! এত সময় যে লাগ্বে তা আমি আন্দাজই কর্ত্তে পারিনি। কিন্তু কি বল ভুলোটাকে খুব সুন্দর দেখাচ্চে না?" বিপিন একটু খানি সন্দিগ্ধভাবে উত্তর দিল "আমার যেন মনে হচ্চে এর চেয়ে আর বছরেই ভাল দেখিয়ে ছিল।" "পাগল আর কি, সে রকমত সব কুকুরকেই দেখায় এ আমাদের মেনুরাণী ওকে তো আলাদা হতে হবে, সে আর নতুন কি?" "তা সত্যি! আচ্ছা চলনা কেন ক্ষীরোকেই জিজ্ঞাসা করা যাবে—ক্ষিদেও যে পেয়েছে।"

দুজনে গৃহাভিমুখে দৌড়াইল পশ্চাতে মেনুও ছুটিতে ভুলিল না। ক্ষীরোদা দালানে পা ছড়াইয়া বসিয়া সলিতা পাকাইতে ছিল, সহসা বিকট্টস দর্শন মেনি যখন তাহার কোড়ে লাফাইয়া পড়িতে গেল সে আতঙ্কে চিৎকার করিয়া উঠিল "ওরে বাপ্‌রে এটা আবার কি গো।" ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিয়া দুঃখে ক্রোধে নিশ্চল ভাবে সে মেনির প্রতি চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মুখে বাক্য নিঃসরণ হইল না।

বিনয় গর্ব্বিত ভাবে বলিল "এ আমরা নিজেরাই করেচি—'শ্যাম টহলও' করেনি কেউ-ই করে'না। আর জান চুল কাট্‌বার সময় মেনুকে একবারও লাগিয়ে দিই নি।" "খুব করেচ, মা ফিরে আসুক দেখিন তখন ভাল করে, টের পাবে আহা! অমন বেরালটা গা মা এতো ভাল বাসে, বাবুর সাথে সাথে ছায়া টুকুনের মত ফেরে, কাল ভিকু ওকে সাবান লাগিয়ে নাইয়ে দিয়েছে. এ কি পাহাড়ে দস্যি ছেলে পুলে গো, বাছার কি দুর্দ্দশাই করেচে, মরে যাই?"

বিনয় অত্যন্ত বিস্ময় পূর্ণ চোখে ক্ষিরোদার প্রতি চাহিয়া ঢোক গিলিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কেন তুমি কি ওকে সুন্দর দেখচ না?" হুঁ তা আর দেখ্‌চিনে? যা দেখ্‌চি তাতে হাস্‌ব কি কাঁদ্‌ব ভেবে পাচ্ছিনা, ওকি আর বেরাল আছে গা, ওকে এখন 'রাত ভিত্' দেখ্‌লে মানুষ ভয়ে ভিরমি যাবে।" স্তম্ভিত প্রায় কনিষ্ঠের স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া অস্ফুট স্বরে বিনয় বলিল "সরে এস বিপিন্, তাঁর ভাল লাগ্‌বে অখন, খাবার খেয়ে আমি ক্ষিরিকে বুঝিয়ে দেব ও বড় বোকা।"

বিনয়ের বাগ্মিতা ও সহস্র উদাহরণেও নির্ব্বোধ সৌন্দর্য্য জ্ঞানহীনা ক্ষিরোদা কিছুই বুঝিল না। তা নাই বুঝুক ছেলেদের মনঃক্ষোভ সেজন্য খুব বেশীক্ষণ স্থায়ী হইল না বরং তাহাকে কৃপাপাত্র ভাবিয়া একটু খানিঁ করুণার চক্ষেই তাহারা চাহিয়া দেখিল অশিক্ষিত পল্লি-গ্রামবাসিনীর রুচির কি সংকীর্ণতা?

অস্তগামী সূর্য্যের গোলাপী আলোয় আপাদ মস্তক পুষ্প খচিত কামিনী গাছ-টায় হেলান দিয়া, বাগানের অপর প্রান্তে পুষ্পচয়নে ব্যস্ত ভ্রাতার দিকে চাহিয়া বিনয় বলিল "বিপিন্ শুনে যা।" হাতের মুঠা ভরা ফুল গুলা কোঁচার খুঁটে বাঁধিয়া বিপিন্ ছুটিয়া আসিল "মালা গাঁথ্‌বে দাদা? সুতো মান্‌জা দেওয়া যদিও-তা হোক্ এতেই হয়ে যাবে।"

বিনয়ের চঞ্চল চক্ষু ততক্ষণে নীল আকাশের মাঝে মাঝে যেখানে আবির মাখান রাঙা মেঘ খণ্ডে গিরিমালার চিত্র আঁকিতেছিল তাহার উপর ন্যস্ত হইয়াছিল। চোখ না ফিরাইয়া বিপিনকে বলিল "না আজ আর মালা গাঁথ্‌বোনা আচ্ছা অত গুলো পাখী সারবেঁধে কোথায় যাচ্চে বল দেখি? ওদের বোধ হয় স্কুলের ছুটি হয়েছে তাই বাড়ী যাচ্চে। এক, দুই, তিন, চার উঃ ও গুণে শেষ হবেনা।" উড্ডীয়-মান পক্ষীদলের উপর হইতে চোখ ফিরাইয়া বিনয় বিপিনের প্রতি ফিরিয়া চাহিল। বাগানের ঘাসের উপর বসিয়া বিপিন মেনির গলার মালতী ফুলের মালার জন্য সুতার মাপ লইতে লইতে বলিল "আচ্ছা দাদা মা যদি মেজুমনিকে দেখে খুসী না হন্?" বিনয়ের তরুণ হৃদয়ে নিরাশা সহজে স্থান লাভ করিতে পারে না, সে অবিচলিত কণ্ঠে উত্তর দিল" কক্ষণ না, মা নিশ্চয়ই খুসী হবেন্, তুমি দেখনা সব ঠিক হয়ে যাবে।

বিবাহ বাটী হইতে ফিরিতে কর্ত্তা ও গৃহিণীর অনেক রাত্রি হইয়া গিয়াছিল। গৃহস্বামী হেমবাবুর বন্ধু কন্যার বিবাহ। কাজেই লোক জনের আহার শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাকে অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। তাঁহারা যখন বাটী ফিরিলেন তখন কলিকাতার রাস্তা অনেকটা জনহীন হইয়া গিয়াছে। রাস্তার ধারের বড় বড় দোকান গুলার অধি-কাংশই বন্ধ হইয়া গিয়াছে। শয়ন গৃহে ছেলেরা আপনাদের নির্দ্দিষ্ট শয্যায় শয়ন

করিয়াছিল। পাশের ঘরে পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিবার জন্ম তাঁহারা প্রবেশ করিবার মাত্র মেনি তাহার অভ্যাস মত চিৎকার করিতে করিতে আসিয়া প্রভুর মনোযোগ আকর্ষণ করিল। তাহার সারা দিনের প্রাপ্য তখনও বাকি, কাজেই চিৎকারের মাত্রা কিছু অধিক হইয়া পড়িয়াছিল। গৃহিণী বিস্ময় বিস্ফারিত চক্ষে চাহিয়া ভীত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন "ওগো! দেখ দেখ! মেনির চেহারা দেখ? ধীরে ধীরে দরজা খুলিয়া জলের গ্লাশ হাতে ক্ষিরো ঝি ঘরে ঢুকিল। জলের গ্লাশটা টেবিলের উপর নামাইয়া রাখিয়া কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব মৃদুতর করিয়া বলিল "ছেলেদের কির্ত্তি! তারা আজ সারাদিন এই কম্মেই কাটিয়েচে, বিকেল বেলা মামার বাড়ী পর্য্যন্ত যাব বলেনি। আবার বলা হচ্চে মাকে খুসী করবার জন্যে করিচি। আমি তাদের হাজারো বার বল্লু যে মা খুসি হওয়া থাক্ এ দেখে গালে মুখে চড়াতে লাগবে—তা ও সব দস্যি ছেলে কি সে কথায় কান দেয়, বল্লে তুই পাড়াগেঁয়ে নোক—মুরুখু—তুই কি জান্‌বি—মা নতুন ফেসেয়ান ভাল বাসে, এতেই আবার বাবুদের গুমুর কত! ক্ষিরো যে অত্যন্ত রাগিয়াছিল তাহা তাহার কণ্ঠ স্বরেই ব্যক্ত হইতেছিল।

পিতা পদ লেহনে নিযুক্ত পোষিত জীবটিকে দেখিতেছিলেন, ক্ষিরোর কথা শেষ হইলে তিনি উঠিয়া দাড়াইলেন। পাজী গুলো! যত কিছু বলি না হতভাগারা একেবারে মাথায় চড়ে বসেছে, আজ তোদের মাথায় বেতের ছড়ি ভাঙব। অমন চমৎকার বেরালটা কত সখ ক'রে কিনেছি, সেটাকে একেবারে বানর বানিয়ে দিয়েছে!" মাতাও স্নেহপাত্রটির প্রতি চাহিয়াছিলেন, কিন্তু রামধনুর যেমন ক্ষণে ক্ষণে বর্ণের বিভিন্নতা ঘটে তাঁহার চক্ষে মেহুরও আকৃতি তেমনি ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তিত হইতেছিল। অত্যন্ত ক্রোধের সময়ও ক্ষিরো স্বীকার করিয়াছে "সুধু তোমায় খুসী করবার জন্যই তারা একাজ করেছে"। সপ্তাহ কাল ধরিয়া যে মাতুলালয়ের লোভনীয় উপহার ও স্পৃহনীয় গল্প তাহাদের একমাত্র আনন্দ ও আলোচ্যের বিষয় ছিল সেই পরম লোভনীয় নিমন্ত্রণের এই অবসর তাহারা স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিয়াছে সুধু তাহাদের স্নেহময়ী মাতাকে একটুখানি খুসী করিবার জন্য। সপ্তাহের ছুটিটায় তাহারা খেলার অবসর পায় না। সন্ধ্যা হইলে কতদিন ক্ষুন্ন মনে বলিয়াছে "এক্ষুনই সন্ধ্যা হয়ে গেল!" আহা বাছারা! মায়ের কানে শুধু ঐ দুইটি কথাই বাজিতেছিল "তোমায় খুসী করবার জন্যে।" ক্ষীরোদার অন্য কোন কথা তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করে নাই। সস্নেহে মেনীকে কোলের কাছে টানিয়া সকরুণ মিনতিপূর্ণ কটাক্ষে স্বামীর প্রতি চাহিয়া পত্নী বলিলেন "হাঁগা? আমার একটি কথা রাখবে?" স্বামী আশ্চর্য্যভাবে বলিলেন "কি?" "ছেলেরা ভাল ভেবেই একাজ করেছিল শুধু এবারকারমত

তাদের শাসনের ভার আমার উপর রাখবে কি?" স্বামী স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিলেন "অনায়াসে—বেশ ত! তুমি যা ভাল বোঝ কর। আমি জানি এসব বিষয়ে—এই ছেলেদের শাসন টাসন সম্বন্ধে—তোমাদের উপর ভার দেওয়াই ভাল। এসব বিষয়ে শুধু রাগ মেটাবার জন্যে মার ধর না করে তোমরা তাদের ভাল শাসনই করতে পার—মেয়েদের জন্যে ভগবান্ ঐ ক্ষমতাটি বিশেষ করেই দিয়েছেন।" স্ত্রী হাসিয়া কৃতজ্ঞ চক্ষে স্বামীর দিকে চাহিলেন।

আস্তে আস্তে শয়ন গৃহের দ্বার খুলিতেই ছেলেরা দৌড়িয়া আসিয়া মাতাকে জড়াইয়া ধরিল। তাহারা জাগিয়াই ছিল বাহিরে গাড়ী থামিবার শব্দের সহিত তাহাদের বক্ষের স্পন্দন শব্দও দ্রুততর হইয়া উঠিয়াছিল তবুও পিতার বিরক্তির ভয়ে চুপ করিয়া বিছানায় পড়িয়া দরজার দিকে সোৎসুক নেত্রে বার বার চাহিতে ছিল।

মা ছেলেদের কোলের কাছে টানিয়া লইয়া সস্নেহে তাহাদের ললাটে চুম্বন করিলেন" এখনও তোরা ঘুমুস্‌নি যে? ছেলেরা আনন্দোৎফুল্ল মুখে উৎসাহের সহিত তাহাদের সারাদিনের কাজের হিসাব দিলে, মা বলিলেন "তোমরা যে সারাদিন আমার কথাই ভেবেচ তাতে আমি ভারি খুসী হয়েছি।" ছেলেরা হাসিয়া মায়ের কোলে মাথা রাখিয়া বলিল 'তা আমরা জানতুম মা! ক্ষীরি এমনি বোকা সে কেবল কেবল বলছিল তুমি খুব রাগ করবে। সে যদি কিছু বোঝে, তা-ত্তী বোঝে সে। মা হাসিয়া ব'ললেন" কিন্তু আমি তোমাদের মা কি না? তাই আমার খু—ব বুদ্ধি আমি ঠিক্ বুঝ্‌তে পেরিছি।" মাতা পুত্রে ভক্তি স্নেহের আদান প্রদান হইয়া গেল। জগতে সকল কার্য্য সকলের বুঝিবার জন্য নয়, এমন অনেক বিষয় আছে যাহা চক্ষে দেখা যায় না, হৃদয় দিয়া শুধু অনুভব করা যায়।

শ্রীইন্দিরা দেবী।

বর্ত্তমান সমাজের উপযোগী স্ত্রীশিক্ষার বিষয় সমূহ।

এরূপ শিক্ষা তাহাদের জীবনে কার্য্যকরী হইতে পারে না, সুতরাং শিক্ষার শেষে কোন সুফলের আশা করা যায় না। এই পাঁচ বা ছয় বৎসরে বালিকারা বিদ্যালয়ে সাধারণতঃ কিছু বাঙ্গালা সাহিত্য, ভূগোল, অঙ্ক, ইংরাজী ও সেলাই শিখিয়া থাকে। বাঙ্গলা যাহা শিখে তাহাতে ভাষাজ্ঞান কিছুমাত্র হয় না। ভবিষ্যতে সুখ দুঃখের কথা জ্ঞাপন করিয়া পিত্রালয়ে বা স্বামীর নিকট পত্র লিখিবার শক্তিটুকু হয় এই মাত্র। সংসার যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য যতটুকু অঙ্কের আবশ্যক

তাহাও অনেক স্থলে বিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যের মধ্যে থাকে না এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যেও তাহা শিখিতে পারে না। কেবল মাত্র সেলাইটি কাজে লাগে।

ছাত্রীদিগের বৃত্তি পরীক্ষার নিমিত্ত যে সকল পাঠ্যপুস্তক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে প্রাথমিক শিক্ষার উপযোগী সমস্ত বিষয়ই সন্নিবিষ্ট আছে। বর্ত্তমানের নির্দ্দিষ্ট শিক্ষণীয় ও পাঠ্য বিষয় গুলি অধ্যয়ন সমাপ্ত হইলে বালিকাদের পাঠই জীবনের উপযোগী হইয়া কার্য্যকরী হইতে পারে। বিজ্ঞানের সরল ও মূলসূত্রগুলি শিখাইবার ব্যবস্থা থাকাতে বিশেষ উপকার হয়। স্বাস্থ্যরক্ষা ও শিশুপালন সম্বন্ধে একটু বিশেষ ব্যবস্থা করা আবশ্যক বলিয়া মনে হয়। স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মগুলি যদি বালিকাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয় ও অবশ্য পালনীয় বলিয়া অল্প বয়স হইতেই তাহাদিগের মনে ধারণা জন্মাইয়া দিতে পারা যায়, তবে তাহারা সেই গুলি পালন করিতে বিশেষ যত্নশীল হইবে ও পরে অভ্যস্ত হইয়া গেলে নিয়মগুলির সামান্যতম ব্যতিক্রমও সহ্য করিতে পারিবে না। বিদ্যালয় ত্যাগ করিবার অল্প দিন পরেই আমাদের বালিকারা জননীর পদবী লাভ করে, সুতরাং তাহাদিগের পক্ষে শিশু পালন সম্বন্ধীয় শিক্ষার ব্যবস্থা বাহুল্য বলিয়া মনে করা যায় না। স্বাস্থ্যরক্ষা ও শিশুপালনের সাধারণ নিয়মগুলি না জানা আমাদের দেশের শিশুগণের অকাল মৃত্যুর অন্যতম কারণ বলিলে বোধ হয় অত্যুক্ত হইবে না। জগতের জ্ঞান ভাণ্ডার স্বরূপ ইংরাজী ভাষা এক্ষণে আমাদের রাজভাষা। সাংসারিক এমন বিষয় প্রায় নাই যাহাতে ইংরাজী ভাষার কিছু না কিছু প্রয়োজন আছে। কত মহিলা অল্প স্বল্প ইংরাজী জানা বাঞ্ছনীয় মনে করেন ও না জানাতেও অসুবিধা ভোগ করিয়া থাকেন। সামান্য একটু ইংরাজী না জানাতে ঔষধ ভ্রমে মাতা সন্তানকে বিষ পান করাইয়া তাহার মৃত্যুর কারণ হইয়াছেন এরূপও শুনা গিয়াছে। বালিকাদিগের পাঠ্য তালিকায় এক্ষণে ইহাও সন্নিবিষ্ট হওয়া আবশ্যক। তাহাদের শিক্ষাকালের মধ্যে যে টুকু শিখান সম্ভব এবং ঐ সময়ের মধ্যে যে টুকু তাহারা শিখিতে পারে তাহাই পরম লাভ। এইরূপ অতি সামান্য শিক্ষা দ্বারা জ্ঞানালোচনার বিশেষ সহায়তা না হইলেও সাংসারিক বিষয়ে অনেক সহায়তা হইবে। শিক্ষা আরব্ধ হইয়া থাকিলে পরে তাহারা তাহাদের ইচ্ছা, রুচি ও প্রয়োজনানুসারে উন্নতি সাধন করিতে পারিবে।

শিক্ষা বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা এত অল্প কালের মধ্যে আমাদের সমাজের বালিকাদের প্রাপ্ত হওয়া নিতান্তই অসম্ভব। আবশ্যক হইলে সমস্ত বিষয়ই শিক্ষা করিয়া লইতে পারে এইরূপ ভাবে শিক্ষার সূত্রপাত হওয়া আবশ্যক। বালিকাগণের ভবিষ্যৎ সাংসারিক জীবনের প্রয়োজন সাধন সহজ ও তাহাতে অধিকতর উপযুক্ত করাই আমাদের বর্ত্তমান সমাজের

প্রাথমিক স্ত্রী শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। উপস্থিত ক্ষেত্রে ইহা অপেক্ষা অধিক কি আশা করা যাইতে পারে। বাল্য বিবাহ, অবরোধ প্রথা, অকাল মাতৃত্ব, একান্নবর্ত্তীত্ব প্রভৃতি কারণে বিবাহের পর বালিকাদিগের শিক্ষার পথ অধিকাংশস্থলে রুদ্ধ হইয়া যায়। চেষ্টা ব্যতীত শিক্ষোন্নতির অন্য উপায় থাকে না।

বালিকাদিগের অত্যল্প শিক্ষাকালের মধ্যে প্রদত্ত শিক্ষা এইরূপ হওয়া উচিত ও বাঞ্ছনীয় যে তাহা তাহাদের একান্ত প্রয়োজনীয় এবং তাহাদের জীবনে কার্য্যকরী হইয়া শিক্ষার সার্থকতা সম্পাদন করে। এইরূপ সফলতা দর্শন করিলে স্ত্রীশিক্ষার প্রতি সাধারণ লোকের অনুরাগ ও উৎসাহ সমধিক বর্দ্ধিত হইবে। বলা বাহুল্য, আবশ্যকতা স্বীকার করিলেও, এক্ষণে সমাজে স্ত্রী শিক্ষার প্রতি অমনোযোগী ব্যক্তির অভাব নাই। এই প্রণালীতে শিক্ষা প্রাপ্ত বালিকা বিদুষী বলিয়া গণ্য না হইলেও সে আপনার ভবিষ্যৎ জীবনের প্রয়োজনীয় বিষয় সমূহের শিক্ষা ও তদ্বিষয়ের একটা স্থূল ধারণা লাভ করিবে। বিবাহের বয়স বৃদ্ধি, এবং স্ত্রীর শিক্ষার প্রতি স্বামী অধিকতর মনোযোগী ও উৎসাহী না হইলে, আমাদের সমাজে স্ত্রী শিক্ষার সম্পূর্ণতার আশা করা দুরাশা। এক্ষণে সাধারণতঃ ১২।১৩ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে বালিকাগণের বিবাহ হয় না। ৬।৭ বৎসর বয়সে শিক্ষা আরম্ভ হইলেও বিবাহের পূর্ব্বে ৬। ৭ বৎসর শিক্ষার সময় থাকে। এই সময়ের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সাধারণ ভাবে শিক্ষা দেওয়া বোধ হয় নিতান্ত দুঃসাধ্য নহে।

১। সাহিত্য (গদ্য, পদ্য ও ব্যাকরণ)।

২। বিজ্ঞান (নির্দ্দিষ্ট সরল ও মুল সূত্র গুলি)।

৩। ইতিহাস (ভারত বর্ষের কিম্বা বঙ্গ দেশের)।

৪। ভূগোল।

৫। গণিত (পাটীগনিত ও শুভঙ্করী)।

৬। স্বাস্থ্য রক্ষা ও শিশু পালন প্রণালী। (শিশু পালন প্রণালী অবশ্য বয়ঃস্থা বালিকাদিগের জন্য)।

৭। ইংরাজী (এই সময়ের মধ্যে যেটুকু সম্ভব)

৮। শিল্প কার্য্য (সেলাই, রন্ধন, প্রভৃতি)।

৯। রেখাঙ্কন।

১০। পাক প্রণালী।

এই কয়টি বিষয় ৬। ৭ বৎসর ধরিয়া শিক্ষা পাইলে, সে শিক্ষা বোধ হয় নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর হইবে না। সাধারণতঃ গৃহস্থলী করিবার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট হইতে পারে।

পাক প্রণালী সম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষা না পাইলেও প্রায় সকল বালিকা ইহা আয়ত্ত করিয়া থাকে। ইহা শুধু মৌখিক উপদেশ দ্বারা বিদ্যালয়ে শিখান কঠিন এবং অসম্ভব। ভূগোল সম্বন্ধে কিছু জ্ঞানের আবশ্যকতা যে জন্য তাহাত দূরের কথা,

সংবাদ পত্র পাঠ কালেই বুঝিতে পারা যায় দেশ গুলির নাম পর্য্যন্ত অনেককে প্রহেলিকার মত বোধ করিতে দেখা যায়। ইতিহাস, দেশের পুরাকীর্ত্তি গুলির অমূলক কিম্বদন্তি দূর করিয়া ও তাহাদের সহিত প্রকৃতরূপে পরিচিত করিয়া বিস্ময় ও শ্রদ্ধাসঞ্জিত স্বদেশপ্রীতি আনয়ন করিবে এবং অতীত ঘটনার সহিত কল্পনার উদ্রেক করিবে। ইহা ব্যতীত অতীত কালের ভিন্ন ভিন্ন সময়ের আচার ও ব্যবহার, সামাজিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি বিবরণ জ্ঞাত হওয়া ইতিহাস অধ্যয়নের ফল তো আছেই। অঙ্ক, বাজারের জমা খরচ হইতে আরম্ভ করিয়া ধোপার হিসাব পর্য্যন্ত সংসারের দৈনিক সকল কাজেই আবশ্যকীয়। রেখাঙ্কন, উচ্চশ্রেণীর সাহিত্য ও কাব্য, সূচিকাব্য ও অন্যান্য অনেক কার্য্যে আবশ্যক হইতে পারে। ভাষা জ্ঞানের সহিত উচ্চ আদর্শ ও ভাব সমূহ হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া, উদার ও রুচি মার্জ্জিত করে। যদিও ১২।১৩ বৎসর বয়স্কা বালিকা সাহিত্য ও কাব্যের সর্ব্বপ্রকার উচ্চভাব গুলি ধারণা করিতে সমর্থা হয় না, কিন্তু ঐ সময়ের মধ্যে যাহাতে উচ্চ শ্রেণীর সাহিত্য চর্চ্চার স্বাদ প্রাপ্ত হইয়া, উহার প্রতি রুচি জন্মে এরূপ শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। নিতান্ত ন্যূন কল্পে ইহাই আবশ্যক, ইহার কোনটিই বাহুল্য বা নিষ্প্রয়োজনীয় নহে যে বর্জ্জন করা যাইতে পারে। এতদ্ব্যতীত অভিভাবকগণের রুচি অনুসারে বালিকাদিগকে কিয়ৎ পরিমাণে কণ্ঠ ও যন্ত্র সঙ্গীত, এবং ধাত্রী বিদ্যা প্রভৃতি ললিত কলা শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। প্রত্যক্ষ ভাবে ইহা সংসার যাত্রা নির্ব্বাহের পক্ষে অনাবশ্যক বিবেচিত হইলেও স্ত্রী শিক্ষার বহির্ভূত বিষয় বলিয়া স্বীকার করা যায় না। সাধারণতঃ এইরূপ ভাবে শিক্ষা প্রদত্ত হইলে বালিকাদিগের শ্রম ও সময় নষ্ট করাইয়া, ব্যর্থ মনোরথ হইয়া স্ত্রীশিক্ষার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। বর্ত্তমান সমাজের অত্যল্পকালে শিক্ষার অবসর প্রাপ্তা, অচিরে সংসার প্রবেশোন্মুখী বালিকাদের শিক্ষা, তাহাদের জীবনে কার্য্যোপযোগী হইয়া যাহাতে সফলতা ও সার্থকতা লাভ করে এবং ব্যর্থ শিক্ষার যাহাতে তাহাদের সময়ের অপকার না হইয়া আবশ্যকীয় শিক্ষা প্রাপ্ত হয় সেই দিকে দৃষ্টি রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। এই প্রণালীমতে শিক্ষিতা বালিকা ইচ্ছা ও চেষ্টা করিলে ভবিষ্যতে জ্ঞানোপার্জ্জনের পন্থা সুগম করিয়া লইতে পারিবে। উপযুক্ত পাত্রে পরিণীতা হইয়া স্বামী কর্ত্তৃক সুশিক্ষা লাভ করিয়াছেন এমন মহিলার অভাব নাই। বিদ্বান্ স্বামী তাঁহার সহধর্ম্মিণী ও সহযোগিনী ইচ্ছা করেন, ইহা বোধ হয় অস্বাভাবিক নহে। সন্তানগণের সুশিক্ষার নিমিত্ত মাতারও সুশিক্ষিতা হওয়া আবশ্যক। এইরূপ শিক্ষা প্রাপ্তা মাতা তাঁহার সন্তানগণের প্রাথমিক শিক্ষার ভার সুলভ গৃহ শিক্ষকের হস্তে অর্পণ না

করিয়া স্বয়ং অনায়াসেই গ্রহণ করিতে পারিবেন। কখন কাহাকে কি অবস্থায় পতিত হইতে হইবে, তাহার নিশ্চয়তা নাই। সমাজে এমন সহস্র সহস্র সহায়-সম্বলহীনা হতভাগিনী বিধবা আছে, যাহারা এক মুষ্টি অন্নের জন্য অপরের গলগ্রহ স্বরূপ হইয়া প্রতিদিন অকারণে বা সামান্য কারণে অবমানিত, লাঞ্ছিত ও তিরস্কৃত হইয়া জীবন দুর্ব্বহ মনে করিতেছে। তাহারা এইরূপ নির্দ্দিষ্ট শিক্ষাও প্রাপ্ত হইয়া থাকিলে, তদ্দ্বারা অনায়াসে শিক্ষা দান করিয়া সসম্মানে নিজের জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারে। এতদ্দ্বারা সমাজেরও একটি অভাব মোচন হয়। হিন্দুসমাজে শিক্ষয়িত্রীর নিতান্ত অভাব। অন্তঃপুরস্থা বালিকা বধূদিগের জন্য শিক্ষয়িত্রী আবশ্যক হইলে খৃষ্টীয় সমাজের মহিলা কিম্বা খৃষ্টীয় প্রচারিকা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। (অবশ্য আজকাল স্ত্রী-মহামণ্ডলের জন্য হিন্দু শিক্ষয়িত্রীর অভাব হয় না, পূর্ব্বের কথাই বলিতেছি।) ইহাতে অনেক স্থলে সুফল না ফলিয়া কুফলই ফলিত। সেই সকল শিক্ষয়িত্রীগণের মুখ্য উদ্দেশ্য খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার, এবং উপরি-উক্ত বিষয়গুলির শিক্ষাদানের যোগ্যতাও তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকের নাই। ক্রোসেট্, টাইটিং, স্ক্যাট্ল প্রভৃতি সেলাই কাজ, টুপি, মোজা, গেঞ্জী প্রভৃতি উলের কাজ, শেনীল, ক্রুয়েল, ড্রাগে, সলমা চুমকীর কাজ, কার্পেট প্রভৃতির কাজ, এই সব উচ্চ শ্রেণীর সূচীকার্য্য ও শিল্পকার্য্য, পরিচ্ছদ সীবন ইত্যাদি অনেকানেক শিল্পকর্ম্ম এবং রেখাঙ্কন, চিত্রাঙ্কন, সঙ্গীত, রন্ধন প্রভৃতি স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষণীয় অনেক বিষয় আছে। এই সকল শিল্পকার্য্য দ্বারা তাঁহারা গৃহের শোভা সম্পাদন করিয়া পরিবারবর্গের সহিত বিমল আনন্দ অনুভব ও সাংসারিক ব্যয়ের লাঘব করিতে পারেন। দুঃস্থ মহিলাগণ এই সমস্ত শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয় দ্বারা কিম্বা এই সকল শিল্পের শিক্ষাদান করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারেন। এই কার্য্যগুলির কোনটিই বর্ত্তমান সমাজের অনুপযোগী কিম্বা অননুমোদিত নহে। ইহা ব্যতীত টাইপ রাইটিং, শুশ্রূষা ও ধাত্রীকার্য্য প্রভৃতি দ্বারাও জীবিকা নির্ব্বাহ হইতে পারে। প্রায় প্রতি পল্লীতে বালিকাদিগের আশানুরূপ সুশিক্ষা হইতেছে না। প্রাথমিক স্ত্রীশিক্ষা কার্য্যকরী না হইলে স্ত্রীশিক্ষার সম্পূর্ণতার আশা করা বৃথা। বর্ত্তমান সমাজের অনুরূপ ও উপযোগী করিয়া ধীরে ধীরে স্ত্রীশিক্ষার উন্নতিকল্পে চেষ্টা করিতে হইবে, নতুবা হঠাৎ আমূল সংস্কার বা পরিবর্ত্তনের চেষ্টা নিষ্ফল হইবে। স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা সকলেই উপলব্ধি করিলেও বর্ত্তমান সমাজের উপযোগী করিয়া শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা না থাকাতে, হিন্দুসমাজের বালিকাদের শিক্ষার প্রকৃত উন্নতি এতদিন হইতে পারে নাই।

শ্রীউমাপ্রভা দেবী,
সুমিদ্দিয়া।

৺উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের জীবনী।

১৫ বৎসর বয়সে লিখিত রোমরাজ্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

চতুর্থ অধ্যায়।

রোমের চতুর্থ রাজা, আঙ্কস মার্শস।

১। আঙ্কস মার্শস পম্পিউলসের পুত্র ও নিউমার দৌহিত্র ছিলেন এবং মাতামহের ধর্ম্ম ও সত্যনিষ্ঠা অধিকার করিয়াছিলেন।

২। তিনি যুদ্ধে রোমুলসের প্রকৃতি অবলম্বন করতঃ তাবৎ শত্রু জয় করিয়া তাহাদিগকে অধীন করিলেন, রোমের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি করিলেন, টাইবর নদীর তটে আষ্টিয়া নামে প্রাচীর নির্ম্মাণ করিলেন এবং রোমনগর উচ্চ প্রাচীরে পরিবেষ্টিত করিলেন। এতদ্ভিন্ন তিনি কৃষি ও বাণিজ্য সম্বন্ধেও যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন।

৩। পরে তিনি ২৪ বৎসর রাজত্ব করিয়া আপনার শিশু সন্তানদ্বয়কে টার্কুইনিয়স প্রিস্কসের হস্তে সমর্পণ করিয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন। কিন্তু টার্কুইনিয়স বিশ্বাসঘাতক হইয়া আপনি সিংহাসন অধিকার করিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

রোমের পঞ্চম রাজা টার্কুইনিয়স প্রিস্কস।

১। টার্কুইন প্রথমতঃ গ্রীসদেশের অন্তঃপাতী করিন্থ নগরে বাস করিতেন। দেমারেটস নামক এক ধনবান্ বণিক্ তাঁহার পিতা ছিলেন।

২। টার্কুইনিয়া দেশ তাঁহার জন্মভূমি ছিল। উহার স্মরণার্থ, টার্কুইনস এবং দ্বিতীয় টার্কুইন হইতে পৃথক্ বলিয়া জানিবার জন্য প্রিস্কস, তাঁহার এই দুই নাম হয়।

৩। তিনি রোমানদের রাজ্যসীমা বহুদূর বিস্তৃত করিয়া টাস্কানী জয় করেন এবং রোমনগরকে নানা প্রকার সাধারণ হিতকর কীর্ত্তিস্তম্ভাদি দ্বারা সুসজ্জিত করেন। ঐ সকলের মধ্যে কতকগুলি অট্টালিকা অদ্যাপিও বিদ্যমান রহিয়াছে। সর্ব্বসাধারণের প্রীতিভাজন হইবার জন্য তিনি সেনেটর ও নাইটদিগের (ক) সংখ্যা বৃদ্ধি করেন।

৪। রোমীয় রাজাদিগের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথমে রাজদণ্ড, রাজমুকুট ও রাজপরিচ্ছদ ধারণ করেন এবং যানারোহণ করিয়া জয়োৎসব করিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন। (খ)

৫। টার্কুইনের সম্বন্ধে এক অদ্ভুত গল্প আছে। একদিন প্রধান দৈবজ্ঞ আয়স নোভিয়সের বিদ্যা পরীক্ষার নিমিত্ত তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে,

(ক) যোদ্ধ্‌ কুলীন। (খ) রোমানেরা কোন শত্রুকে জয় করিলে সেনাপতি তাহাকে যানের পশ্চাৎ বাঁধিয়া জয়ধ্বনি ও আমোদ প্রমোদ করিতে করিতে রোমে আনিতেন এবং তথায় ধুমধাম করিতেন। ইহাকে জয়োৎসব কহিত।

তিনি যাহা মনে করিয়াছেন তাহা হওয়া সম্ভব কি না? তাহাতে নোভিয়স দৈবলক্ষণ দ্বারা বিবেচনা করিয়া উত্তর করিলেন যে, হাঁ তাহা সম্ভব বটে। রাজা বলিলেন, কি বলিলে? আমি যে একখান ছুরিকা দ্বারা এই প্রস্তরস্তম্ভটি ছেদন করিব মানস করিয়াছি। দৈবজ্ঞ বলিল, সবলে আঘাত কর, মানস সফল হইবে। কথিত আছে, ভূপতি সে স্তম্ভ ছেদন করিয়াছিলেন। ইহাতে দৈবজ্ঞের খ্যাতি প্রতিপত্তি বৃদ্ধি হইল, এবং রোমানেরা তদবধি তাঁহাদিগের পরামর্শ না লইয়া কোন দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন না।

টার্কুইন লাটিনদিগের অনেক নগর অধিকার করিয়া, ইটালির মধ্যে লাটিনদিগের নাম লোপ করিয়াছিলেন।

৭। অঙ্কশ মার্শসের পুত্রদ্বয় টার্কুনিয়সের বধের নিমিত্ত দুই কৃষককে নিযুক্ত করেন এবং তাহাদিগের হস্তেই তিনি হত হয়েন। ইহাতে টার্কুইন যেমন অন্যায় করিয়া তাহাদিগের পিতার সিংহাসন অধিকার করেন, তাহার প্রতিশোধ পাইলেন।

৮। টার্কুইন ৮৪ বৎসর বয়সে এবং ৩৮ বৎসর রাজত্বের পর হত হয়েন।

৯। তাঁহার দুইটি সন্তান ছিল, তিনি তাহাদিগকে স্বীয় জামাতা সরভিয়স্ টলিয়সের হস্তে সমর্পণ করিয়া যান।

রোমের ষষ্ঠ রাজা সর্ভিয়স টলিয়স্।

১। লাটিন রাজ্যের মধ্যে কর্ণিকুলা নগর টার্কুইন জয় করেন। টলিয়স্ তথাকার রাজপুত্র।

২। তিনি টস্কান ও সিজেন্টিদিগকে পরাভূত করেন। প্রথমে তিনি রোমনগরবাসীদিগের অবস্থা পরিদর্শন করেন এবং প্রত্যেক ব্যক্তির ভূসম্পত্তির রাজস্ব নিরূপণ করিয়া দেন। ইহার পর পাঁচ বৎসরে একবার করিয়া নগরবাসীদিগের গণনা হইত এবং তাহাকে লষ্ট্রম গণনা বলিত।

৩। রাজ্যের নিয়ম সংশোধন ও রোমানদিগের সহিত লাটিনদিগের একতা স্থাপন, এই দুইটী তাঁহার রাজত্বের প্রধান কার্য্য।

৪। সর্ভিয়সের দুই কন্যা ছিল, জ্যেষ্ঠা অতি পবিত্রা ও শান্তচরিত্রা ছিলেন। কনিষ্ঠা তদ্বিপরীত, দুঃশীলা ও হিংস্রস্বভাবা ছিল।

৫। দুই টার্কুইনের সহিত তাহাদিগের দুই ভগিনীর বিবাহ হয়। কিন্তু পরিণয়ের অনতিবিলম্বে জ্যেষ্ঠ টার্কুইন ও কনিষ্ঠ টুলিয়া পরস্পরে মিলিত হইবার আশয়ে তাঁহাদিগের আপনাপন স্ত্রী ও স্বামীকে হত্যা করিল।

৬। তাহাদিগের এই মনোভীষ্ট সিদ্ধ হইলেই তাহারা টলিয়সকে সিংহাসনচ্যুত করিল। পাপপরায়ণা টুলিয়া নিহত পিতার মৃতদেহের উপর দিয়া আপনার যান চালাইতে আজ্ঞা দিয়াছিল।

৭। সর্ভিয়স ৪৪ বৎসর রাজত্ব করেন। টার্কুইন জ্যেষ্ঠ (সুপর্ব্বস) তাঁহার উত্তরাধিকারী হয়েন।

রোমের সপ্তম ও শেষ রাজা টার্কুইন স্থপর্ব্বস।

১। টার্কুইনের জন্ম বিষয়ে নিশ্চিত বৃত্তান্ত পাওয়া যায় নাই। কেহ কেহ তাঁহাকে টার্কুইন প্রিস্কসের পুত্র এবং অনেকে তাঁহাকে তাঁহার পৌত্র বলেন।

২। তিনি প্রজাদিগের উপর উপদ্রব ও বলপ্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং রাজার পরিবর্ত্তে অত্যাচারী শাসনকর্ত্তা হইয়া উঠিলেন।

৩। তিনি রোমের ক্যাপিটল নামক প্রসিদ্ধ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন। এই প্রাসাদ অতীব বৃহৎ এবং] উত্তরকালে রোমানদিগের মহত্ত্বের পরিচায়ক বলিয়া পরিগণিত হয়।

৪। স্থপর্ব্বসের পুত্র সেক্সটাস, কোলেটাইনস নামে এক রোমীয় ভদ্র যুবার পরম রূপবতী ও পতিব্রতা পত্নী লুক্রিসিয়ার সতীত্ব হরণ করাতে রাজ্যের সর্ব্বসাধারণ লোকে ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া রাজবংশের প্রতি বিদ্রোহী হইয়া উঠে। ইহা দ্বারাই রোমের স্বাধীনতার সূত্রপাত হয় এবং টার্কুইন বংশ একেবারে উচ্ছন্ন হইয়া যায়। (ক)

৫। টার্কুইন অতি অহঙ্কারী ও

(ক) লুক্রিসিয়া সৌন্দর্য্য অপেক্ষা সতীত্বের জন্যই অধিক বিখ্যাত ছিলেন। রাজপুত্র সেক্সটস এক দিবস তাঁহার বন্ধু কোলেটাইনসের মুখে তদীয় স্ত্রীর প্রশংসার কথা শুনিয়া উঁহাকে দর্শন করিতে গেলেন এবং তাঁহার অসামান্য রূপ-লাবণ্য নয়নগোচর করিয়াই কামমোহিত হইয়া স্থির করিলেন, ইহার সতীত্বনাশ না করিলে নয়। আর তিনি মনে করিলেন, আমি রাজপুত্র, কেহ আমাকে শাস্তি দিতে পারিবে না। এই ভাবিয়া ঐ দুরাচার অন্য এক রজনীতে লুক্রিসিয়াকে একাকিনী পাইয়া তাঁহার গৃহে উপনীত হইল। সে নির্লজ্জ হইয়া আপনার দুরন্ত রিপু চরিতার্থ করিবার কথা তাঁহাকে জ্ঞাপন করিল এবং দুরাশা-সুসিদ্ধির জন্য নানা হের কৌশল করিতে লাগিল। অসহায়া লুক্রিসিয়া কুলিশপাতসম তাহার বাক্য শ্রবণ করিয়া হতবুদ্ধি ও অচেতনপ্রায় হইলেন। পরে সাশ্রু-লোচনে ও গদগদ বচনে তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ও অনেক অনুনয় বিনয় করিতে লাগিল। দুরাত্মা কিছুতেই কর্ণপাত করিল না। বরং সহজে দুষ্টাভিপ্রায়সিদ্ধির প্রতিবন্ধকতা দেখিয়া করস্থিত তরবারি বাহির করিয়া বলিতে লাগিল "যদি তুমি আমার বাক্যে সম্মত না হও, এইক্ষণে তোমাকে কাটিব এবং এক নিদ্রিত ভৃত্যকে কাটিয়া তাহাকে তোমার পার্শ্বে রাখিয়া রাষ্ট্রমধ্যে তোমার অপবাদ ঘোষণা করিয়া দিব।" ভয়বিহ্বলা অবলা কি করিবে কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। দুরাত্মা তৎক্ষণাৎ তাঁহার উপর বলপ্রকাশ করিয়া তাহার মনোরথ সিদ্ধ করতঃ স্বস্থানে প্রস্থান করিল। লুক্রিসিয়া দারুণ আত্মগ্লানিতে তাপিতহৃদয় হইয়া প্রাতঃকাল অবধি অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। পরে স্বামী, শ্বশুর ও অন্যান্য বন্ধুগণকে আহ্বানপূর্ব্বক সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন এবং মৃত্যুই এক্ষণে তাঁহার পক্ষে শ্রেয় এই কথা উচ্চারণ করিয়াই এক শাণিত ক্ষুরধারে আপনার কণ্ঠচ্ছেদন করতঃ প্রাণত্যাগ করিলেন। উপস্থিত বন্ধু-গণের মধ্যে ব্রুটস্ এই ভয়ঙ্কর ব্যাপার দর্শন করিয়া শল্যবিদ্ধের ন্যায় হইলেন এবং লুক্রি-সিয়ার মৃতদেহ এক প্রকাশ্য স্থানে লইয়া গিয়া রাজবংশের দারুণ অত্যাচার বিষয়ে এরূপ অদ্ভুত বক্তৃতা করিলেন এবং স্বাধীনতা প্রাপ্তির জন্য সকলকে এ প্রকারে উৎসাহিত করিলেন যে, সকলেই তাঁহার প্রতি একান্ত

গর্ব্বিতস্বভাব ছিলেন, এই জন্য তাঁহাকে সুপর্ব্বস বলিত।

৬। অনন্তর টার্কুইন তাঁহার পুত্র সেক্সটসের পাপে সপরিবারে রোম হইতে দূরীকৃত হইলেন। তিনি ২৫ বৎসর রাজ্যশাসন করেন। পরে সিংহাসন পুনরধিকার করিবার মানসে অনেক বৃথা চেষ্টা পাইয়া টাস্কানিতে প্রাণ পরিত্যাগ করেন।

৭। রোমের রাজতন্ত্র ক্রমাগত ২৪৫ বৎসর চলিয়াছিল, পরে টার্কুইনের সঙ্গে তাহারও শেষ হইল। এই সময়ে রোমের চতুঃসীমা ৪০ মাইলের অধিক ছিল না বটে, কিন্তু রোমানেরা এরূপ দৃঢ় ও পরাক্রমশালী হইয়াছিল যে, ভবিষ্যতে তাহারা যে সকল অসাধারণ দুঃসাহসিক কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিল এই সময়েই তাহার উপযুক্ত হয়।

৮। মার্কশ জুনিয়স্ ব্রুটস্ রোমের একজন প্রধান ধনাঢ্য ভদ্র লোক ছিলেন। তাঁহার ঔরসে এবং টার্কুইন প্রিস্কসের দুহিতা টার্কুইনার গর্ভে জুনিয়স ব্রুটসের জন্ম হয়। এই মহাত্মাই লুক্রিসিয়ার স্বামী কোলেটাইনসের সহিত মিলিত হইয়া রোমের সম্পুর্ণরূপ রাজ্য পরিবর্ত্তন করেন।

অনুরাগী হইল, উচ্চৈঃস্বরে ভূয়োভূয়ঃ তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিল এবং তৎক্ষণাৎ রোম হইতে রাজবংশকে দূরীভূত করিবার জন্য সকলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল।

শিশুজীবন ও কিণ্ডারগার্টেন।

শিশুদিগকে বৃথা ভয় দেখাইলে নির্ভীক শিশুদিগকে যে ভীরু করা হয়, শুধু তাহাই নহে, উহা দ্বারা তাহাদের নানাপ্রকার পীড়া জন্মে; আর পর জীবনেও মানুষ পীড়িতাবস্থায় শয্যার চারি দিকে যত প্রকার উপদেবতার কল্পনা করিয়া ভীত ও কাতর হয়, তাহাও ঐ শিশুকালের ভয় হইতে উৎপন্ন হয়। সেই কারণে পিতা মাতা সাধ্যমত সন্তানদিগকে সাবধানে রাখিতে অবহেলা করিবেন না। ঝির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করিয়া নিজেরা যতদূর সম্ভব শিশুদিগের মানসিক উৎকর্ষ-সাধনের নিমিত্ত যত্ন করিবেন। ভয়ের পরিবর্ত্তে ছবির বই দেখাইয়া শান্ত ও বাধ্য করিতে বিস্মৃত হইবেন না।

শিশুর প্রথম বৎসর গাছে কুঁড়ি গজানর ন্যায়। উহা কেবল গাছ ফুঁড়িয়া উঠিয়াছে মাত্র। উহা এখন দিন দিন বাড়িতে ও শক্ত হইতে থাকিবে। কিন্তু সূর্য্যকিরণে উত্তমরূপে ফুটিয়া উঠিলে উহার যে কি প্রকার রূপ, আকার ও গন্ধ হইবে তাহা এখন বুঝা ভার। পরে শিশুর দ্বিতীয় বৎসরে স্নেহময়ী কৌতুকাবিষ্টা জননী জানিতে পারেন যে, ঐ শিশু কলির ভিতর একটী সুকোমল ও সুগন্ধ ফুল, কি একটী সুন্দর পদার্থ নিহিত আছে। সুতরাং

এখন হইতে পিতামাতার অতি সাবধানে চলিয়া ঐ অস্ফুটন্ত কলিটিকে উত্তমরূপে পুষ্ট করা কর্ত্তব্য। কেননা কচি শিশুকে শিক্ষা দিয়া উপযুক্ত মানুষ করা মুখের কথা নহে। তাহার পরজীবনের যত স্বভাব ও চরিত্র ঐ ভালমন্দ বাল্য-শিক্ষার উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করিবে।

প্রত্যেক শিশুই নিজ স্বভাবিগর্ভে অতি উচ্চ ও শ্রেষ্ঠ চরিত্রের বীজ বহন করে। ঐ বীজটী ভাল করিয়া দেখাও পিতামাতার কর্ত্তব্য। সুশিক্ষা দ্বারা ঐ অন্তর্নিহিত শক্তির উপযুক্তরূপে বিকাশ করিতে হইলে উহা ভাল করিয়া বুঝা একান্ত আবশ্যক। অন্তরের সমস্ত শক্তিকে উপকারী জানিয়া উহার কোন অংশ যাহাতে নষ্ট না হয় তাহাই করা প্রয়োজন। ইহাও স্মরণ রাখা উচিত যে, কোন আন্তরিক বৃত্তি অতি প্রবল হইলে তাহাকে দমন না করিয়া উহার যে বিপক্ষ বৃত্তিগুলি তেমন উৎকর্ষ লাভ করে নাই সেই গুলির উৎকর্ষ সাধন করিবার প্রয়াস পাওয়া উচিত। যে সকল শিশু চঞ্চল-প্রকৃতি ও দুর্দ্দান্ত এবং সর্ব্বদা সঙ্গীদিগের সহিত মারামারি করে, তাহাদিগকে ভয় দেখাইয়া শান্ত করিবার চেষ্টা করা অন্যায়। উহার পরিবর্ত্তে স্নেহ ও প্রেমের দ্বারা কোমল ভাবে তাহাদের কৃত কার্য্যের দোষ বুঝাইয়া দিলে আপনা হইতেই তাহাদিগের চরিত্রের ও স্বভাবের পরিবর্ত্তন হয়। কিন্তু অতি শিশুকালে যখন চরিত্রের কোন অঙ্গই পুষ্ট হয় নাই, কেবল উহার ভিত্তি মাত্র স্থাপিত হইয়াছে, তখন ঐ প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া অসম্ভব। এখন আমরা শিশুদিগকে শিক্ষা দিবার প্রথম উপায় কি তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিব। (ক্রমশঃ)

ভূত না মানুষ ?

একাদশ পরিচ্ছেদ।

এ সুন্দর পুরুষ কে ? এ কি চণ্ডদেব ?

এক দিন যখন রজনী দ্বিপ্রহর এবং অমাবস্যার অন্ধকারে দিক্‌দিগন্ত পরিপূর্ণ, হাজার হাজার নক্ষত্র একটীও ফুলকে হাসাইতে পারিতেছিল না, লতা নাচিতেছিল কিন্তু নীরবে ও বিষাদ সহকারে, এমন সময় একজন ভীষণাকৃতি লোক একটী বনের মধ্য দিয়া আস্তে আস্তে চুপে চুপে যাইতেছিল। একটী ইষ্টকনির্ম্মিত প্রাচীরের নিকট আসিয়া সে থামিল এবং সেই ইষ্টক-প্রাচীরের সন্নিকটে উপবিষ্ট হইয়া আস্তে আস্তে আগে একখানি তার পর আর একখানি, এইরূপ করিয়া ইষ্টক-প্রাচীর হইতে ইট খসাইতে লাগিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই একজন মানুষ যাইতে আসিতে পারে প্রাচীরের মধ্যে এরূপ একটী দরজা বাহির হইল। লোকটী ঐ দরজা

দ্বারা অপর দিকে আগমন করতঃ পুনরায় উপবিষ্ট হইয়া ঐ খসান ইটগুলি প্রাচীরের গাত্রে পূর্ব্ববৎ সংলগ্ন করিয়া দিল এবং ঐরূপ আস্তে আস্তে চুপে চুপে অন্য একটা ইষ্টকময় গৃহের ইষ্টক খসাইতে লাগিল। ঐ স্থানেও একটা দরজা বাহির করিয়া সে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল এবং অতি সুকৌশলে দরজাটি পুনরায় বন্ধ করিয়া দিল।

সেই গৃহে একজন সুন্দর পুরুষ বসিয়া জয়দেবের কবিতা কণ্ঠস্থ করিতেছিল। তাহার মুখ মলিন ও দক্ষিণ হস্তে ক্ষত-চিহ্ন বিদ্যমান ছিল। গৃহাগত ব্যক্তি তাহার সম্মুখে আসিয়া অবনত মস্তকে দণ্ডায়মান হইল। সুন্দর পুরুষ তাহাকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং শশব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি সর্দ্দার সিং, খবর কি? স্বর্ণপদক কি পাইয়াছ?"

সর।—"হাঁ পাইয়াছি।"

সুঃ পুঃ—"কৈ দাও।—তুমি আমাকে বাঁচাইলে। স্বর্ণপদকটীর জন্য আমি যে কি অসুবিধা ভোগ করিতেছি, তাহা তোমাকে কি বলিব?"

সর—"পাইয়াছি বটে, কিন্তু আনিতে পারি নাই।"

সুঃ পুঃ—"কেন? তাহাতে যে আমার বিশেষ আবশ্যক।"

সর—"সে পদক আমার হস্তগত হওয়ার পুর্ব্বেই নন্দকের হস্তগত হইয়াছিল। সুতরাং উহা নন্দকের নিকটেই রহিয়াছে।"

সুঃপুঃ—"নন্দকের নিকট হইতে কি বলপূর্ব্বক কাড়িয়া আনিতে পারিলে না?"

সর—"না। সে বীরসিংহের নিকট হইতে কে কাড়িয়া আনিবে?"

সুঃ পুঃ—"কেন চারি পাঁচ জন মিলিয়া চেষ্টা করিলেই ত আনিতে পারিতে।"

সর—"সে কাজটা কি ভাল হইত? নন্দককে কি অপমান করা উচিত?"

সুঃ পুঃ—"না, ভালই করিয়াছ। যদি আমি কখন ধরা পড়ি, তবে নন্দকের সাহায্যেই উদ্ধার হইব। যদি সে জানিতে পারে যে আমার লোকেরাই তাহার অপমান করিয়াছে, তবে সে আমার উপর অসন্তুষ্ট হইবে। সেই সঙ্গে সঙ্গে আমার রক্ষার উপায়ও তিরোহিত হইবে। নন্দক এখনও আমাকে ভালবাসে। নন্দক এখন কোথায়? সর্দ্দার সিং!"

সর—"নন্দককে সেইখানে বন্দী করিয়া রাখিয়া আসিয়াছি।"

সুঃ পুঃ—"সে কি সেই বনের ভিতর আবার একাকী প্রবেশ করিয়াছিল।"

সর—"হাঁ, কিন্তু সে একাকী নহে, তাহার সঙ্গে দেবদত্ত ছিল। সেও কম সাহসী নহে। নন্দককে সেই কূপসংলগ্ন পুকুরের পাড়ে বন্দী করিয়া রাখিয়া আসিয়াছি। সেখান হইতে সে কখনও বাহির হইতে পারিবে না।"

সুঃ পুঃ—"না পারুক, সে বড় দুঃসাহসী। সে নিজের প্রাণের মায়া রাখে না, বিশেষতঃ তাহার যে অদম্য উৎসাহ,

তাহাতে সে আমাদিগকে আবিষ্কার করিয়া ফেলিতে পারে।"

সর—"সেই জন্য তাহাকে আটক করিয়া রাখিয়াছি।"

সুঃ পুঃ—"গত বারেও ত তাহাকে ভূগর্ভে আটক করিয়া রাখিয়াছিলে, তাহাতেই বা কি ফল হইয়াছিল ?"

সর—"গত বার চন্দনীর মাতা নন্দককে মুক্ত করিয়া দিয়াছিল, এবার আর পারিবে না।"

সুঃ পুঃ—"এবারও চন্দনীর মাতা তাহাকে উদ্ধার করিবে। চন্দনীর মাতাকে ইহলোক হইতে অপসারিত করিতে আবার সচেষ্ট হও।"

সর—"হাঁ, তাহাই করা উচিত, সেই যত অনিষ্টের মূল।"

সুঃ পুঃ—"দেবদত্ত এখন কোথায় ?"

সর—"ওঃ, তাহাকে একেবারে যমের বাড়ী প্রেরণ করিয়াছি।"

সুঃ পুঃ—"বেশ করিয়াছ, সে আমার পরম শত্রু। সে তাহার স্ত্রীর জন্য না করিতে পারে এমন কাজই নাই।"

সর—"ব্যাটা সেই পদক দেখিবামাত্রই অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিল। আমার অনুচরেরা তাহাকে একেবারে যমালয়ে প্রেরণ করিয়াছে।

সুঃ পুঃ—"যাহা করিয়াছ, তাহা ভালই করিয়াছ কিন্তু—"

সর—"কিন্তু কি ? কাপুরুষেরাই পাপ করিতে ভয় পায়।"

সুঃ পুঃ—"তা ঠিক, সর্দ্দার সিং! কিন্তু দেখ সেই আহত হওয়ার পর হইতেই আমার মনে কি একটা ভাবের উদয় হইয়াছে। সে ভাবটা বোধ হয় অনুতাপ।"

সর—"অনুতাপ! অনুতাপের মত ক্ষুদ্র ভাব আর কিছুই নাই।"

সুঃ পুঃ—"দেখ সর্দ্দার সিংহ! আমার অতি মহৎকুলে জন্ম। আমার পিতার অতুল ঐশ্বর্য্য। আমার ভ্রাতাকেও লোকে কত প্রশংসা করে, কিন্তু সর্দ্দার সিং! কেবল এই পাপের জন্যই আমি মানব-চক্ষে ঘৃণার্হ হইব। নন্দকের মনেও হয়ত আমার উপর সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে।"

সর—"না, আপনার উপর নন্দকের মনে এ পর্য্যন্তও কোন সন্দেহের উদয় হয় নাই।"

সুঃ পুঃ—"সর্দ্দার সিংহ! এইরূপে লুক্কায়িত থাকিয়া আর জীবন বহন করিতে ইচ্ছা হয় না। যে দিন হইতে আমি নন্দকের হাতে আহত হইয়াছি, সেই দিন হইতেই আমার মনের ভাবান্তর হইয়াছে। দেখ, নন্দক এখনও আমার উপর কোনরূপ সন্দেহ করে নাই, হয়ত সে আমাকে কোন নিরপরাধ সাধু বলিয়া ভাবিতেছে।"

সর—"বেশ ত, আমরা ত তাহাই চাই।"

সুঃ পু—"এতদিন চাহিয়াছি বটে, কিন্তু এখন এ সব বড় ভাল বোধ হয় না।"

সর—"সকলেইত আপনার প্রশংসা করে।"

সুঃ পু—"আমি আর এ ধর্ম্মের আবরণে

আবৃত থাকিতে পারি না। আমার ইচ্ছা করে, নন্দকের নিকট আত্মপ্রকাশ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করি।"

এই কথা শ্রুত হইবামাত্র সর্দ্দার সিংহ দুই হস্তে কর্ণ আবৃত করিয়া পলকের মধ্যে উঠিয়া দাঁড়াইল। তৎকালে ঠিক তাহাকে ভূতের মতই দেখাইতেছিল। সে কহিল, এ কি বলিতেছেন কর্ত্তা মহাশয়! এ সর্ব্বনেশে কথা কি শুন্‌বার? আমরা যে পথে চলেছি ঠিক সেই পথেই চল্‌ব। এক চুলও নড়্‌বো না।"

সুঃ পু—আমরা শীঘ্রই প্রকাশ হইয়া পড়্‌ব।

সর—যদি প্রকাশ হয়েই পড়েন, তখন নন্দকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেই চলিবে। নন্দক আপনাকে নিশ্চয়ই ক্ষমা করিবে, কারণ সে অতিশয় বলবান্ পুরুষ। বিশেষতঃ সে আপনার পিতার অন্নেই আজন্ম প্রতিপালিত। কিন্তু চন্দনীর মাতা ও চন্দনী দুষ্ট ও নিমকহারাম, এইবার তাহাদিগকে ভালরূপে শিক্ষা দিতে হইবে যেন আর তাহারা কখনও এ রাজ্যের বায়ু বরুণ ভোগ করিতে না পারে। নন্দককে বন্দী করিয়াছি এবং দেবদত্তকে যমালয়ে প্রেরণ করিয়াছি। এই বলিয়া সর্দ্দার সিং সুন্দর পুরুষকে অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল।

এই ব্যক্তি যে নন্দকের পরিচিত সেই ভিষণাকৃতি ব্যক্তি, তাহা বোধ হয় পাঠক-পাঠিকাগণ অনেক পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছেন।

সর্দ্দার সিংহ যখন বহির্গত হয়, তখন অপর কক্ষ হইতে কে গাহিতেছিল—তাহার স্বর যেমন করুণ, তেমনি মর্ম্মস্পর্শী।

হায়রে অশোকের বনেতে সীতা কাঁদিয়া আকুল।
ভিজিল নয়নজলে বসন ভূষণ এলো চুল।

যে গাহিতেছিল, সে থামিয়া থামিয়া, কাঁদিয়া, কাঁদিয়া গাহিতেছিল। অতএব সে আবার গাইল—

তুমি নন্দনের আবহাওয়া
তুমি নন্দনের আবছায়ালো,
গাঁদা, যুই, বেলা, বেলি, তুমিত দিবেই ফেলি,
শরতে কি হরষিত বসন্তজায়া?

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅম্বুজা সুন্দরী দাস গুপ্ত, ঢাকা।

রত্ন বিসর্জ্জন।

(১)

একদা গো এক বিজন প্রান্তর
ভেদ করি চলে পথিক একা।
চলিছে চরণ পড়িছে লুটিয়া
কুঞ্চিত তাহার ললাটরেখা।

(২)

হৃদয় তাহার দিয়েছে ভাঙ্গিয়া
কি যেন কি এক বিষাদ এসে।
সুখভরা প্রাণ, শান্তিভরা হিয়া
গেছে যেন তারা কোথায় ভেসে।

(৩)

গড় গড় নাদে পড়িছে অশনি,
ঢালিছে জলদ অগাধ বারি।
নাহিক বিরাম দিবস রজনী,
সংহার মুরতি এসেছে ধরি।

(৪)

(আজি) নাহিক সূর্য্য আকাশের গায়,
নাহিক তারকা কচিৎ কোথায়,
নাহিক চাঁদিমা নীরব নিশায়,
গাহে শুধু ঝিল্লী বসিয়া হোথা।

(৫)

অন্ধকারে ভরা আকাশ ধরণী
কোথাও নয়ন কিছু না গলে।
পথ ঘাট সব গিয়েছে ডুবিয়া
দর দর ধারে বরষা-জলে।

(৬)

বারো বেজে গেছে ঘড়িতে তখন
অন্ধকারে নিশা সেজেছে বেশ।
দস্যু তস্করাদি আনন্দে মগন,
লুটিবে যে তারা দেশ বিদেশ।

(৭)

এ হেন নিশায় প্রান্তর বাহিয়া
চলেছে পথিক গৃহের পানে।
কে যেন তাহার আশায় চাহিয়া
রয়েছে বসিয়া ব্যাকুল প্রাণে।

(৮)

নাহি লক্ষ্য তার জীবনের পানে,
প্রতি পলে মৃত্যু করিতেছে ঠিক।
তার কাছে মৃত্যু কিছুই ত নয়,
গৃহে যে মরিছে অমূল্য মাণিক।

(৯)

চলিতেছে পান্থ ভাবিতেছে মনে—
"না জানি কপালে কি আছে আজ"।
বলেছে ডাক্তার "আজি এ নিশীথে
পড়িবে তোমার কপালে বাজ"।

(১০)

কত দিন হতে পথিকের নারী
রোগের শয্যায় দিয়াছে গা ঢালি,
স্বর্ণ প্রতিমার সকল শরীরে
কে যেন আসিয়া ঢেলেছে কালি।

(১১)

আপনার মনে চলেছে পথিক,
অন্ধকারে কিছু দেখা না যায়।
সহসা কি যেন বাজিল শরীরে
"কে ও" বলে পান্থ সমুখে চায়।

(১২)

সহসা সমুখে জলদগম্ভীরে
কে যেন হাঁকিল তুলিয়া স্বর।
চমকিত পান্থ প্রান্তরের ক্রোড়ে।
ছুটিল সে স্বর ভেদি' অম্বর।

(১৩)

"কি কাজ পথিক মোর পরিচয়ে
মোর নামে স্তব্ধ ধরার প্রাণী!
লুটে পুটে লই ধনীর সম্পদ,
লোকে বলে মোরে দস্যু ভবানী।"

(১৪)

লাফ্ দিয়ে দস্যু ধরিল পথিকে
টানিল তাহারে বুকের পানে!
নীরব নিস্তব্ধ দস্যুর কবলে
ভাবে পান্থ, 'হরি, রাখ হে প্রাণে'।

(১৫)

"আমি যদি মরি বিজন প্রান্তরে
আর কোন ক্ষতি নাহিক তার,
গৃহে যে আমার জীবন-প্রদীপ
নিভিবে তাহারে কে দেখে হায়"!

(১৬)

কহিল ভবানী, "ওহে ও পথিক
কি আছে তোমার আমায় দাও,
স্বর্ণ রৌপ্য কিম্বা হীরক মাণিক,
দাও মোরে যদি পরাণ চাও"।

(১৭)

কাঁদিয়া কহিল পথিক তখন
"নাহি মোর পাশে এখন কিছু,
তবে দিতে পারি বিবিধ রতন
এস যদি তুমি আমায় পিছু"।

(১৮)

"কি আছে তোমার, কি দিবে হে তুমি,"
কহিল ভবানী, কাঁপায়ে ধরা!
"যা আছে আমার, তাই দিব আমি,
সুবর্ণ-কলস মাণিকে ভরা"!

(১৯)

"একটী মাণিক রাখিব কেবল
দিব না তোমায় সেটীকে ভাই!
সেটী যে আমার জীবনের কল,
হৃদয়ের মাঝে রেখেছি তাই"!

(২০)

এত বলি পান্থ হইল নীরব,
হাসিল ভবানী, কি জানি কেন!
লোলুপ নয়ন চাহিল বিভব
তাই সে কহিল ভাবটী হেন!

(২১)

"হে পথিক! তুমি লুকাইলে কেন
যতনে হৃদয়ে রেখেছ যারে?
দাও মোরে এনে, সে রতনখানি,
বুঝিয়া লইব বারেক তারে"!

(২২)

ভীষণ আঁধারে পথিকের আঁখি
জ্বলিল ভীষণ, প্রবল বেগে!
ভবানীর কথা পশিল শ্রবণে,
উঠিল পথিক দারুণ রেগে!

(২৩)

তখনি সে রাগ করিল দমন,
বুঝিয়া আপন অবস্থা তার।
পড়েছে সে এবে দস্যুর কবলে
জীবন উদ্ধার হয়েছে ভার!

(২৪)

নামাইয়া স্বর, কহিল পথিক
"বলো না ভবানী, বলো না আর।
সেটী যে আমার অমূল্য মাণিক!
সংসার খেলনে করেছি সার"।

(২৫)

তাও যে শায়িত অন্তিম শয্যায়,
নে'যাবে নিয়তি ভোরের বেলা!
আমিও চলিব তার সাথে সাথে
ভবের সাগরে ভাসায়ে ভেলা!

(২৬)

কি ভাবিল দস্যু শুনি এই কথা,
ক্ষণ পরে স্বরে কাঁপা'ল বন।
"আমি যদি তার রক্ষা করি প্রাণ,
বিনিময়ে তার কি দিবে ধন"?

(২৭)

পুলকে নাচিল পথিকের প্রাণ,
সুখ-দুখ-মাখা ভাষায় কয়।
"তা'হলে ভবানী, সরবস্ব দিয়ে
নাচিয়া বেড়াব ভুবনময়"!

(২৮)

"সত্য দিব আমি" কয় এই পণ
আমার শরীর পরশ করি"।
করিল প্রতিজ্ঞা পান্থ সেই মত,
দস্যুর শরীর করেতে ধরি।

(২৯)

"এস" বলে দস্যু হয় অগ্রসর।
পিছনে চলিল পথিকবর।
ভবনে আসিয়া হেরিল দু'জনে
ডুবেছে মাণিক, কাল-সাগরে!!

(৩০)

হৃদয় বাঁধিয়া আশার বাঁধনে
কহিল পথিক দস্যুরে তবে।
"কি দেখিছ আর ভবানী ঠাকুর?
সঞ্জীবনী মন্ত্রে জাগাও এবে"?

(৩১)

লাবণ্য-বিহীন মৃতদেহখানি
লইল ভবানী আপন ক্রোড়ে।
কি এক শিকড় ধরিল সে নাকে,
অমনি বচন ফুটিল মুখে!

(৩২)

অধরে আবার ছুটে এল হাসি
রূপে ভরে গেল দেহটী তার!
মন, প্রাণ, আত্মা দেখা দিল আসি,
দশেন্দ্রিয় কাজে মগ্ন আবার!

(৩৩)

সরম আসিল নয়নের কোণে,
ঘোমটা টানিল রমণী শিরে,
প্রভাতকুসুম ফুটিল আবার,
পথিকের অই হৃদয়ে ধীরে!

(৩৪)

পুলকিত প্রাণে, রোমাঞ্চ শরীরে
পড়িল পথিক দস্যুর পায়!
বলিল তখন, "দস্যু নহ তুমি,
ছলে ভুলাইতে এলে আমায়"।

(৩৫)

বিদ্রূপের হাসি হাসিল ভবানী,
কহিল পথিকে মধুর স্বরে—
"পেয়েছ ত এবে জীবন-সঙ্গিনী,
প্রতিজ্ঞা পালিয়া পলাও দূরে"।

(৩৬)

"নিশ্চয় পালিব" বলিয়া পথিক,
রমণীরে বুকে লইল তুলি।
"রহিল বিভব, চলিলাম আমি
করেতে ধরিয়া ভিক্ষার ঝুলি।

(৩৭)

"যে ধন আমারে, দিয়েছ ঠাকুর,
তার কাছে এ সব কিছুই নয়।
লও তুমি বুকে রতন প্রচুর,
চলিনু ঘুরিতে ভুবনময়"।

(৩৮)

এত বলি পান্থ নীরব হইয়া
বুকের রতনে বুকেতে টানে।
ফুটন্ত কপোলে দানিল চুম্বন,
উষার আলোক আসিল প্রাণে।

শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়,
দিগনগর, নদীয়া।

হাসির কথা।

(১)

পৃথিবীর আকার—এক গ্রাম্য পাঠশালার গুরুমহাশয় বালকগণকে কহিলেন—"দেখ বালকগণ! অদ্য রবিবার। কিন্তু কেন তোমাদিগকে পাঠশালায় আনা হইয়াছে তাহা কি জান?—অদ্য ইন্‌স্পেক্টর সাহেব পাঠশালা দেখিতে আসিবেন। তিনি 'ভূগোল' বড় ভাল বাসেন। যদি তিনি পৃথিবীর আকার কিরূপ জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে তোমরা আমার এই নস্যাধারের ন্যায় বলিবে।"

গুরুমহাশয়ের দুইটী নস্যাধার ছিল, একটী গোলাকার, অপরটী চতুষ্কোণ। তিনি রবিবারে গোলাকারটী এবং অপর সকল বারে চতুষ্কোণটী ব্যবহার করেন। অদ্য রবিবার, তাই তিনি গোলাকারটী আনিয়াছেন।

ক্রমে ইন্‌স্পেক্টর সাহেব বিদ্যালয়ে পৌঁছিলেন। তিনি বালকগণকে পৃথিবীর আকার কিরূপ জিজ্ঞাসা করিলে একটী বালক সানন্দে উত্তর করিল—"মহাশয়! পৃথিবীর আকার চতুষ্কোণ, কিন্তু কেবলমাত্র রবিবারে গোলাকার হয়।"

শ্রীসরোজাক্ষ চক্রবর্ত্তী

নূতন সংবাদ।

১। যুদ্ধে আহত তুর্কী সৈন্যদিগের পরিবারবর্গের সাহায্যার্থ লেডী হাডিঞ্জ পূর্ব্বে ১৭,০০০ টাকা দান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সম্প্রতি তিনি পুনরায় নিম্নলিখিত দানগুলিও প্রাপ্ত হইয়াছেন :—নাভার মহারাণী ১,৫০০০৲, রাঘো

প্রসাদ নারায়ণ সিং আলাহাবাদ ১০০৲, ইট্‌নাল রাউত যোধপুর ১০৲, মাওয়ার দরিদ্র মুসলমান রমণীগণ ৭৲ এবং নবাব আবদুল মাজিম ২৫০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

২। বরদার মহারাজা গাইকোয়াড় সম্প্রতি জাপান হইতে ধাতুনির্ম্মিত এক বুদ্ধমূর্ত্তি প্রস্তত করাইয়া আনিয়া নিজ রাজ্যে স্থাপন করিয়াছেন। জাপানের অন্তর্গত কাটোনামক স্থানে বুদ্ধের যে প্রতিমূর্ত্তি আছে, ইহা তাহারই অনুকরণে প্রস্তুত।

৩। ১লা জানুয়ারী দিল্লীর দুর্গ ও চাঁদনীচকের মধ্যবর্ত্তী প্রান্তরে সৈন্য-প্রদর্শনী হইয়াছিল। লর্ড হার্ডিঞ্জ অসুস্থতা প্রযুক্ত উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই। তাঁহার পরিবর্ত্তে লেডী হার্ডিঞ্জ, স্যার ওমর, লেডী ক্রীশ প্রভৃতি সৈন্য-প্রদর্শনীতে উপস্থিত ছিলেন।

৪। জর্ম্মনী দেশের সমরবিভাগ এক অভিনব যন্ত্রের আবিষ্কার করিয়াছেন। এই যন্ত্রের সাহায্যে যুদ্ধের সময় চতুর্দ্দিকের অবস্থা সম্বন্ধে সুন্দর আলোক-চিত্র গ্রহণ করা যাইতে পারিবে। একটী মধ্যবিৎ আকারের হাউইএর মধ্যে একটী ছবি তুলিবার যন্ত্র, প্লেট্‌ ও প্যারাসুট থাকিবে। এই হাউই অনুমান ২৬০০ফিট উর্দ্ধে উঠিয়া সশব্দে বিদীর্ণ হইয়া যাইবে। তৎপরে ছবি তুলিবার যন্ত্রটী প্যারাসুটের সাহায্যে ধীরে ধীরে নামিতে থাকিবে। এই সময়ে প্লেটের উপর চতুর্দ্দিকের চিত্র অঙ্কিত হইয়া যাইবে।

৫। পুঁটীয়ার রাণী শ্রীযুক্তা হেমন্তকুমারী দেবী প্রস্তাবিত হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে দশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

৬। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে ডাক্তার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রতিনিধি মনোনীত হইয়াছেন।

৭। মিঃ. টি, পালিত মহাশয় নব-বর্ষের উপাধি-বিতরণে স্যার উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

৮। বিগত বড় দিনের উৎসব উপলক্ষে সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ ও সম্রাজ্ঞী মেরী বিলাতের নানা স্থান হইতে ইংলণ্ডের কারখানায় ইংলণ্ডের মজুরদিগের নির্ম্মিত বহু উপহার প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইঁহারা পূর্ব্বেই জানাইয়াছিলেন যে, এইরূপ উপহার ব্যতীত অন্য উপহার গ্রহণ করিবেন না।

৯। গত ৫ই জানুয়ারী গড়ের মাঠ হইতে একখানি বিমানবিহারী জাহাজ ৯০০ ফিট উর্দ্ধে উঠিয়া যথেচ্ছাক্রমে চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া নামিয়া আসে। পরে আরও দুই খানি ব্যোমতরণী শূন্যপথে আরোহণ করিয়া ২১০০ ফিট উর্দ্ধে উঠিয়া অদৃশ্য হইয়া যায় এবং ২০ মিনিট কাল শূন্যে ভ্রমণ করিয়া ধীরে ধীরে নামিয়া আসে। দুইজন ফরাসী ইহাদের আরোহী ও পরিচালক ছিলেন।

সমালোচনা।

মর্ম্মভেদী—শ্রীমতী সুরেশ্বরী দেবী প্রণীত ও শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ইহা পুত্রহারা জননীর মর্ম্মভেদী শোকোচ্ছ্বাস। একমাত্র পুত্র হারাইয়া জননী অধীরা হইয়া লিখিয়াছেন—

মোদের নয়নমণি তুমি ধ্রুব তারা,
তোমা বিনা ভ্রমিতেছি ফণী মণিহারা।
সংসার শ্মশান প্রায়
প্রাণে শুধু হায় হায়,
নিয়ত বহিছে এবে নয়নের ধারা,
পথ নাই পাই খুঁজে হই দিশেহারা।

এইরূপ আক্ষেপ উক্তিতে প্রত্যেক কবিতা পরিপূর্ণ। জননীর এই হৃদয়ভেদী উক্তি সকলের প্রাণ স্পর্শ করিবে।

বন-প্রসূন—শ্রীমতী ভুবনমোহিনী দেবী প্রণীত। মূল্য।৴০ মাত্র। ইহা একখানি কবিতা পুস্তক। ইহার সকল কবিতাগুলিই সরল ও ভাবপূর্ণ। আমরা কবিতাগুলি পাঠ করিয়া আনন্দিত হইয়াছি। ধ্রুব, বুদ্ধের প্রতি, সাবিত্রী প্রভৃতি কয়েকটী কবিতা বড় মধুর হইয়াছে। লেখিকার লিখিবার বেশ শক্তি আছে। আশা করি, এই পুস্তকখানি সর্ব্বসাধারণের নিকট আদৃত হইবে।

বামারচনা।

নিবেদন।

(১)

জগদীশ!
বিশাল বিশ্বের বুকে
রাখ গো লুকায়ে মোরে।
ধরণীর মিছা মোহে
ভুলায়োনা দয়া করে।

(২)

আপন আপন করি
আপন কিছুই নয়।
সংসারের সুখ হায়
শুধু মরীচিকাময়।

(৩)

তুমিই ভরসা মম
সুখে দুখে দিবাযামী।
তোমারে সঁপিয়া প্রাণ
নির্ভীক, নিশ্চিন্ত আমি।

(৪)

যে কদিন বেঁচে রব
করিব তোমার কাজ।
কর্ম্মশেষে তব পদে
মাগি ঠাঁই বিশ্বরাজ!

শ্রীকুসুমকুমারী গুহ।

নব দেশ।

১

চল সখি ! যাই মোরা সেই নব দেশে
হেথায় থাকিয়া আর
কিছুই না দেখি সার,
ছোট বড় জীব দেখ তথায় বিকাশে
চল সখি ! যাই মোরা সেই এক দেশে।

২

কেমনে যাইব তথা ভাবিয়া না পাই,
কোন্ দিক কোন্ স্থান
নাহি হয় অনুমান,
একবার ভাবি পথ পাই কি না পাই,
কেমনে যাইব সেথা মনে ভাবি তাই।

৩

কাতারে কাতারে জীব যাইছে চলিয়া,
বাল বৃদ্ধ শিশুগণ
যায় চলি অগণন,
ক্লান্ত নাহি হয় কেহ সে পথ হাঁটিয়া,
কত শত জীব দেখ যাইছে ছুটিয়া।

৪

ওরা সব সেই দেশে করিছে গমন,
খুঁজিয়াছি বিশ্বধাম
নাহি পাই তার নাম,
সে দেশের নাম নাহি জানে কোন জন,
তবে কোথা এরা সব করিছে গমন।

৫

মাতৃগর্ভ হ'তে জীব লভিয়া জনম,
দিন মাস বর্ষ গতে
যায় যথা দিনে রেতে
অশ্রান্ত অনন্ত ভাবে হ'য়ে নিমগন,
যাইবারে সেই দেশে চায় মম মন।

৬

জাতিভেদ নাহি আছে যে দেশের প্রথা,
নাহি হিংসা নাহি পাপ
নাহি আছে শোক তাপ,
দ্বেষ ঈর্ষ্যা নাহি জানে যে দেশবারতা
ত্বরা করি চল সখি যাই মোরা তথা।

৭

নাহি জল, নাহি স্থল উন্নত, ভূধর,
চারি দিক শূন্যাকার
সব যাহে নির্ব্বিকার,
উপর গগনে মেঘ না করে বিহার
সেই দেশে আয় সখি যাই একবার।

৮

কত দিন আসিয়াছি না হয় স্মরণ,
ছাড়িয়া ভবের বেশ
চল যাই সেই দেশ,
অনন্তের কোলে শুয়ে আছে জীবগণ,
চল সখি করি মোরা সে দেশে গমন।

হেমাঙ্গিনী।

১৬।৪ নং মধুরায় লেন, ইণ্ডিয়ান প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৩৯ নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

পুরস্কার !!

—•○—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

কলিকাতা।

—•○—

বর্ত্তমান বর্ষে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক নিম্নোক্ত বিষয় সম্বন্ধে সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য নিম্নলিখিত পদক ও পুরস্কার প্রদত্ত হইবে।

১। **হেমচন্দ্র স্বর্ণ-পদক**—প্রবন্ধের বিষয়—"কবিবর হেমচন্দ্রের কবিতায় ছন্দ ও অলঙ্কার"।

২। **প্রভাবতী পুরস্কার**—(৪০৲ চল্লিশ টাকা মূল্যের পুস্তক)। প্রবন্ধের বিষয়—"প্রচলিত বাঙ্গালা ব্রতকথা অবলম্বনে নারীজাতির গার্হস্থ্য ধর্ম্ম"।

৩। **কৃষ্ণবিনোদিনী স্বর্ণ-পদক**—প্রবন্ধের বিষয়—"বাঙ্গালায় বাউল সম্প্রদায়ের ইতিবৃত্ত"।

৪। **বীরেশ্বর পাঁড়ে পুরস্কার**—মূল্য নগদ ১০০৲ একশত টাকা। প্রবন্ধের বিষয়—"বেদের সংহিতা ভাগে অদ্বৈতবাদ"।

৫। **শিশিরকুমার ঘোষ পুরস্কার**—নগদ ২৫৲ পঁচিশ টাকা। প্রবন্ধের বিষয়—"ভক্ত গদাধর পণ্ডিতের জীবনী"।

৬। **রাধেশচন্দ্র শেঠ রৌপ্য-পদক**—প্রবন্ধের বিষয়—"ওয়ার্ডস্-ওয়ার্থের কবিতা"।

৭। **নবীনচন্দ্র সেন রৌপ্য-পদক**—প্রবন্ধের বিষয়—"কবিবর নবীনচন্দ্রের কাব্যে কৃষ্ণচরিত্র"।

৮। **প্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তী পুরস্কার**—নগদ ২৫৲ পঁচিশ টাকা। প্রবন্ধের বিষয়—"জীবনের ধর্ম্ম ও প্রতিভার লক্ষণ"।

☞ **বিশেষ দ্রষ্টব্য**—প্রথম প্রবন্ধ স্কুল, কলেজ, চতুষ্পাঠী ও মাদ্রাজার ছাত্র এবং দ্বিতীয় প্রবন্ধ মহিলাগণ ব্যতীত অন্য কেহ লিখিতে পারিবেন না। অন্যান্য প্রবন্ধগুলি যে কেহ লিখিতে পারিবেন। পরিষদের নিযুক্ত পরীক্ষকগণের অনুমোদিত না হইলে কোন প্রবন্ধ পুরস্কার-যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে না। প্রবন্ধগুলি আগামী ১৫ই চৈত্র ১৩১৯ তারিখের মধ্যে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দিরে, ২৪৩।১ অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, ঠিকানায় পরিষৎ-সম্পাদকের নামে প্রেরিতব্য।

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
সম্পাদক।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
কলিকাতা।

8 MAY 1913

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 595. March, 1913.

" কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ। "

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫০ বর্ষ। ৫৯৫ সংখ্যা। } ফাল্গুন, ১৩১৯। মার্চ্চ, ১৯১৩। { ১০ম কল্প। ১ম ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বড় লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ মহোদয়ের আরোগ্য সংবাদ—আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম, রাজপ্রতিনিধি লর্ড হার্ডিঞ্জ মহোদয় অনেক সুস্থ হইয়াছেন। তিনি এখন বায়ুসেবনার্থ বাহিরে গমন ও কতক কতক কাজ কর্ম্ম করিতে সমর্থ হইয়াছেন। মঙ্গলময় পরমেশ্বর আমাদিগের রাজপ্রতিনিধিকে সত্বর সম্পূর্ণ নিরাময় করুন।

ত্রিবাঙ্কুরে স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার—ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে ১৯১২ খৃষ্টাব্দে ৩৬টী নূতন বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার পূর্ব্ব বৎসরে বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২৩১ ছিল, ১৯১২ খৃষ্টাব্দে ২৬৭ হইয়াছে। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে শিক্ষার্থিনীর সংখ্যা ৪৩,০৮২ ছিল, ১৯১২ খৃষ্টাব্দে ৪৯,২০৮ হইয়াছে।

ব্যবস্থাপক সভায় নূতন সদস্য—ব্যারিষ্টার মিঃ এস, পি, সিংহ, রায় প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় বাহাদুর ও ডাক্তার নীলরতন সরকার এম, ডি, মহোদয়গণ এবার বঙ্গের ব্যবস্থাপক সভার নূতন সদস্য মনোনীত হইয়াছেন।

রুষরাজ্যে স্ত্রীলোকের অধিকার বৃদ্ধি—এতদিন রুষরাজ্যে কোন স্ত্রীলোক উকীল কিম্বা ব্যারিষ্টার হইতে পারিতেন না। সম্প্রতি তথাকার মন্ত্রিসভা রমণীদিগকে ব্যারিষ্টার হইবার অধিকার প্রদান করিয়াছেন।

বৃক্ষের জীবত্ব—সম্প্রতি বিজ্ঞানাচার্য্য

ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় লর্ড কারমাইকেল মহোদয়কে যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করিয়া বৃক্ষের জীবত্বের ও অন্যান্য অনেক নূতন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দেখাইয়াছেন। ডাঃ বসু এই তথ্যের প্রতিপাদক যন্ত্রও প্রস্তুত করিয়াছেন। এই যন্ত্রের নাম প্লাণ্ট অটোগ্রফ (Plant Autograph)।

ম্যালেরিয়াতত্ত্ব—ডাক্তার মেজর ক্লাইসাহেব বঙ্গের ম্যালেরিয়ার কারণ নির্ণয়ের জন্য বিশেষ ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইনি ইহার মধ্যে কতক তথ্য সংগ্রহ করিয়া রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন। ক্লাই সাহেব রিপোর্টে লিখিয়াছেন যে ম্যালেরিয়া এদেশে ইংরাজ আগমনের পূর্ব্ব হইতেই বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং রেলগাড়ীর প্রচলন হওয়ায় জল নিকাশের পথ বন্ধ হওয়ায় যে ম্যালেরিয়ার উৎপত্তি হইয়াছে ইহা প্রকৃত নহে। এ দেশের লোকের স্বাস্থ্য রক্ষা সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতাকেই ক্লাই সাহেব ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাবের কারণ বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন।

ধন্যবাদ জ্ঞাপন—বোম্বাই নগরে ভারতীয় মহিলাগণ এক সভা আহ্বান করিয়া দিল্লীতে বোমাদুর্ঘটনার সময় বড় লাটের পত্নী লেডী হার্ডিঞ্জ মহোদয়ার অসীম ধৈর্য্য এবং সাহসিকতার জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন। দিল্লীতেও একটী সভা হইয়া গিয়াছে। তাহাতে লেডী ক্রীগ সভাপত্নীর কার্য্য করিয়াছিলেন।

সার্থকতা।

(১)

আমারি ভিতরে তোমারি প্রকাশ
যতটা জেনেছি প্রাণে,
আশৈশব ধরি চেয়েছি হে নাথ,
ফুটাতে তা মোর গানে।
যদি সেই গান করেও কখন
ডেকে থাকে হায়, বারেক রাজন্
তোমারি চরণ পানে—
সার্থক হল তোমারি প্রকাশ
আমারি প্রাণের গানে!

(২)

যতটুকু মোরে পেরেছ গড়িতে
তোমারি মনের মত,
বিশাল জগতে তোমারি সেবায়
বিলাস্থ তা অবিরত।
মোর আশা সাধ যদি কোন দিন
জাগাইয়ে থাকে কারো হৃদি বীণ্
পালিতে এ সেবা ব্রত,
সার্থক তবে হল এ জীবন
লভি কৃপা অনাহত!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।